প্রাথমিক শিক্ষায় দ্বিবার্ষিক ডিপ্লোমা

DIPLOMA IN ELEMENTARY EDUCATION

(D.El.Ed)

কোর্স - 501

ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা : সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি

ব্লক - 2

বর্তমান ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা (1)

রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিদ্যালয়ী শিক্ষা সংস্থান

A-24/25 প্রতিষ্ঠানিক এলাকা, সেকটর-62, নয়ডা

গৌতম বুদ্ধ নগর, ইউ পি-201309

ওয়েব সাইট : www.nios.ac.in

শিক্ষার্থী সহায়ক কেন্দ্র টোল ফ্রি নম্বর : 1800 180 9393

ই-মেল : lsc@nios.ac.in

ব্লক - 2

বর্তমান ভারতে
প্রাথমিক শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা

ব্লক ইউনিট

একক 5 সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কৌশল – 1

একক 6 সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কৌশল – 2

একক 7 সর্বশিক্ষা অভিযান

ব্লক পরিচয়

ব্লক-2, তিনটি একক-5, 6, 7-এর সমাহার।

একক–5, আপনাকে ইউ. ই. ই-এর প্রভাব ও তার বিভিন্ন কৌশলের দিকে নজর কেন্দ্রীভূত করতে সাহায্য করবে; এই এককে আপনি বিভিন্ন রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষার পরিসংখ্যান যেমন—মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প, বিহার শিক্ষা প্রকল্প, লোক জুম্বিশ শিক্ষা কর্মী ও ডি. পি. ই. পি।

একক–6-তে আপনি 6 থেকে 14 বছরের শিশুদের জন্য পরিকল্পিত 'সর্ব শিক্ষা অভিযান'-এর মূল বৈশিষ্ট্য ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষনাবেক্ষন সম্পর্কে অধ্যয়ন করবেন।

একক–7-তে ইউ. ই. ই-এর ব্যবস্থাপনা এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে অধ্যয়ন করবেন। আপনার বিদ্যালয়ের প্রাপ্য সম্পদ সংগ্রহের জন্য কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এবং কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন তা অধ্যয়ন করবেন। এই ধারণাশক্তি আপনাকে আপনার বিদ্যালয়ে এবং স্থানীয় সরকার স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবে।

বিষয়সূচী

ক্রমিক সংখ্যা	এককের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
1	একক-5 : *সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কৌশল –1*	1
2	একক-6 : *সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কৌশল –2*	23
3	একক-7 : *সর্বশিক্ষা অভিযান*	36

একক—5 : প্রাথমিক শিক্ষার কৌশল—1

নোট

গঠন প্রণালী

5.0 ভূমিকা

5.1 শিক্ষার উদ্দেশ্য

5.2 প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীনতা

5.3 সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনার ধরন

- **5.3.1** বুনিয়াদি শিক্ষার কর্মপরিকল্পনা—উত্তরপ্রদেশ
- **5.3.2** শিক্ষা পরিকল্পনা—বিহার
- **5.3.3** লোক জাম্বিশ
- **5.3.4** শিক্ষাকর্মী
- **5.3.5** রাজ্যের নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা, যেমন মহারাষ্ট্র।
  - **5.3.5.1** সামাজিকভাবে বঞ্চিত শিশুর জন্য কর্মপরিকল্পনা
  - **5.3.5.2** বালিকাদের জন্য কর্মপরিকল্পনা
  - **5.3.5.3** অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া শিশুদের জন্য কর্মপরিকল্পনা
  - **5.3.5.4** প্রত্যন্ত স্থানে বসবাসকারী শিশুদের জন্য কর্মপরিকল্পনা
  - **5.3.5.5** বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের জন্য কর্মপরিকল্পনা
  - **5.3.5.6** বিশেষ লক্ষ্যমাত্রার শিশুদের জন্য (প্রতিবন্ধী, দেবদাসী শিশু প্রভৃতি) কর্ম পরিকল্পনা।

5.4 জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প (ডি.পি.ইপি) :

1. ডি.পি. ইপির উদ্দেশ্য
2. ইহার প্রধান উপাদানসমূহ
3. ডি.পি. ইপির কর্মপরিকল্পনা রূপায়ণ
4. কর্ম কৌশল ও কার্যাবলী
5. সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় প্রভাব

5.5 সারাংশ করা যাক

5.6 টীকা/সংক্ষিপ্ত কৃত শব্দাবলী

5.7 প্রস্তাবিত পাঠসমূহ/উল্লেখ

5.8 একক পরিসমাপ্তি অনুশীলন

5.0 ভূমিকা

আপনারা সকলেই এই বিষয়ে সচেতন যে ভারতবর্ষের প্রাথমিক শিক্ষার নীতি ও পরিকল্পনা সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার উভয়ের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে রাজ্য সরকার শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছিলেন। 1986 সালে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনায় পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেন

নোট

(এন. ইপি) যাহা দেশে প্রাথমিক শিক্ষার মান বৃদ্ধি করে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থাটা কি প্রকার আমাদের অবস্থানটা কোথায়? রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য কি কর্মপ্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে? এই এককে আমরা এই সকল প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব।

5.1 এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- আপনার রাজ্যের সামগ্রিক নাম নথিভুক্তির (জি.ই.আর) অনুপাত ও নেট (এন.ই.আর) অনুপাতের সাহায্যে বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থানটির একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে পারবেন (মহারাষ্ট্রের অবস্থান সমীক্ষা করে)।
- সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যস্তরের প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন পরিকল্পনা পরীক্ষা করবেন।
- সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে আপনার রাজ্যে যে সকল নীতি ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে (এবং মহারাষ্ট্রের) তাহার পুনর্মূল্যায়ণ করতে পারবেন।
- ডি.পি.ইপি সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে সকল কৌশল অবলম্বন করেছে তার তালিকা ও বর্ণনা করতে পারবেন।
- আপনার রাজ্যে ডি.পি.ই.পি.-এর সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রভাব বিভিন্ন জেলার মধ্যে তুলনা করতে পারবেন।

5.2 সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা (U.E.E)

- আপনার রাজ্যে প্রতিটি শিশুর কাছে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে আপনি তা প্রশংসার সঙ্গে উপলব্ধি করবেন। এটা রূপায়ণ করার জন্য অনেক বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে কঠিন পরিশ্রম করতে হবে।
- বিদ্যালয়ে যাবার জন্য শিশু ও তার অভিভাবক যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তা প্রতিটি রাজ্যে পৃথক। আরও অগ্রসর হওয়ার আগে একটা উদাহরণ দেখা যাক।

দুমকা জেলার মোহাড়ি গ্রামের প্রকাশ গণেশ পাতিল একজন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। তার ছোটভাই দ্বিতীয় শ্রেণীতে, বড় বোন ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে। প্রকাশের বাবা গণেশ একজন কামার (লোহার বস্তু তৈয়ারী করেন) যিনি গরুর পায়ে লোহার খুর প্রস্তুত করেন। আখ কাটার কর্মীরা আখ বহন করার জন্য গরুর গাড়ী সঙ্গে নিয়ে আসেন। এর ফলে সে অনেক কাজ পায় আখ কাটার কাজে নিযুক্ত কর্মীদের সঙ্গে সে ছয় মাস থাকে। গণেশ পরিবার নিয়ে প্রতি বছর দীপাবলীর আগে এসে কারখানার জমিতে বাস করে। কারখানার জায়গায় চলে আসার পর প্রকাশ 'জিলা পরিষদ বিদ্যালয়ে' তার পড়াশুনা চালিয়ে যেতে চায়। পদ্ধতি গত নীতির জন্য গ্রামের বিদ্যালয় থেকে জিলা পরিষদ বিদ্যালয়ে বদলির শংসাপত্র পেতে তার দুই বৎসর নষ্ট হয়। সুতরাং...

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি লক্ষ্য করুন ও দেখুন আপনি কি ভাবছেন?

- প্রকাশ পড়া ছেড়ে দেবার কথা চিন্তা করে এবং বাবার ব্যবসায়ে সাহায্য করতে চায়।
- আপনি কি ভাবছেন প্রকাশের বিদ্যালয় ত্যাগ করা উচিত?

নোট

- আপনি কিভাবে প্রকাশের পড়া চালিয়ে যাবার জন্য তার বাবাকে পথ দেখাবেন?

এই সমস্যার সমাধানকল্পে মহারাষ্ট্র সরকার বাস্তুচ্যুতদের শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য 2001 সালে 'সমরশালা' প্রকল্পের সূচনা করেন। এই 'সমরশালা' সারা বছর কাজ করেনা। শিক্ষা বৎসরের দ্বিতীয়ভাগে কাজ করে। সাধারণতঃ গ্রীষ্মাবকাশের পর জুন মাস থেকে বিদ্যালয় শুরু হয়। আখ কাটার কর্মীদের শিশুরা আখ পেষণ এর সময় বাসস্থান পরিবর্তন করে অক্টোবর ও নভেম্বরের মধ্যবর্তী সময়ে। বাসস্থান পরিবর্তনের সময় এই শিশুরা বেশ কয়েকমাস বিদ্যালয়ে যোগ দিতে পারে না এবং যখন তারা পরের বছর মার্চ-এপ্রিলে প্রত্যাগমন করে তখন যেখানে পড়া ছেড়ে দিয়েছিল সেখান থেকে শিক্ষা শুরু করতে পারে না। এইভাবেই তারা বিদ্যালয় ছুট হতে বাধ্য হয়, সমরশালায় বিদ্যালয় শুরু হয় তাদের বাসস্থান পরিবর্তন সময়ে (মোটামুটি ছয় মাস) চিনি কারখানায় এবং তাদের সুবিধাজনক সময়ে। এদের দ্বিতীয় সেমিসটার বিদ্যালয়ও বলা হয়।

শখরশালা,
আখ কারখানায়
শ্রেণীকক্ষের বাইরে

এই অধ্যয়ন প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীনতা নির্ধারণ করতে নিম্নরূপভাবে আমাদের সাহায্য করবে :

শিক্ষার সার্বজনীনতার অর্থ : শিশুর নির্দিষ্ট প্রয়োজন ও স্থান সাপেক্ষে সর্বত্র শিক্ষার সুযোগ লাভ করা।

ভারতবর্ষের বিদ্যালয় শিক্ষা প্রধানত নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে :

প্রাক্ বিদ্যালয় 3-6 বৎসরের শিশু
প্রাথমিক — প্রাথমিক (প্রথম - পঞ্চম শ্রেণী) 6-11 বৎসর
উচ্চ প্রাথমিক (ষষ্ঠ - অষ্টম) 11-14 বৎসর
মাধ্যমিক (নবম-দশম) ১৫-১৬ বৎসর
উচ্চমাধ্যমিক (একাদশ - দ্বাদশ) ১৭-১৮ বৎসর

প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষাকে যুক্তভাবে প্রাথমিক শিক্ষা নামে অভিহিত করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষাব্যবস্থারূপ পিরামিডের মূল ভিত্তি এবং সর্বশিক্ষা অভিযানের মাধ্যমে দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সবিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। সর্বশিক্ষা অভিযান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাবার ব্যবস্থাটি আঞ্চলিকভাবে উন্নত করেছে এবং এইভাবেই প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীনতাকে ত্বরান্বিত করেছে।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও তার বৈশিষ্ট্য :

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে এইভাবেও ব্যাখ্যা করা যায় :

নিজেদের শিক্ষিত করার জন্য প্রতিটি মানুষ উপযুক্ত ও সমান সুযোগ পাবে। সার্বজনীনতার তিনটি বৈশিষ্ট্য :

সার্বজনীন সহজগম্যতা ও নথিভুক্তি
শিক্ষার মান — সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা — উপস্থিতি ও তা ধরে রাখা

নোট

প্রাথমিক শিক্ষা—

- **সার্বজনীন সহজগম্যতা ও নথিভুক্তি :**

  ভারত সরকার সাম্প্রতিককালে পরিকল্পনা করেছেন ছাত্ররা যাতে সহজেই বিদ্যালয়ে যেতে পারে তার জন্য প্রতি কি.মি.তে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করবেন। ঐ নির্দিষ্ট বিদ্যালয় অঞ্চলে অন্তর্ভুক্ত পরিবারগুলিকে নিয়ে বৎসরের শুরুতে একটি সমীক্ষা করা হয়; যে সকল শিশু শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত এবং যারা বিদ্যালয়ের বাইরে আছে তাদের বিদালয়ে নিয়ে আসার জন্য একটি তালিকা তৈরী করা হয়। শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত ছাত্রদের 100% ভাগ নথিভুক্তিকরণ নিশ্চিত করার জন্য 'নথিভুক্তিকরণ সপ্তাহ' পালন করা হয়।

- **নথিভুক্তিকরণ ও তার ধরে রাখা :**

  এটা ক্রমশই বেশী করে বোঝা গেল যে বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ধরে রাখা, নাম নথিভুক্তি করণের থেকেও অধিকতর সমস্যা। সুতরাং 14 বৎসর পর্যন্ত শিশুদের সার্বজনীন ধরে রাখা অবশ্য প্রয়োজন। তাই বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা যেমন—দৈনিক উপস্থিতি ভাতা, বিনামূল্যে ভ্রমণ এর 'পাস', বিনামূল্যে দ্বিপ্রাহরিক আহার প্রভৃতি চালু করা হয় এবং উপস্থিতির হার বৃদ্ধি করার জন্য নূতন নূতন শিক্ষাদান পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

- **শিক্ষার মান :**

  এর অর্থ হল প্রতিটি শিশুর নিকট এমন মানের শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া যার ফলে সে 'ন্যূনতম শিক্ষার মান'-এর উপযুক্ত হতে পারে (MLL) তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং বর্তমানে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা যেমন পানীয় জল, শৌচাগার, শিক্ষক-শিক্ষণ, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত এর মাধ্যমে নিজেকে আরও উন্নত মানে নিয়ে যেতে পারে।

ক্রিয়াকলাপ—1

ধরা যাক সাজিদ এবং তার বোন প্রতি শনিবার বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে এবং শিক্ষককে মিথ্যা কারণ দেখায়। শিক্ষক হিসাবে তাদের অনুপস্থিতির তদন্তে আপনি প্রাথমিকভাবে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন :

.....

.....

.....

5.3 বিভিন্ন রাজ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রকল্পের ধরন :

একুশ শতকে প্রবেশের পূর্বে ভারত সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি 1986 এবং কর্মপরিকল্পনা 1992 এর দ্বারা 14 বছর বয়স পর্যন্ত সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিনামূল্যে ও আবশ্যিক তাহা নিশ্চিত করেন। ইহা অর্জনের জন্য একটি উদ্দেশ্যমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে যাহা সুস্পষ্টভাবে প্রকল্পের উদ্দেশ্য, পরিসর, সময়সীমা এবং লক্ষ্য ব্যাখ্যা করবে ও প্রতি স্তরে সহায়তা প্রদান করবে।

নোট

5.3.1 উত্তর প্রদেশের বুনিয়াদি শিক্ষা প্রকল্প (ইউ.পি.বিইপি) :

বিশ্বব্যাংক এর সহায়তায় উত্তর প্রদেশ সরকারের বুনিয়াদি শিক্ষা প্রকল্প 1993তে সূচনা হয়। 'সভি কে লিয়ে শিক্ষা পরিযোজনা পরিষদ' উত্তর প্রদেশের একটি সংস্থা। উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা পর্ষদের উপর এই প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
  - সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা একটি একত্রিভূত কর্মসূচী হিসাবে দেখা হয় যা কিনা 14 বৎসর পর্যন্ত সকল শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার পথ সুগম করে তুলবে। প্রথাগত ও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার মাধ্যমে সার্বজনীন অংশগ্রহণ চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা প্রাথমিক স্তর সম্পূর্ণ করবে।
  - ন্যূনতম শিক্ষার মান এর জন্য সার্বজনীন কর্মসূচী সম্পাদন।
  - যুবাদের জন্য শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা
  - শিক্ষা ব্যবস্থায় নারীশক্তি ও অধিকতর লিঙ্গ সাম্য
  - তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত শিশুদের জন্য সমান শিক্ষা
- **কৌশল :** এই প্রকল্পে যে সকল কৌশল অধিগ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

  রাজ্য ও জেলা স্তরে দৃঢ় কাঠামো, পরিকল্পনা, পরিচালনা ও পেশাদারি সমর্থন, রাজ্যসংগঠনগুলি প্রতিষ্ঠানিক ক্ষমতা স্থাপন করার জন্য গঠন করা, বিভিন্ন বুনিয়াদি শিক্ষার উন্নতিকরণের কর্মসূচীর পরিকল্পনা, পরিচালনা এবং মূল্যায়ন করা।

  প্রাক প্রাথমিক শিশুদের শিক্ষার পাঠক্রম এবং পাঠপুস্তক পর্যালোচনা, শিক্ষক শিক্ষণ (চাকুরীকালীন),

  মহিলা ও বালিকার শিক্ষা, বিদ্যালয় পরিচালনা আরও শক্তিশালী করা শিক্ষার মান বৃদ্ধি করার জন্য এগুলি ব্যবহার করা হয় অবহেলিত অঞ্চলে আরও দশটি জেলায় বুনিয়াদি শিক্ষার উন্নতির জন্য বেশী সংখ্যায় প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রস্তুত করা, বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের জন্য প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা রূপায়ণে নূতনভাবে প্রস্তুত করা।

  কার্যক্রম : নিম্নলিখিত কার্যক্রমের উপর আলোকপাত করা হয়েছে :

  সংস্কৃতি ও সংযোগের উপর শিক্ষামূলক কার্যক্রম।

  বিজ্ঞান ও পরিবেশ

  সামাজিক ন্যায়ের ধারণা প্রস্তুত করা।

  রূপায়ণ : উত্তরপ্রদেশের উত্তরাঞ্চলসহ 63 জেলার মধ্যে 10টি জেলার, বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রকল্পগুলি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। এই জেলাগুলি হল—বারানসী, ইলাহাবাদ, বন্দা, এটাওয়া, সিতাপুর, আলিগড়, সাহারণপুর, গউরি ও নৈনিতাল।

5.3.2 বিহার শিক্ষা প্রকল্প (বি ই পি) :

ইহা রাজ্যের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সংগে শিক্ষার মান উন্নয়নে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই প্রকল্পটি উচ্চ প্রাথমিক BEP এর অবদান এর উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত, যে সংস্থা

নোট

UP BEP রূপায়ণে দায়িত্বপ্রাপ্ত তা হল উচ্চ প্রাথমিক বেসিক শিক্ষা পরিষদ। ইউনিসেফ, ভারত সরকার এবং বিহার সরকার যৌথভাবে এই প্রকল্প গ্রহণ করেছে। সমাজের অবহেলিত শ্রেণী যেমন তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, উপজাতি ও মহিলাদের জন্য এই প্রকল্প সবিশেষ জোর দিয়েছে। ইহাই প্রথম সর্বার্থসাধক বাইরের আর্থানুকুল্যে 'সকলের জন্য শিক্ষা' প্রকল্প, তিনটি জেলা যেমন রাঁচী, রোহ্‌টাস এবং পশ্চিম স্পেরাণ জেলায় 1991-92 তে শুরু এবং আরও চারটি জেলায় 1992-93 সালে বাড়ান হয়।

● **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, 14 বৎসর পর্যন্ত সকল শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ করে দেবার লক্ষ্যে সামগ্রিক কর্মসূচী গ্রহণ। সার্বজনীনভাবে শিক্ষার নূন্যতম মান অর্জন।

শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে প্রস্তুত করা যাহাতে মহিলাদের সমতা ও তাদের ক্ষমতা দানের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে।

প্রাপ্তবয়স্ক, নিচুজাতের শিশু, অন্যান্য সম্প্রদায় এবং দরিদ্রতম শ্রেণীর সমান শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সুযোগ প্রস্তুত করা।

শিক্ষায় নথিভুক্তিকরণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং বিদ্যালয় ছুট/পরিত্যাগ কমান-বিশেষতঃ বালিকা ও তপশিলি জাতি ছাত্রদের।

কৌশল : 11,000 প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণীকক্ষ তৈয়ারী করা।

16,000 অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ।

নবনিযুক্ত শিক্ষকদের শিক্ষণ-এর ব্যবস্থা করা।

নবনির্মিত বিদ্যালয়ে জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করা।

অংশগ্রহনীয় পরিকল্পনা এবং রূপায়ণ

মহিলা সমস্যা উপাদানসমূহের রূপায়ণ

কার্যক্রম : নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলি এই প্রকল্পে গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রামীন শিক্ষা সমিতি গঠন এবং তৃণমূল স্তরে কর্মসূচি রূপায়ণে সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ।

অসরকারী সংস্থার মাধ্যমে প্রথাবর্হিভূত শিক্ষা :

● রাজ্যস্তরে কর্মশালার সংস্থা সংগঠন : 'কি পার্সন' এবং প্রাথমিক শিক্ষকগণকে নূন্যতম

● শিক্ষার মান সম্পর্কে শিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

● মহিলাদের উন্নতিকল্পে জেলাস্তরে মূল গ্রুপ তৈরা করা।

● নাম নথিভুক্তকরণের জন্য বিশেষ উদ্যোগ।

● পোস্টার কর্মশালা : গ্রামীন গ্রন্থাগার এর ধারণাকে বিস্তৃত করা প্রভৃতি।

● শিক্ষা ক্ষেত্রে কম্পিউটারে নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার সূচনা করা।

● মহিলা সমস্যা : বিদ্যালয়কে স্থানীয়ভাবে দায়বদ্ধ করে তোলা, ইসিসিই এবং এন এফ ই সেন্টারগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে কার্যকরা ভূমিকা পালন করা, শিক্ষকগণকে সাহায্য করা ও ডি ই সি তে অংশগ্রহণ করা।

● **রূপায়ণ :** রাজ্য ও তোলাস্তরে পরিচালনা কাঠামো প্রস্তুত করা, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, অঞ্চলে ব্যাপক হারে সহজলভ্য করা, বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থায় জাতীয়/আন্তর্জাতিক বিষয়ে কৌতূলহী করে

নোট

তোলার জন্য ব্যবস্থা করা, প্রভৃতি। জনসংখ্যা বিশ্লেষণ ও নথিভুক্ত সমস্যার উপর ভিত্তি করে শ্রেণীকক্ষ বাছাই করতে হবে। গ্রামীন স্তরে অনুপরিকল্পনা করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রকল্পের নজরদারি 2য় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প ও ইউ পি বি-১ সংযুক্তভাবে বছরে দুইবার নজরদারি করা হবে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বর্তমানে 12টি জেলায় VPBEP-1 এর অধীনে রূপায়ণ করা হয়েছে।

5.3.3 লোক জাম্বিশ :

লোক জাম্বিশ—'সকলের জন্য শিক্ষা' জনগণের আন্দোলন, ইহা 1992 সালে সুইডিশ আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন অথরিটির সহায়তায় রাজস্থানে সূচনা হয়। সন্তোষজনক স্তর পর্যন্ত প্রথাগত ও প্রথাবহির্ভূত, ক্রিয়ামূলক শিক্ষার মাধ্যমে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য অর্জন করার জন্য ইহা একটি কর্মসূচি।

ইহা প্রধানতঃ বালিকা শিক্ষা ও তার উন্নতির উপর জোর দেয়। সাক্ষরতা পরবর্তী ধারাবাহিক শিক্ষার সঙ্গে পরিচালনা ব্যবস্থা ও জনগণের অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা সহজলভ্য করা এটাই অবিলম্বে মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

● 2000 সালের মধ্যে জনগণের সহজলভ্য ও তাহাদের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে 'সকলের জন্য শিক্ষা' অর্জন করা।

● বালিকা শিশু ও মহিলাদের উপর মনোযোগ প্রদানের দ্বারা বালিকাদের নথিভুক্তকরণ নিশ্চিত করা।

● সাম্যের জন্য শিক্ষাকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করে মহিলাদের ক্ষমতার অধিকারী করা।

● 15-35 বৎসর বয়সী মহিলা ও পুরুষের সাক্ষরতা 80% এ নিয়ে যাওয়া এবং অসুবিধাজনক গ্রুপের ক্ষেত্রে 3R শিখিয়ে জীবনযাত্রার উপযোগী করা।

● শিক্ষণের ব্যবস্থা ও সম্পন্ন কুশলি ব্যক্তি প্রস্তুত করা, শিক্ষা ব্যবস্থার মনোন্নয়ণের জন্য সহায়ক পরিকাঠামো গ্রহণ করা।

● স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা : যেখানে তথ্য সংগ্রহ ও তার ব্যবহার একই ব্যক্তি করেন যিনি এই ব্যবস্থার দ্বারা যুক্ত।

প্রধান উপাদানসমূহ

● সূচনা ও পরিচালনার কর্মসূচির জন্য স্বশাসিত সংস্থা প্রস্তুত করা ও ক্ষমতার অধিকারী হয়ে সমিতি অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে।

● গ্রামীণস্তরে লোকজাম্বিশ-এর প্রধান কর্মসূচী বৈশিষ্ট্য হল বিদ্যালয়-মানচিত্র এবং অনুপরিকল্পনা। সামাজিক মানুষ, শিক্ষক, লোক-জাম্বিশ এর কর্মীরা ইহা সাধন করেন। মূল্যায়ণের জন্য প্রতিটি শিশুর নামে অগ্রগতির পথ নির্দেশ করে।

কৌশলসমূহ

● তৃণমূল স্তরে কার্যসাধন বন্দোবস্ত উন্নত করা—যেমন প্রেরক দল, ভবন নির্মাণ সমিতি, গ্রাম শিক্ষা কমিটি, গুচ্ছ, মন্দ স্টারিয়া শিক্ষা প্রবন্ধন কমিটি এবং পাঁচটি ব্লকে সময়সীমার মধ্যে পরীক্ষামূলক ভাবে কর্মসূচীর বালিকা গ্রুপ এর সহায়তা করা।

● অধ্যাপিকা মঞ্চ তৈরী করা হয়েছে মহিলাদের অংশ গ্রহণের জন্য।

● সকল স্তরে ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি করতে হবে, পরিচালনার ক্ষেত্রে Matrix ব্যবস্থা চালু করতে হবে, কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব পূরণ করতে হবে।

নোট

পরের মাসের কাজ ও পরিকল্পনা পর্যালোচনা করার জন্য সকল কর্মীদের নিয়ে পরিকল্পনা পর্যালোচনা করার জন্য সকল কর্মীদের নিয়ে পরিকল্পনা পর্যালোচনা সভা (RPM) প্রতি মাসে ক্লাসটার এবং ব্লকে অনুষ্ঠিত হবে, এবং এই ভাবেই রাজ্যস্তরে 2-3 টি পরিকল্পনা পর্যালোচনা সভা পুনরায় অনুষ্ঠিত হবে।

● **প্রবেশাৎসব :** ইহা এমন একটি সদর্থক সৃষ্টিমূল অনুষ্ঠান যাহা শিশু, বিদ্যালয় ও অঞ্চলে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করে।

● **ক্রিয়া কলাপ :** নিম্নলিখিত চিত্রে(5.1) এই প্রকল্পে গ্রহণ করা হয়েছে এমন প্রধান কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে—

Hostel for উপজাতি Tribal children শিশুদের জন্য আবাসন	অস্থায়ীভাবে বাস্তুচ্যুত ও প্রান্তবর্তী স্থানে বসবাসকারী শিশুদের কাছে শিক্ষার চাহিদা সরবরাহ করা (পৌঁছে দেওয়া)।
মহিলা শিক্ষণ বিহার	15+ বৎসর গ্রুপের বালিকা যারা বিদ্যালয়ের বাইরে আছে তাদের আবাসিক পরিবেশে বৈশিষ্ট্যযুক্ত শিক্ষার জন্য আবাসিক পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করা।
বালিকা শিক্ষণ শিবির	প্রথাগত শিক্ষায় পুনঃ প্রবেশের জন্য 7+ বৎসরের গ্রুপের বালিকাদের জন্য 6-8 মাসের আবাসিক ক্যাম্প যাহা পুনঃপ্রবেশকে সহজ করবে।
মুক্তাঙ্গন	বরণ এর কিষেণগঞ্জ ব্লক এর মাণ্ডোলা ক্লাস্টার এর আদিবাসী শিশুদের একটি কর্মসূচী।
মাদ্রাসা	সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশুদের নিকট পৌঁছবার জন্য ভরতপুরের কামান ব্লকে কর্মসূচী।
সহজ শিক্ষা কেন্দ্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া	কর্মরত শিশুদের চাহিদা পূরণ করার জন্য ইহা প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা শিক্ষা কর্মসূচী।
বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচী	এই কর্মসূচী বিদ্যালয়-শিশুদের সচেতনতা সৃষ্টি করতে আলোকপাত করে।
অঙ্গন-ওয়াড়ি কেন্দ্র	প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষাকে শক্তিশালী করতে ও প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করতে অসরকারী সংস্থা 'বিজ্ঞান' 215 টি কেন্দ্র অধিগ্রহণ করেছে।

ফিগার 5.2 লোকজাম্বিশ এর প্রধান কার্যাবলী

5.3.4 শিক্ষা কর্মী প্রকল্প :

রাজস্থান সরকার : রাজস্থান শিক্ষাকর্মী বোর্ড' এর মাধ্যমে শিক্ষা কর্মী প্রকল্প কর্মসূচী সুইডিশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অথরিটির সহায়তায় 1987 সাল থেকে প্রচলন করে আসছেন।

প্রকল্পটি লক্ষ্য করে যে শিক্ষকগণের অনুপস্থিতি সার্বজনীন তার উদ্দেশ্য অর্জনে প্রধান বাঁধা। এর ফলে এক শিক্ষক যুক্ত বিদ্যালয়ে স্থানীয় দুইজন অধিবাসীকে নিয়ে একটি বদলি টিম এর চিন্তা করা হয়। এদেরই বলা হয় শিক্ষাকর্মী। শিক্ষাকর্মী বাছাই করার সময় স্থানীয় ব্যক্তিকে নিয়োগ করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষকের উপযুক্ত যোগ্যতার উপর জোর দেওয়া হয়না, কিন্তু তাদের শিক্ষণ এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যবস্থা করা দরকার যাহাতে তারা শিক্ষক এর কাজ সঠিক ভাবে সম্পন্ন করতে পারেন।

নোট

● **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

—14 বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার পথ সুগম করতে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে বিভিন্ন উপাদান সমৃদ্ধ একটি কর্মসূচী রূপে দেখা হয়।

—শিক্ষার নূন্যতম মান অর্জন করতে হবে।

—শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে অভিমুখী করতে হবে যাহাতে ইহা সাম্যের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে।

—মহিলাদের ক্ষমতায়ন এর জন্য।

—শিক্ষার সম সুযোগের উপায় করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সমাজের দরিদ্রতম, শ্রেণী, নিচুজাতি এবং জাতিগত সম্প্রদায়ের সাবালক শিশুদের জন্য।

—কম নথিভুক্ত ও উচ্চ বিদ্যালয় ছুট, শিশুদের বিশেষ করে বালিকাদের এই সমস্যা দূরীকরণের উপায়।

● **কৌশল :**

এস আই ডি এ (SIDA) এর সহায়তায় শিক্ষাকর্মী প্রকল্পের বছরে দুইবার পর্যালোচনা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বাস্তব অভিজ্ঞতা, পরস্পরের সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর ভিত্তি করে এই প্রণালি সম্প্রসারিত করা হয়।

অধিকতর বিকেন্দ্রিকরণ ও আরও বেশী অঞ্চলের অংশগ্রহণ।

লিঙ্গ ও সামাজিক সংবেদনশীলতা সুগম, উন্নত করা।

● **রূপায়ণ**

রাজস্থান সরকার ও অসরকারি সংগঠনগুলি প্রকল্প পরিচালকের সঙ্গে হাতে হাত ধরে শিক্ষাকর্মীদের শিক্ষণের নকশা, গঠন, শিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করেন এবং শিক্ষাকর্মী শিক্ষণ এর উপর নজর রাখেন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে করার জন্য, গ্রামীণ অঞ্চলের অবহেলিত শ্রেণীর চাহিদা পূরণের জন্য, পঞ্চায়েত সমিতি, শিক্ষাকর্মী-সহযোগী, বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ (অসরকারী সংগঠনের) শিক্ষাকর্মী এবং অঞ্চলের সহায়তা প্রয়োজন।

● **কার্যাবলী :** নিম্নলিখিত চিত্রটি (5.3) এই প্রকল্পে গৃহিত কার্যাবলির বিবরণ :—

দিবাকেন্দ্র	যখন বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি শিক্ষাকর্মীদের দ্বারা চালনা করা হয়। এদের বলা হয় দিবাকেন্দ্র।
প্রেহর পাঠশালা	যে সকল শিশু দিবাকেন্দ্রে যোগ দিতে পারে না তাহারা রাত্রিবেলা বিদ্যালয়ে আসে। ইহাই প্রেহর পাঠশালা।
মহিলা প্রকাশন কেন্দ্র	এই প্রকল্প মহিলা শিক্ষা কর্মী নিয়োগ এবং মহিলা শিক্ষাকর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করার উপর জোর দেয়, ইহা স্থানীয় মহিলাদের মহিলা শিক্ষা কর্মী তৈরী করতে প্রস্তুত করে।
একীভূত অগ্রসর হওয়া	সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ঘাটোল (আদিবাসী) ব্লকে এবং বালট্রা (মরুভূমি) 14 বৎসর বয়স শিশুদের মধ্যে 6% শারিরিক প্রতিবন্ধকতায় ভুগছে। তাই এই শিশুদের একীকরণ করার জন্য SKP বিদ্যালয়ে বিশেষ প্রকল্প স্থাপন করা হয়েছে।

ফিগার 5.3 চিত্র—শিক্ষা কর্মীদের প্রধান কার্যাবলী

নোট

● **কার্যাবলী-2**

1. এমন একটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করুন (আপনার অঞ্চলের মধ্যে) যাহারা বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের নিয়ে কাজ করে, এবং নিম্নরূপ বিষয়গুলি উল্লেখ করে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন—

● **সাধারণ তথ্য**—প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, ফোন নং, কার্যক্ষেত্র, শ্রেণী ও ছাত্রসংখ্যা, রাজ্য স্তরের এবং জাতীয় স্তরের।

● **উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন কার্যাবলী**—শিক্ষাগত এবং সহ-পাঠক্রম।

5.5 Case সমীক্ষা—মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রকল্প।

এখন আমরা একটি রাজ্যের চিত্র সমীক্ষা করে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন প্রকল্প পরীক্ষা করব যা ভারতীয় রাজ্যে কাজ করছে। আমরা মহারাষ্ট্র রাজ্যকে বেছে নিয়েছি যা আপনার রাজ্যের সঙ্গে সংযোগ করা প্রয়োজন।

● মহারাষ্ট্র সরকার নিম্নরূপ বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প প্রাথমিক উদ্ভাবন করেছেন—

5.3.5 মহারাষ্ট্রের মাতো রাজ্যের নির্দিষ্ট প্রকল্প

5.3.5.1 সামাজিক ভাবে অবহেলিত শিশুদের জন্য প্রকল্প তপঃশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, নম্যাভিক জাতি ও উপজাতিগুলিকে সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণি হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে মহারাষ্ট্র সরকার এই রাজ্যের পিছিয়ে পড়া শ্রেণী হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। মহারাষ্ট্র সরকার এই রাজ্যের পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর বালক-বালিকাদের জন্য উন্নয়নমূলক প্রকল্প চালু করছেন, তাহা নিম্নরূপ—

- দশম শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তি।
- বিনামূল্যে পোষাক ও বই
- আবাসন গৃহ
- সরকারী ও অসরকারী সংস্থার জন্য হস্টেল।
- জাতীয় মেধা সমীক্ষণ পর্ষদ NCERT দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যাহা দশম শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়ার পর তপশিলি জাতি ও উপজাতিকে বৃত্তি প্রদান করে।
- উপস্থিতি ভাতা
- আশ্রম বিদ্যালয়
- বই ব্যাংক প্রকল্প

5.4.5.2 বালিকাদের জন্য পরিকল্পনা : বালিকা শিক্ষা পরিবারের জন্য ও সমাজের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, রাজ্য বালিকা শিক্ষার জন্য অনেক প্রকল্প শুরু করেছেন।

- **উপস্থিতির জন্য ভাতা :** বিদ্যালয় ছুট এর সংখ্যা কমানোর জন্য প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীর অনগ্রসর এলাকার বালিকাদের দৈনিক এক টাকা করে ভাতা দেওয়া হয় যদি তারা 75% কাজের দিনে উপস্থিত থাকে।

নোট

- **বিনামূল্যে ভ্রমণ প্রকল্প :** অহল্যা বাই হোল কর : 1997 সালে রাজ্য সরকার গ্রামীণ এলাকার বালিকাদের জন্য বিনামূল্যে ভ্রমণ ব্যবস্থা চালু করেন যাতে তারা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়।
- **মাতৃপ্রবোধান প্রকল্প :** গ্রামীণ অঞ্চলে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শিশু শিক্ষা, তাদের স্বাস্থ্য এবং ব্যক্তিগত উন্নতি বিষয়কে কর্মসূচীতে মায়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- **সৈনিক বিদ্যালয় :** মহারাষ্ট্রের বালিকাদের উৎসাহ দানের জন্য সরকার নাসিকের ভোর এ সৈনিক বিদ্যালয় চালু করে। শারিরিক ভাবে সক্ষম হলে আর প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাবার জন্য কিছু বৃত্তি, তার সাথে কিছু সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- **সমূহ নিবাসি বিদ্যালয় :** প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাসকারী বালিকারা অধিক দূরত্বের জন্য বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে পারে না তাই সমূহ নিবাসী বিদ্যালয় খোলা হয়েছে।

5.5.5.3 অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া শিশুদের জন্য পরিকল্পনা :

সমাজে প্রতিটি জাত ও ধর্মের মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষ আছেন, তারা ছেলেমেয়েকে শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারে না। দারিদ্র্যের জন্য তারা বিদ্যালয় ছেড়ে কাজে লেগে যায় এবং পরিবারের জন্য আয় করতে শুরু করে। এইরকম শিশুদের জন্য নিম্নরূপ কিছু পরিকল্পনা :

বৃত্তি : মেধাবি ও অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রী যারা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পড়ছে, তাদের জন্য মহারাষ্ট্র সরকার ১৯৭৮ সালে বৃত্তি প্রচলন করেন। ছাত্রদের জন্য 70/- টাকা ও ছাত্রীদের জন্য 80/- টাকা।

E.B.C. : মহারাষ্ট্র সরকার এই প্রকল্পটি 1956 সাল থেকে শুরু করেন। যেসকল ছাত্রের 76% উপস্থিতি আছে, প্রতি বৎসর পাশ করে এবং পিতামাতার আয় বছরে 15,000 টাকা তারা এই বৃত্তি লাভ করে।

পুষ্টিকর খাদ্য : 1995 সাল থেকে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি এই প্রকল্পটি শুরু করে। নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকে এমন প্রতিটি শিশুকে টিফিনের সময় পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হয়।

সাবিত্রিবাই ফুলে পিতা-মাতার পোষ্য গ্রহণ প্রকল্প : এই প্রকল্পটি 1993 সালে সূচনা হয়, অর্থনৈতিক কারণে অনেক বালিকা বিদ্যালয় ত্যাগ করে। অধ্যক্ষ, আধিকারিকেরা বা সমাজের যে কোন সদস্য এই প্রকল্প অনুযায়ী এইরকম বালিকাদের কোন একজনকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করতে পারেন এবং ন্যূনপক্ষে প্রতি মাসে 30/- টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারেন। ইহা সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত লাগু থাকবে।

বই ব্যাংক প্রকল্প : প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্ররা বিনামূল্যে বিদ্যালয় থেকে বই পায় বৎসরের শেষে বইগুলো ফেরত নিয়ে নেওয়া হয়, এবং নূতন বৎসরে একই কাজ করা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের প্রতি বৎসর নূতন বই দেওয়া হয়। উচ্চতর শ্রেণীর সকল বই নূতন বই-এর সাথে বই ব্যাংক থেকে বদল করা যেতে পারে।

নোট

5.3.5.4 দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারী শিশুদের জন্য পরিকল্পনা : 1970 সালে মহারাষ্ট্র সরকার দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারী শিশুর শিক্ষার উদ্দেশে অনেক প্রকল্প গ্রহণ করেছেন—

পুষ্টিকর খাদ্য প্রকল্প : এই প্রকল্প শূন্য থেকে 6 বৎসর বয়সী শিশুর খাদ্যের মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। পুষ্টিকর খাবার অঙ্গনওয়াড়ি এবং বালওয়াড়িতে দেওয়া হয়। তপশিলি উপজাতিভুক্ত শিশুরাও এই প্রকল্পের সুবিধা পায় এবং মানসিক ও শারিরিক উন্নতি দেখা গেছে। তপশিলি উপজাতিভুক্ত প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা মিড ডে মিল পায়।

আশ্রমশালা : উপজাতি উন্নয়ন নিগম আশ্রমশালার নকশা রূপায়ণ করেছেন। দারিদ্র্যের জন্য প্রত্যন্ত স্থানে বাসকারী পিতামাতা শিশুর চাহিদা পূরণ করতে পারে না। এই সকল দরিদ্র শিশু যাদের নাম আশ্রম বিদ্যালয়ে নথিভুক্ত আছে তারা শিক্ষার জন্য আশ্রমে বাস করে এবং পোশাক পায় পুরোটাই বিনা মূল্যে এই বিদ্যালয়গুলি প্রশাসনের নজরদারিতে প্রথম শ্রেণী থেকে দশ শ্রেণী পর্যন্ত চলে। দুই প্রকার আশ্রমশালা আছে—

১. প্রাথমিক আশ্রমশালা, I থেকে VII শ্রেণী পর্যন্ত;
২. পার্শ্ব প্রাথমিক আশ্রমশালা V থেকে X শ্রেণী পর্যন্ত।

● বিদ্যানিকেতন : 1981 সালে সাবতমল জেলায় কেলাপুরে মেধাবী উপজাতিভুক্ত ছাত্রদের জন্য প্রথম এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ছাত্রেরা বিনামূল্যে শিক্ষা লাভ করে। মেয়েদের জন্য স্বশাসিত বিদ্যানিকেতন প্রতিষ্ঠা করা হয়। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 10% আসন আদিবাসী ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত থাকে।

● কুরান-শালা : প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা প্রচলনের উদ্দেশ্য ইহা একটি ভ্রাম্যমান বিদ্যালয়। কুরানশালা প্রথম প্রচলন করেন শ্রীমতী তারাবাই মোদক ও শ্রীমতী অনুতাই ওয়াস। শিক্ষকেরা অন্য অঞ্চলে ছাত্রদের অনুসরণ করতেন এবং প্রথা বহির্ভূতভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, ঔষধ, সুঅভ্যাস, ভাষা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন, এবং তাহাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে চেষ্টা করেন।

● শিশু শিক্ষা প্রকল্প : মহারাষ্ট্র সরকার 1982 সালে UNICEF এর সহায়তায় এই প্রকল্পটি সূচনা করেন।

বই ও বিদ্যালয়ের উপর আগ্রহ বৃদ্ধি করার জন্য প্রচুর ছবি সম্বলিত বই শিশুদের যোগান দেওয়া হয়। শিশুদের অগ্রগতি নিশ্চিতভাবে অবগত হওয়ার জন্য পিতা-মাতা সভার আয়োজন করা হয়।

● উপজাতি ভাষার জন্য প্রকল্প : উপজাতি অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে বিদ্যালয়ের ভাষার পার্থক্য আছে। সুতরাং উপজাতি শিশুর কাছে ঐ মানের ভাষা বুঝবার ক্ষেত্রে অসুবিধা আছে। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য দু'দুটি ভাষাকেই এক ধরণের হতে হবে যার ফলে ছাত্র মাতৃভাষা ও আঞ্চলিক ভাষা উভয়ই অবগত হয়। তাই ঐ সকল শিশুদের জন্য MSCERT উপজাতি ভাষায় পাঠ্য পুস্তক রচনা করেছে এবং শিক্ষক-এর জন্য handbook ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

5.3.5.5. বিদ্যালয়ের বাইরে অবস্থিত শিশুর জন্য প্রকল্প :

দারিদ্রের জন্য বহু ছাত্র শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। তাদের প্রথাগত শিক্ষায় পুনরায় নিয়ে আসার জন্য সরকার নানারকম প্রকল্প গ্রহণ করেছেন।

নোট

● **ব্রিজ বিদ্যালয় :** যে সকল ছাত্র পড়া ছেড়ে দিয়েছে এবং বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয় না তারা কিছু পরিমাণে পাঠ ভুলে যায়-তারাই এই প্রকল্পের বিষয়। ছাত্রদের একটা সুযোগ দেওয়া হয় যা তারা ছেড়ে গিয়েছিল তা সম্পূর্ণ করার 145 দিনের সময়সীমা সম্পূর্ণ করার পর তাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য পাঠান হয়। এই বিদ্যালয়গুলি একাধারে থাকবার জায়গা ও বিদ্যালয়—শুধু মাত্র 45 দিনের পাঠক্রম আছে। সেই শিশুরা পড়া ছেড়ে দিয়েছিল তার একত্রে থাকে এবং সেই শ্রেণীতে পড়ত সেটাই পাঠ করে। তারপর তারা নিয়মানুগ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়। সে সকল ব্যক্তি এইরূপ বিদ্যালয় চালনা করেন তারা-উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ; তারা প্রচণ্ডভাবে চেষ্টা করেন যাতে এই সকল শিশুরা নিয়মিত ব্রি কোর্স-এ যোগদান করে। সরকারও এই ব্রিজ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের চাহিদা অনুযায়ী পাঠক্রম এবং বই প্রস্তুত করেন।

● **ইন্ডাস শিশু শ্রমিক প্রকল্প :** বহু শিশুই বিভিন্ন পেশায় শিশু শ্রমিকরূপে নিযুক্ত আছে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল শিশুশ্রমিক প্রথার সমূল উৎপাটন করে শিক্ষার মূল স্রোতে নিয়ে আসা। এই প্রকল্পটি মহাশাস্ত্রের পাঁচটি জেলায় প্রচলন করা হয়। যেমন—গোন্তিয়া, অমরাবতী, জালানা, ঔরঙ্গাবাদ এবং মুম্বাই MSCERT এই প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই শিশু শিক্ষা প্রকল্পটি জাতীয় স্তরে 'জাতীয় শিশু শ্রমিক প্রকল্প' নামে সংগঠিত হয়। (N.C.L.P.)। স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব হল বিপজ্জনক ক্ষেত্র যেমন—কারখানা, শিল্প, হোটেল প্রভৃতি স্থানের শিশু শ্রমিকদের উপর অনুসন্ধান করা এবং 5 থেকে 8 বৎসর বয়সী শিশুদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করা 9 থেকে 13 বৎসর বয়সী শিশুদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অবশ্যই ভর্ত্তি করতে হবে, তাদের বৃত্তি দিয়ে নিয়মিত বিদ্যালয়ে যোগ দেবার জন্য উৎসাহ দিতে হবে। 14 থেকে 17 বছর বয়সী শিশুদের পেশাগত প্রশিক্ষণ দিতে হবে, এবং শিক্ষা চালিয়ে দেবার জন্য বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থাও রাখতে হবে।

● কমপক্ষে 50 জন ছাত্রের বাসোপযোগী কেন্দ্র স্থানীয় অঞ্চলে খুলতে হবে কেন্দ্রে বিভিন্ন বয়সী ছাত্র দল থাকবে, তাই শিক্ষাদানের সময় দলগত ব্যবস্থায় ইহাকে সহজ করার জন্য ছাত্রদের জন্য প্রয়োগ করতে হবে। এটা বিবেচনা করতে হবে যে ছাত্ররা কাজ করে এসেছে, তাই নানারকম কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে এবং পাঠে আগ্রহ বাড়িয়ে তোলার জন্য বিভিন্নরকম শিক্ষা সহায়ক বস্তু ব্যবহার করতে হবে।

● **শখর শালা :** শখরশালা এমন এক ধরণের বিদ্যালয় যা আম যারা কাটে তাদের বসতিতে স্থাপন করা হয়, আম শ্রমিকদের শিশুদের শিক্ষা দানই এর উদ্দেশ্য। পিতামাতার কারখানা অঞ্চলে নিয়মিত ও দীর্ঘদিনের জন্য বাসস্থান পরিবর্তন হেতু তাদের শিশুরা শিক্ষালাভ করার থেকে বঞ্চিত হয়, যেহেতু কারখানা অঞ্চলে এই শিশুদের পড়ার জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। শখর শালা এই সমস্যা সমাধান করতে এবং শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সচেষ্ট হয় এবং বাসস্থান গরিব উপকারী শ্রমিকদের জন্য বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা ও যথাযথ শিক্ষামূলক পরিসেবা তাদের উপনিবেশ প্রদান করে, এইগুলিকে দ্বিতীয় সেমেষ্টার বিদ্যালয়ও বলা হয়, কারণ শখরশালা সারা বছর কাজ করে না, এটা শিক্ষাবর্ষের দ্বিতীয় ভাগে কাজ করে।

● **কেপ প্রকল্প :** 6-14 বৎসর বয়সী বিদ্যালয়ে বাইরে অবস্থিত শিশুর জন্য মহারাষ্ট্র সরকার UNICEF এর সহযোগিতায় 1981। এই প্রকল্প শুরু করে—সকলের জন্য শিক্ষা কোন শিক্ষা

নোট

প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে স্বশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয় যেখানে 25-30 জ ন বিদ্যালয়ের বাইরে অবস্থিত শিশুকে ভর্ত্তি নেওয়া হয়, তাহার তাদের সুবিধামত আংশিক সময়ের জন্য বিদ্যালয়ে আসে। সেখানে স্বশিক্ষণের সহায়তা দেওয়া হবে যাহা শিক্ষায় সাহায্য করবে।

● **রেমেডিয়াল শিক্ষাদান :** ব্রিজ বিদ্যালয়ে ছাত্ররা শিক্ষায় অবহেলিত থাকে তাদের মনোনিবেশের খামতির জন্য। এই পাঠদান শিক্ষার ন্যূনতম মানে পৌঁছুতে সাহায্য করে।

● **বস্তিশালা :** বস্তি বিদ্যালয়গুলি প্রধানতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় 1 কি.মির মধ্যে যেখানে কোন বিদ্যালয় নাই সেইরকম পাহাড়ি, উপজাতি সমৃদ্ধ এবং দূরবর্তী অঞ্চলে বিধিবহির্ভূত শিক্ষা দেওয়া হয়, প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীর পাঠক্রম শিক্ষা দেওয়া হয়, গ্রামপঞ্চায়েতের দেওয়া নির্দিষ্ট স্থানে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে কমপক্ষে 15 জনকে নথিভুক্ত করতে হবে। গ্রামীণ শিক্ষাসংসদ যথাযথ শিক্ষিত শিক্ষক এর ব্যবস্থা করবে। বিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে 30 দিনের একটি প্রশিক্ষণ DIET দেবে। এই বিদ্যালয়টিকে নিকটবর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নজরদারি করবেন।

5.3.5.6. বিশেষ লক্ষ্য গ্রুপ এর জন্য প্রকল্প (প্রতিবন্ধ), দেবদাসী-শিশু প্রভৃতি) :

বিভিন্ন সামাজিক স্তরে বসবাসকারী সকল শিশু, জাতি, ধর্ম এবং শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া শ্রেণীকে এই গ্রুপে যুক্ত করা হয়েছে। এই সকল শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে থাকে। সেইজন্য বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে তাদের উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়।

● **দেবদাসীর শিশুর জন্য প্রকল্প :** দেবদাসী প্রথা একটি নঞঅর্থক সামাজিক প্রথা। গন্ধ বিশ্বাসের দরুণ অনেক দেবদাসী সামাজিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে আছে, সেই কারণেই তারা শিশুদের শিক্ষা দেয় না। তাই দেবদাসী ও বারাঙ্গনার শিশুদের জন্য কিছু প্রকল্প শুরু করা হয়েছে।

—পুষ্টিকর খাদ্য।

—উপস্থিতি গত।

—বই ব্যাংক যোজনা

—আবাসিক বিদ্যালয়-স্নেহালয়

—মহিলাদের প্রবোধীন প্রকল্প

—বিনামূল্যে ‘পাস’ যোজনা

● **প্রতিবন্ধীর জন্য শিক্ষা :** একত্রীভূত শিক্ষা তাদের পক্ষ সহজগম্য হয়। এর মধ্যে উন্মুক্ত শিক্ষা পদ্ধতি যার মাধ্যমে প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা, ডিস্‌ট্যান্স এডুকেশন, ভ্রাম্যমান বিদ্যালয়, সংশোধনমূলক শিক্ষা এবং আংশিক সময়ের জন্য শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রভৃতি যুক্ত করা হয়েছে।

● **অক্ষম শিশুদের জন্য শিক্ষা :** মহারাষ্ট্র সরকার এই প্রকার শিশুদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯৮৫ সালে মুম্বাইয়ে মূক ও বধির বিদ্যালয় চালু করা হয়। কিন্তু ধারণা করা হয় যে, যদি এই সকল শিশুদের সাধারণ শিশুদের সমান সুযোগ দেওয়া হয় তবে তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। তাই এদের সাধারণ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি নেওয়া হতে থাকে। একেই বলে একত্রীভূত অভিগমন।

৩নং কার্যপ্রণালী : যেহেতু আপনি মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প সম্পর্কে পাঠ করেছেন, তাই আপনি আপনার রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি পরীক্ষা করুন এবং দেখুন মহারাষ্ট্রের সাথে তা মেলে কিনা।

কি সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য আপনি লক্ষ্য করছেন?

নোট

5.4. ডি. পি. ই. পি. (DPEP) (জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প) :

ডি.পি.ই.পি.র কর্মসূচীটির ধারণা ও তাহা প্রস্তুত করা হয়েছে বিভিন্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও তার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জাতীয়স্তরে, রাজ্যস্তরে ও বাইরের অর্থসাহায্যে ভারতবর্ষের শিক্ষা কর্মসূচীর পরিকল্পনা ও তার প্রয়োগ করা হয়েছে। 1994-এ চালু হওয়া ডি.পি.ই.পি. কর্মসূচী পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম কর্মসূচী। যাহার লক্ষ্য হল সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সাফল্য অর্জন করতে জেলাগুলির উপর জোর দেওয়া—নির্দিষ্ট বিকেন্দ্রিক পরিচালনার পরিকল্পনা, অংশগ্রহণ ব্যবস্থা, সর্বস্তরে ক্ষমতায়ন ও কর্মক্ষমতা প্রস্তুত করা। এই কর্মসূচী প্রাথমিক শিক্ষার উজ্জীবন-এর জন্য বেশী সচেষ্ট হয় এবং উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে চেষ্টা করে।

ডি.পি.ই.পি. (পর্ব-১)—ইহা একটি কেন্দ্রিয় সরকারী প্রকল্প। বিশ্বব্যাংক-এর সহায়তায় পাঁচটি রাজ্যে শুরু হয়। পরবর্তীকালে আরও রাজ্যে বিস্তৃত করা হয়। প্রত্যেক রাজ্যকে পাঁচটি জেলাকে বেছে নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই জেলাগুলির মহিলা শিক্ষায় জাতীয় অনুপাতের চাইতে কম আছে তাদের বেছে নিতে বলা হয় এবং সেইসব জেলা যেখানে TLC প্রাথমিক শিক্ষার চাহিদাকে সার্থকভাবে বাড়িয়ে তুলেছে।

5.4.1. ডি.পি.ই.পি.-র উদ্দেশ্য :

ইহা তার দলিলে উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করেছে, নিচে তুলনামূলক বিচারার্থে অধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যগুলি দেওয়া হল। যা প্রত্যেক রাজ্য রূপায়ণ করেছে।

- প্রথাযুক্ত ও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার মাধ্যমে 6 থেকে 14 বৎসর বয়সী শিশুদের 100% শিক্ষার পথ সুগম করা।
- 100% নথিভুক্তি ও তা ধরে রাখা।
- যথাযথ শিক্ষার মান এর সাথে শিশুরা ন্যূনতম শিক্ষার মান-এ পৌঁছুতে সমর্থ হবে।
- নিশ্চেষ্টতা নিয়ন্ত্রণ করা ও বিদ্যালয় ছুট্-এর সংখ্যা কমান।
- শিক্ষক ও সমারে কর্মদক্ষতা নির্মাণ, সর্বাপেক্ষা বেশী বিকেন্দ্রীকরণ এবং অঞ্চলের অংশগ্রহণ।
- সমাজের প্রতিটি একক থেকে বিদ্যালয়ের নথিভুক্তি বৃদ্ধি করা।

5.4.2. ডি.পি.ই.পি.র প্রধান উপাদানসমূহ :

ডি.পি.ই.পি.র চারটি প্রধান উপাদান আছে, তারা হল—

- **অসামবিক কার্যাবলী :** অসামরিক কর্মসূচীতে আছে নূতন বিদ্যালয় (দুটি ঘর ও বারান্দা) নূতন অতিরিক্ত শ্রেণী-কক্ষ যেখানে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বর্ধিতকরণ হয়েছে। শৌচালয় নির্মাণ, নলকূপ খনন, বিদ্যালয় সারান, গ্রুপ আবাসিক বিদ্যালয়, শিক্ষকদের কোয়ার্টার, মহিলাদের হোস্টেল নির্মাণ পরিকল্পনা করা হয়েছে।
- **কর্মসূচী :** বিভিন্ন পরিবর্ত ব্যবস্থা শিশুদের প্রথাগত শিক্ষার সুবিধা দিতে পারেনি, তাই কার্যকর করা হয়। ডি.পি.ই.পির কার্যাবলী হল এই কর্মসূচীর আবশ্যিক উপাদান।
- **ডি.পি.ই.পি পরিচালনা :** ডি.পি.ই.পি সুস্পষ্ট কর্ম পরিচালনার কাঠামোর সম্মুখীন হয়, কর্মসূচীর অধিকতর কার্যকর করার জন্য, খুব কাছের থেকে কার্যাবলীর উপর ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন

নোট

ব্যবস্থাকে উন্নত করা এবং তহবিলের দ্রুত প্রবাহ সহজতর করা, এই কাঠামো জাতীয়, রাজ্য ও জেলাস্তরে বিবেচনা করা হয়। এই নূতন কাঠামোটি জেলা পরিকল্পনাকে সহায়তা প্রদান করবে, এবং পরিকল্পনার সময় সীমার শেষের মধ্যে অন্যান্য বিদ্যমান সংগঠনগুলির স্বার্থে মিলিত হয়ে যাবে।

● **বিদ্যালয় মানচিত্র ও ক্ষুদ্র পরিকল্পনা :** ক্ষুদ্র পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল অঞ্চলের অংশগ্রহণে নথিভুক্তিকরণের বাধাগুলিকে চিহ্নিত করা। বাধাগুলি কাটিয়ে উঠতে, সমাধান খুঁজতে ইহা অঞ্চলকে নিয়ে আসে। ক্ষুদ্র পরিকল্পনা VEC-র ভূমিকা ও দায়িত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এই VEC গুলি শিক্ষাব্যবস্থা (গ্রামীণ) এবং নথিভুক্তিকরণ-এর অগ্রগতি নিয়ন্ত্রণ ও সহায়তা করে।

● **ডি.পি.ই.পির কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা :** জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা রাজ্য ও জেলা স্তরে পেশাদারী সহায়তা প্রদান করে বিকেন্দ্রীকরণ পরিকল্পনা প্রচেষ্টা অনেকটাই কার্যকর হয়েছে। বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে বিকেন্দ্রিকরণের ধারণাকে ক্রিয়ামূল অভ্যাসে পরিণত করার ঐকান্তিক ডি.পি.ই.পি নিয়েছে।

● বিকেন্দ্রিভূত শিক্ষাগত পরিকল্পনা কর্মসূচী জেলাকে একটি ইউনিট একক হিসাবে চিহ্নিত করে।

এই কর্মসূচী রাজ্যস্তর থেকে আঞ্চলিক স্তর পর্যন্ত সংগতি (উপায় সিদ্ধান্তগুলোর নমুনা বা নিদর্শনকে বদল করতে সচেষ্ট হয়।

● এই কর্মসূচী পরিকল্পনা ব্যবস্থাকে আরও আলোচনামূলক, অংশগ্রহণ মূলক এবং স্বচ্ছতামূলক, আরও দৃঢ় করার জন্য সচেষ্ট হয়।

● ইহা নূতন সংগঠনগুলির ব্যবস্থাকে যেমন BRC এবং CRC মাধ্যমে পেশাদারী সহযোগিতা, শিক্ষামূলক কার্যাবলী দিতে সচেষ্ট হয়।

● ইহা প্রতিটি বিদ্যালয়কে আনুষঙ্গিক খরচ হিসাবে বছরে 2000/- টাকা এবং শিক্ষকদের 500/- টাকা অনুদান এর ব্যবস্থা কোরে বিদ্যালয়গুলিকে সহায়তা প্রদান করে।

● এই পরিকল্পনা-কার্য জেলা ও সাবজেলা স্তরে আঞ্চলিক স্তরের কার্যক্ষমতা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়।

5.4.4. কৌশল ও ক্রিয়াকলাপ :

● **অভিগমন :** উপজাতি অঞ্চলে L.P. বিদ্যালয় স্থাপন করা, বহুশ্রেণী যুক্ত শিক্ষা শিক্ষা কেন্দ্র—দূরবর্তী উপজাতি অঞ্চলে, বদলি বিদ্যালয় দূরবর্তী এবং পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে।

● **উপজাতি এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলে শিক্ষা :** নথিভুক্তকরণের প্রচার স্বেচ্ছাসেবক ও পঞ্চায়েতের সাহায্যে সচেতনতা কর্মসূচী বিনামূল্য বই।

● **মান উন্নয়ণ :** ক্রিয়ামূলক শিক্ষাদানের উপর বারংবার শিক্ষক প্রশিক্ষণ।

BRC প্রশিক্ষকদের পরিদর্শন, শিক্ষকদের মাসিক ক্লাস্টার সভা, সম্ভাবনা যুক্ত তপঃজাতি/তপঃ উপজাতি প্রার্থীদের TTC প্রশিক্ষণ শিক্ষকদের সহায়তা দান করে। শিক্ষক সহায়ক বস্তু সরবরাহ করা যেমন হ্যাণ্ড বই, কার্যপ্রণালির ব্যাংক প্রভৃতি। মাসিক ক্লাস, PTA সভা, সহবাস ক্যাম্প।

● **আঞ্চলিক সহজলভ্যতা :** গ্রামীণ শিক্ষা সমিতি প্রস্তুত করা, পঞ্চায়েত নজরদারী কেন্দ্র গঠন করা, পঞ্চায়েত নজরদারী cell-এর প্রশিক্ষণ, পিতামাতার অভিমুখীকরণ।

নোট

● **গবেষণা ও মূল্যায়ন :** কার্যকরী গবেষণা কর্মসূচী, BRC-র পাঠ জেলা ভিত্তিক ব্যবহার।

● **পরিচালনার পরিকল্পনা :** বিদ্যালয়ভিত্তিক পরিকল্পনার অভিমুখীকরণ, অংশগ্রহণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা, ব্লক-উপদেষ্টা সমিতি, জেলা উপদেষ্টা পর্ষদ এবং জেলা কার্যকরী সমিতির সভা।

● **অক্ষম শিশুদের চিহ্নিতকরণ ও শিক্ষা :** অক্ষম শিশুদের চিহ্নিতকরণ, সহায়ক বস্তু, যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা। শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ, পিতামাতার অভিমুখীকরণ, জনগণের প্রতিনিধিত্ব।

● **বালিকা শিক্ষা :** বালিকাদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ করা, সচেতনতা কর্মসূচী, শিক্ষকের সংবেদনশীলতার কর্মসূচী।

● **দূর শিক্ষা :** টেলি আলোচনা সভা এবং দুরশিক্ষার জন্য শিক্ষা উপকরণ প্রেরণ।

● **মিডিয়া :** জেলাস্তরে সংবাদপত্র ছাপান ও ব্লক স্তরে। ব্লক, জেলা এবং পঞ্চায়েত স্তরে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা।

● **পরিচালনা তথ্য ব্যবস্থা (NIOS) :** কম্পিউটার, নেটওয়ার্ক-এর জন্য সংযোগ স্থাপনের যন্ত্র জেলা ও রাজ্যের সকল ডি.পি.ই.পি.র প্রকল্প দপ্তরে সরবরাহ করা, সিস্টেম এ্যানালিস্ট ও কর্মসূচী রূপায়ণকারী নিয়োগ, তথ্য নথিভুক্তকারী কর্মী। NIS প্রতিবছর বিদ্যালয়ের তথ্য আধুনিক করবে, প্রতিমাসে MIS খরচের হিসাব (Stament of Expenditure) প্রস্তুত করবে এবং তা রাজ্য প্রকল্প আধিকারিকের নিকট পৌঁছিয়ে দেবে।

● **গ্রামীণ শিক্ষার রেজিষ্টার ও রিটেনশন রেস্টার :** ইহা এমন একটি রেজিস্টার যাহা গ্রামে সকল পরিবারের বালকবালিকাদের শিক্ষার অবস্থা জানায় এবং রিটেনশান রেজিস্টার মূলতঃ ধরে নামার প্রবণতা হিসাব করে বিদ্যালয়ের অথবা শ্রেণীর, কতজন শিশু তাদের পাঠ চালিয়ে যাচ্ছে এবং কতজন বিদ্যালয় ছুট হয়েছে।

5.4.5. সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় এই কর্মসূচীর প্রভাব :

এই কর্মসূচি ব্রতের ধরণ হিসাবে রূপায়িত হয়। জাতীয় পরিচালন কাঠামো NLMA এর উপর ভিত্তি করে গঠন করা হয়েছে—যাহা সারা দেশে এই কর্মসূচী রূপায়ণের ওপর নজর রাখতে এবং DPEP জেলায় সহজলভ্যতা ধরে রাখার অবস্থা বিশেষের বিশ্লেষণ করবে এবং একবার DPEPর বাছাই করা রাজ্যগুলির মধ্যে কার্যসম্পাদনের তুলনা করবে। বিশ্লেষণটি রাজ্যশিক্ষা ডাইরেকট রেট এবং EMIS (যাহা DPEP-র অধীনে স্থাপিত) হতে পাওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে।

● **মূল্যায়নের নিদর্শন নিম্নরূপ :**

অন্তর্ভুক্তি

অন্তর্ভুক্তি জেলা—219 (218 দ্বিখণ্ডিত জেলাসহ)

—ফেজ—(1994—সেপ্টেম্বর 2001)	42
—ফেজ II (1996 ডিসেম্বর 2002)	80
—ফেজ III (1998-2003)	27
—অন্যান্য ফেজ	70

রাজ্য অন্তর্ভুক্ত বিদ্যালয়

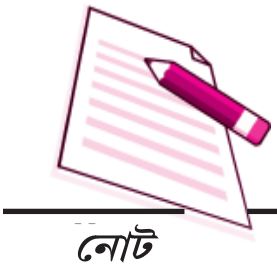

নোট

- এই ব্যবস্থায় বিদ্যালয় 3,75,000
- নূতন সংযুক্ত বিদ্যালয় 10,000

ছাত্র ও শিক্ষক

- এই ব্যবস্থায় ছাত্র 513 লাখ
- মোট শিক্ষক সংখ্যা 11 লাখ

E.C.E.

- E.C.E কেন্দ্র স্থাপন 56,124
- শিশুর অন্তর্ভুক্তি 21 লাখ

পরিবর্ত বিদ্যালয় : (AS)

- এই বিদ্যালয় কেন্দ্র স্থাপন 56,124
- অন্তর্ভুক্তি শিশু 21 লক্ষ

নথিভুক্তকরণ

জি.ই.আর (E.G.S. এবং AS এর নথিভুক্তসহ) 102%

জি.ই.আর এবং এন.ই.আর ফর্মুলা হিসাব করা হয়েছে একক এর শেষে।

(উৎস—DPEP-র act sheet, DPEP calling, Vol-VI, No. II)

আসুন সংক্ষেপ করা যায়

ভারতবর্ষে শিক্ষা ব্যবস্থা কৌশলগত দিক থেকে বিশাল। 2011তে 121 বিলিয়ন জনসংখ্যার সাথে 300 মিলিয়ন ছাত্র, 6.5 মিলিয়ন শিক্ষক মিলে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ দেশ হতে পারে। 100%. নথিভুক্তিকরণ হয়েছে 120 মিলিয়ন শিশু বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্নের আহার পাচ্ছে। সাক্ষরতার হার 65% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে 75%। উন্নততর জীবনের দরজা রূপে সাক্ষরতার বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্য বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন কৌশলের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যেমন—উত্তরপ্রদেশ বুনিয়াদি শিক্ষা প্রকল্প, প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য বিহার শিক্ষা প্রকল্প, লোকজাম্বিশ-বালিকা শিশুর শিক্ষা, শিক্ষা-কর্মী-শিক্ষকদের অনুপস্থিতির জন্য।

90'এর দশকের মধ্যবর্তী সময়ে যে সকল জেলায় মহিলা সাক্ষরতার হার কম ছিল সেখানে DPEP কর্মসূচী সূচনা করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষায় বিকেন্দ্রীকরণ করে বিদ্যালয়ের বাইরে অবস্থিত শিশুদের বিদ্যালয়ে আনার ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শকরূপে সচেষ্ট হয়। এবং অঞ্চলের অংশগ্রহণেও জনগণের অংশগ্রহণের উদ্যম, নানাবিধ কার্যাবলীর ফলপ্রসূ রূপায়ন গ্রামান্তরে চুঁইয়ে পড়েছে। গ্রাম শিক্ষা-সমিতি বিভিন্ন জেলার প্রায় 100% গ্রামকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যপূরণে সদর্থক বদলগুলির দ্বারা শীঘ্রই সম্ভব হবে, আশা করা হচ্ছে।

5.6. শব্দকোষ/সংক্ষিপ্ত শব্দ

- শিক্ষার সার্বজনীতার অর্থ শিশুর ও স্থানের বিশেষ চাহিদা অনুযায়ী সকল স্থানে সহজলভ্যতা।
- সার্বজনীনতার তিনটি বৈশিষ্ট্য : সার্বিক সহজগম্যতাও নথিভুক্তকরণ, উপস্থিতি ও তা ধরে রাখা, শিক্ষার মান।

নোট

● মোট নথিভুক্তির অনুপাত সম্পর্কযুক্ত দ্যোতক, প্রাথমিক GER নির্দেশ করে যে কতজন শিশু তাদের বয়স নিরপেক্ষভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নথিভুক্ত হয়েছে যাহা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তির উপযুক্ত সংখ্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

● মোট নথিভুক্তির অনুপাত সম্পর্কযুক্ত দ্যোতক :

প্রাথমিক GER =

● জি.ই.আর. এর মান 100% অতিক্রম করতে পারে। 100% এর উপর মান এর অর্থ হল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিছু শিশু আছে যারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বয়সের চেয়ে কম বা বেশী বয়সী। 100% এর উপর GER সাধারণতঃ বেশী বয়সী বোঝায়, উদাহরণ—ধরে রাখা অথবা দেরীতে অন্তর্ভুক্তি।

Primary NER =

NER এর মান 100% উপর হতে পারে না। যদি প্রাঃ বিদ্যালয়ের উপযুক্ত বয়সী সকল শিশুর বিদ্যালয়ে নথিভুক্তকরণ হয় তবে NER হবে 100% যদি NER 100% এর নীচে হয় তবে বুঝতে হবে প্রাঃ বিদ্যালয়ের উপযুক্ত বয়সী সকল শিশু প্রাঃ বিদ্যালয়ে নেই। কিছু হয়ত বিদ্যালয়ে বাইরে, কিছু প্রাক্ বিদ্যালয়ে, কিছু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অথবা অন্তকোণ প্রকার (ধরণের) শিক্ষায়।

● উঃ প্রদেশ বুনিয়াদি শিক্ষা প্রকল্প (UPBEP) বুনিয়াদি শিক্ষায় সহজগম্যতার উন্নতির জন্য।

● বিহার শিক্ষা প্রকল্প (BEP) রাজ্য শিক্ষার মান উন্নয়নের উপর জোর দিয়ে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা।

● লোকজাম্বিশঃ জুহা একটি নূতন ধরণের প্রকল্প ইহাকে জনগণের শিক্ষার সকলের জন্য উদ্যোগও বলা হয়, প্রধানত বালিকা শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়।

● শিক্ষাকর্মী প্রকল্প একটি শিক্ষামূলক প্রকল্প, ইহা রূপায়ণ করা হয় শিক্ষকের অনুপস্থিতি যাহা সার্বজনীনতা অর্জন করার পথে প্রধান বাধা স্বরূপ।

● মহারাষ্ট্র সরকার বিভিন্ন প্রকল্প উদ্ভাবন করেছেন, যেমন—মাত্র প্রবোধন, সাবিত্রী ফুলে পিতামাতা/পোষ প্রকল্প, শখরশালা, কুরানশালা, বিদ্যানিকেতন প্রকল্প উপজাতি ভাষার জন্য প্রভৃতি।

● **জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী (DPEP) :** ইহা পৃথিবীতে অন্যতম বৃহত প্রকল্প যাহা 1994 সালে সূচনা হয়; সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পুরাণের উদ্দেশ্যে জেলার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়-নির্দিষ্ট পরিকল্পনার সঙ্গে পরিচালনার বিকেন্দ্রীকরণ, অংশগ্রহণ ব্যবস্থা, সকল স্তরে ক্ষমতা এবং সামর্থ্য প্রস্তুত করা।

সংক্ষিপ্ত শব্দ

ডি.পি.ই.পি.	জেলা
ইউ.পি.বি.ই.পি	উত্তর প্রদেশ বুনিয়াদি শিক্ষা প্রকল্প
প্রাথমিক জি ই আর	মোট নথিভুক্তিকরণের অনুপাত
ইউ.ই.ই	সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা

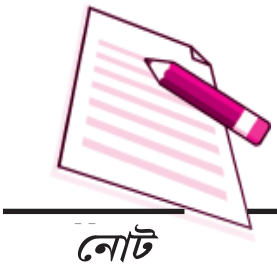

নোট

এন.ই.আর	নেট নথিভুক্তির অনুপাত
বি.ই.পি.	বিহার শিক্ষা প্রকল্প

5.7. পাঠ-ধারণা : প্রসঙ্গ

1. লোকাজাম্বিশ : ষষ্ঠ প্রতিবেদনের পর্যালোচনা http//বই vol/1970-vol-41/2011

5.8. একক শেষের অনুশীলনী :

1. সঠিক পরিবর্তন শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করুন :

(a) প্রাথমিক শিক্ষাকে বেশী জোর দেওয়া হয়.....(দশম/একাদশ) পরিকল্পনায় সর্বশিক্ষা অভিযানের মাধ্যমে (SSA)।

(b) 2009-10 সালে সর্বাপেক্ষা বেশী বিদ্যালয়.....(মধ্যপ্রদেশ/উঃ প্রদেশ) রাজ্যে।

(c) সকলের জন্য শিক্ষায় জনগণের আন্দোলনের অর্থ.....(লোক জাম্বিশ/মহিলা সমস্যা)

(d) ভি.পি.ই.পি তে সবচেয়ে বেশী ঘুরে পুনরায় শ্রেণীতে থাকার সংখ্যক মোট.....(মধ্য প্রদেশ/সামান্য প্রায় 50%)

(e) শিক্ষা-কর্মী প্রকল্প রাজস্থান সরকার দ্বারা.....(সিডা/বিশ্ব ব্যাংক) সহায়তায় 987 সালে রূপায়ণ করা হয়।

(f) .....(ই উ পি বি ই পি/বি ই পি) সমাজের অবহেলিত শ্রেণীর উপর বিশেষ জোর দিয়েছে।

উত্তর : (a) দশম; (b) উত্তর প্রদেশ; (c) লোকজাম্বিশ; (d) আসাম; (e) এস আই—চিত্র; (f)বি ই পি।

2. নিম্নলিখিত পরিস্থিতি রূপায়ণের জন্য উপযুকত প্রকল্পটি লিখুন

প্রকল্প :

(a) সকল DPEP জেলা ও রাজ্য প্রকল্প দপ্তরগুলিতে কম্পিউটর, যোগাযোগ স্থাপনের জন্য নেট ওয়ার্ক।

(b) শিশু শ্রমিক প্রথার উচ্ছেদ এবং তাদের প্রধান শিক্ষা প্রবাহে নিয়ে আসার প্রকল্প

(c) যখন বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি শিক্ষা-কর্মীদের দিয়ে চালান হয়।

(d) গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি পরিবর্ধিত করা।

(e) বরণ-এর কিষেণগঞ্জ ব্লকে উপজাতি শিশুদের জন্য 'খাণ্ডেলা ক্লাসটার' কর্মসূচী।

উত্তর :

(a) তথ্য পরিচালনা ব্যবস্থা (MIS); (b) ইন্দাস শিশু শ্রমিক প্রকল্প;

(c) দিবা কেন্দ্র; (d) পোষ্টার কর্মশালা; (e) মুক্তাঙ্গন।

নোট

3. সরণি মেলান :

গ্রুপ-A	গ্রুপ-B
(i) বিহার শিক্ষা প্রকল্প	(a) বালিকা শিক্ষা
(ii) লোক ক্যাম্বিশ	(b) শিক্ষকের অনুপস্থিতি
(iii) শিক্ষা-কর্মী	(c) একত্রিকরণ শিক্ষা
	(d) প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন

উত্তর :

(i) বিহার শিক্ষা প্রকল্প—প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন।

(ii) লোক জাম্বিশ—বালিকা শিক্ষা

(iii) শিক্ষা কর্মী—শিক্ষক অনুপস্থিতি

4. শূন্যস্থান পূরণ :

(a) সার্বজনীন শিক্ষার অর্থ.....শিশু ও স্থানের বিশেে চাহিদা অনুযায়ী সকল অঞ্চলের শিক্ষা

(b) ভারত সরকার প্রাথমিক শ্রেণীতে হাঁটা পথে সহজগম্যতার জন্য.....দূরত্বে বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন।

(c) .....মান 100% এর উপরের অর্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কিছুমাত্র আছে যারা প্রাঃ বিদ্যালয়ের উপযুক্ত বয়সের বেশী বা কম বয়সী।

(d) DPEP ভারতবর্ষে রূপায়ণ করা হয়.....

(e) বালিকাদের উৎসাহ প্রদানের জন্য মহারাষ্ট্র সরকার নাসিকে সৈনিক বিদ্যালয়.....স্থাপন করেন।

(f) সামাজিক সাম্যের সূচী (ISE) তপঃজাতির মধ্যে বেশী.....ভারতবর্ষের সকল জেলায়।

উত্তর : (1) প্রাপ্তি সাধ্য; (2) কি.মি.; (3) জি.ই.আর; (4) মিশন ঘোষ; (5) ডোর; (6) 90

5. একটি বাক্যে উত্তর দিন :

(a) কোন্ বিদ্যালয়কে দ্বিতীয় সেমেষ্টার বিদ্যালয় বলা হয়।

(b) শিশু শ্রমিক প্রকল্পকে কেন জাতীয় শিশু শ্রমিক প্রকল্প বলা হয়?

(c) সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা-বর্ণনা করুন।

(d) মহারাষ্ট্রে 'কুরানশালা' কে রূপায়ণ করেন?

(e) 'শিক্ষাকর্মী' কি?

(f) DPEP তে পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করার জন্য কোথা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়?

সংক্ষেপে উত্তর দিন :

(a) সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কি? ইার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লিখুন।

(b) ব্যাখ্যা করুন। লোক জাম্বিশ এর প্রধান কার্যকরী বৈশিষ্ট্য হল—বিদ্যালয় মানচিত্র এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিকল্পনা।

(c) জি.ই.আর বলতে আপনি কি বোঝেন? উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করুন।

নোট

(d) অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত শিশুদের জন্য রাজ্য সরকার কি সুবিধা দিয়েছে।

(e) বুনিয়াদি শিক্ষার প্রকল্পের জন্য উত্তর প্রদেশ সরকার কি কৌশল ও কার্যাবলী পরিকল্পনা করেছেন?

(f) বালিকা শিক্ষার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা বর্ণনা করুন।

(g) রাজস্থানে শিক্ষাকর্মী প্রকল্পে বিভিন্ন কার্যাবলী রূপায়ণে শিক্ষাকর্মীর কি ভূমিকা?

(h) বিদ্যালয় ছুট শিশুদের জন্য শিক্ষাপ্রকল্প বর্ণনা করুন।

(i) ডি.পি.ই.পির প্রধান উদ্দেশ্য, উপাদান এবং বিভিন্ন কৌশল বর্ণনা করুন।

(j) ইউ.ই.ই-র উপর ডি.পি.ই.পির প্রভাব বর্ণনা করুন।-.

একক—6 : ইউ.ই. ই. II এর কৌশল

গঠন প্রণালী

6.0 ভূমিকা

6.1 শিক্ষার উদ্দেশ্য

6.2 সর্বশিক্ষা অভিযান কর্মসূচী/(SSA) এবং আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য

6.3 সর্বশিক্ষা অভিযানের উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য

6.4 সর্বশিক্ষা অভিযানের বিকাশ-কৌশল

6.5 এস.এস.এ কর্মসূচীর অধিনে অর্থনৈতিক নমুনা

6.6 বিদ্যালয় এবং অন্যান্য সম্পর্কিত সুবিধার উন্নতিকরণ

6.7 এস.এস.এতে মধ্যাহ্নভোজন এবং তার ভূমিকা

6.8 এস.সে.এ এবং আর.টি.ই. আইন **2007** এর মধ্যে সমন্বয়সাধন করা

6.9 সংক্ষেপ করা

6.10 পাঠ ধারণা/প্রসঙ্গ

6.11 একক শেষের অনুশীলন

6.0 ভূমিকা

5নং একক-এ আপনারা আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যে রূপায়িত সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিভিন্ন প্রকল্প বিষয়ে পাঠ করেছেন। আপনারা সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার উপর ডি.পি.ই.পির প্রভাব সম্পর্কেও পাঠ করেছেন। এই একক-এ আপনার সর্বশিক্ষা অভিযানের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য, পরিচালনা নজরদারি ইত্যাদি সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা রূপায়ণে বিশেষ প্রচার অভিযান। 6-14 বৎসর বয়সী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা দেবার উদ্দেশে এস.এস.এ-র নকশা করা হয়। প্রভুত অগ্রগতি সত্ত্বেও অনেক রাজ্যে বহু বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু রয়ে গেছে যারা এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হয়নি। এস.এস.এ কর্মসূচী রূপায়ণের বিষয়ে আলোচনা করব তখন আমরা RTE আইন 209 এর সাথে ইহাকে যুক্ত করে করব যাহা শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসাবে জামিনদার হয়।

6.1 পাঠ-এর বৈশিষ্ট্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি সক্ষম হবেন :

- এস.এস.এ-র দুর্বলতা এবং আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- উদ্দেশ্য এবং বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিশদ কৌশল চিহ্নিত করতে পারবেন (SSA) এবং তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- এস.এস.এ কর্মসূচীর অর্থনৈতিক ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- এস.এস.এ উদ্দেশ্য সাধনে 'মধ্যাহ্ন ভোজনে'র অবদান আলোচনা করতে পারবেন।

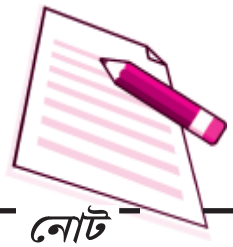

নোট

- RTE আইন 2009 এর গুরুত্ব এবং এস.এস.এ-র সাথে সম্পর্ক আলোচনা করবেন।
- সাক্ষরতা প্রসারে এস.এস.এ-র ভূমিকা আলোচনা করবেন।

6.2 সর্বশিক্ষা অভিযান কর্মসূচি এবং তার আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য :

6-14 বৎসর বয়সী শিশুদের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা দেওয়ার পথ সহজগম্য করার জন্য সর্বশিক্ষা অভিযান সরকারে একটি প্রধান কর্মসূচী। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য নথিভুক্তি করণের উন্নতি, তা ধরে রাখা এবং শিক্ষার মান, যাহাতে শিশুরা যথোপযুক্ত শিক্ষার মান-এ পৌঁছুতে পারে। ইহা লিঙ্গ-বৈষম্য ও বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে দূরত্ব দূর করতে যোগসূত্র স্থাপনের উদ্দেশ্য স্থাপন করে। রাজ্যগুলির শিক্ষামন্ত্রীদের সভার 998-এর সুপারিশ অনুযায়ী সে.এস.এ 2001 সালে সূচনা হয়। যদিও সংবিধানের 86 সংশোধনীর, 2002 এর আইন প্রাথমিক শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার বলা হয়েছে শিশুর অবৈতনিক আবশ্যিক শিক্ষার অধিকার আইন যাহা বিনামূল্যে আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা কার্যকরী করে। 2009 সাল পর্যন্ত আইনসভায় পাশ হয়নি।

1. এস.এস.এ-র আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য :

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য লাভ করার জন্য এস.এস.এ-র আবশ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলি ইহাকে অন্যতম বিশিষ্ট কর্মসূচী হিসাবে প্রস্তুত করে।

- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য পূরণের কর্মসূচী।
- ইহা সারা দেশে মানযুক্ত বুনিয়াদি শিক্ষার যে চাহিদা তার জবাব।
- ইহা বুনিয়াদি শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়কে উন্নত করার সুযোগ।
- শিশুর শিক্ষায় পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি, গ্রাম শিক্ষা সংসদ, শিক্ষক-অভিভাবক সংঘ এবং আঞ্চলিক অধিবাসীবৃন্দকে কার্যকরীভাবে যুক্ত করার ক্ষেত্রে ইহা একটি প্রয়াস।
- সারা দেশ জুড়ে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য রাজনৈতিক ইচ্ছার প্রকাশ।
- ইহা প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালনায় স্বশাসিত সংসদ, এবং অন্যান্য তৃণমূল স্তরের পরিকাঠামোকে যুক্ত করেছে।
- ইহা কেন্দ্র, রাজ্য ও স্থানীয় সরকার অংশীদারতে আহ্বান জানায়।
- ইহা রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী উন্নত করার একটি সুযোগ।
- ইহা পাবলিক প্রাইভেট অংশীদারির ক্ষেত্রে রূপায়ণের কৌশলের একটি সুযোগ।
- সর্বোপরি এস.এস.এ কর্মসূচী সকল শিশুর মধ্যে অঞ্চলের নিজস্ব শিক্ষার মান সেবামূলক কাজের মাধ্যমে মনুষ্যত্ব ও প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করার সুযোগ করে দেয়।

6.3 উদ্দেশ্য এবং বৈশিষ্ট্য সর্বশিক্ষা অভিযান :

(a) সর্বশিক্ষার উদ্দেশ্য : 2010 সালের মধ্যে 6 থেকে 14 বৎসর বয়সী সকল শিশুকে কার্যকরী ও যথাযথ প্রাথমিক শিক্ষা এস.এস.এ. প্রদান করবে। ইহার আর একটি উদ্দেশ্য হল বিদ্যালয় পরিচালনায় অঞ্চলের সক্রিয় অংশগ্রহণের দ্বারা সামাজিক, আঞ্চলিক, লিঙ্গ বৈষম্য দূর করবে। কার্যকরী ও যথাযথ শিক্ষার অর্থ হল এমন একটি শিক্ষা-ব্যবস্থার

প্রতি অনুসন্ধান যা কখনও বিচ্ছিন্ন করবে না এবং যা আঞ্চলিক ঐক্যকে আকর্ষণ করবে। ইহা শিশুকে এমনভাবে শিক্ষাদান করে যাহা তাহাকে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিচালক করে এবং যাহা পরিপূর্ণভাবে উপযুক্ত করে তাদের ক্ষমতাবান করে আধ্যাত্মিক ও বস্তুতান্ত্রিক উভয়রূপে এই অনুসন্ধান অবশ্যই মূল্যমান ভিত্তিক ব্যবস্থা হবে যা শিশুকে একে অপরের জন্য কাজ করার জন্য, অপরের ভাল থাকার জন্য শিক্ষা দেবে স্বার্থপর মানুষ হওয়ার জন্য নয়। সর্বশিক্ষা অভিযান প্রাক শৈশব যত্ন এবং শিক্ষার গুরুত্বের বিষয় উপলব্ধি করে 0-14 পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন মনে করে। ICDS কেন্দ্রে প্রাক্ বিদ্যালয় শিক্ষা অথবা বিশেষ প্রাক্ বিদ্যালয় কেন্দ্র যেখানে ICDS নেই তাদের সবরকম প্রচেষ্টায় সহায়তা দেওয়া হয়, যাহাতে তারা 'মহিলা ও শিশু উন্নয়ন' দপ্তরের পরিপূরক হয়ে ওঠে।

b) সর্বশিক্ষা অভিযানের বৈশিষ্ট্য :

নিম্নলিখিতগুলি সর্বশিক্ষা অভিযানের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য :

- সকল শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করা, নিশ্চিত শিক্ষা কেন্দ্র, পরিবর্তন বিদ্যালয়, 'বিদ্যালয়ে ফিরে যাও' 2003 এর মধ্যে ক্যাম্প (পরে আবার পরিবর্তন হয়ে 2005 পর্যন্ত)
- 2007 সালের মধ্যে সকল শিশু পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করবে ইহা নিশ্চিত করা।
- 2010 সালের মধ্যে সকল শিশু আট বছরের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করবে তা নিশ্চিত করা।
- 'জীবনের জন্য শিক্ষার' উপর জোর দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার সন্তোষজনক মান এর উপর আলোকপাত করা
- প্রাথমিক স্তরে 2007 সালের মধ্যে সকল লিঙ্গ এবং সামাজিক শ্রেণী বিভেদ। এর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা এবং এলিমেন্টারি শিক্ষায় 2010 সালের মধ্যে
- 2010 সালে সার্বজনীন ধরে রাখা নিশ্চিত করা
- সার্বিক পরিকাঠামোর মধ্যে প্রাসঙ্গিক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনামা প্রস্তুত করতে রাজ্যকে অনুমোদন দেওয়া
- রাজ্যের জেলাগুলিকে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে উৎসাহিত করা।
- বিশদ জাতীয় নীতির ধরনের উপর ভিত্তি করে, স্থানীয় প্রয়োজনকে উন্নত করে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।
- বিশদ জাতীয় নমুনার দ্বারা পরিকল্পনাকে বাস্তব অনুশীলন এ প্রস্তুত করা

বৈশিষ্ট্যগুলিকে যদিও জাতীয়ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে, তবুও ইহা আশা করা হয় যে রাজ্য এবং জেলাগুলি তাদের নিজস্ব ধরনে সার্বজনীনতা অর্জন করবে। এবং নিজস্ব সময় সীমার মধ্যে, 2010 সাল হল ইহা অর্জনের সময়সীমা। মূলধারার বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের যত দূর সম্ভব বিচিত্র কৌশলের মাধ্যমে জোর দেওয়া হয় এবং ছয় থেকে চোদ্দ (6-14) বছর বয়সী। সকল শিশুদের আট বছরের বিদ্যালয় শিক্ষার ব্যবস্থা করে।

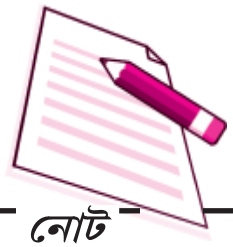

নোট

লিঙ্গ এবং সামাজিক বিভেদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা এবং সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে সম্পূর্ণরূপে ধরে রাখার উপর জোর দেওয়া হয় আশা করা যায় যে এই পরিকাঠামোর মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাসঙ্গিক হবে যাতে শিশু এবং অভিভাবক বিদ্যালয় শিক্ষায় ব্যবহারিক এবং আয়ত্তাধীন এবং তাদের সামাজিক ও পরিবেশ অনুসারী শিক্ষা খুঁজে পায়।

সর্বশিক্ষা অভিযান—কাঠামো গঠন এবং কর্মসূচী

সর্বশিক্ষা অভিযানের দুইটি দৃষ্টিভঙ্গী—(১) সমভাবাপন্ন বিশদ ব্যাপক কাঠামো গঠন করে প্রাথমিক শিক্ষা-পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যবস্থা করে। (২) জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র এবং সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা রূপায়ণে, বাজেট-এর সাথে এটি একটি কর্মসূচী। যখন রাজ্য ও কেন্দ্রের সব লগ্নি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জমা হবে তখন পরিকল্পনা এস এস এর কাঠামো গঠনে প্রতিম্বিত হবে, তখন সব SSA কর্মসূচীতে একত্রিত হয়ে যাবে কয়েক বছরের মধ্যেই। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই কর্মসূচী অতিরিক্ত সংগতির প্রতিফলন।

6.4 এস্ এস্ এ কর্মসূচীর বিস্তীর্ণ কৌশল :

- **প্রতিষ্ঠানের সংস্কার সাধন :** এস্ এস্ এ'র অংশ হিসাবে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার বিলিব্যবস্থার দক্ষতা উন্নত করার জন্য নতুন সংস্কারসাধন করবেন। রাজ্য সরকার পূর্বেকার শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রশাসনের মূল্যায়নের উদ্দেশ্য প্রস্তুত করবে। উদ্দেশ্য অর্জনের মান, আর্থিক বিষয়গুলি বিকেন্দ্রিকরণ ও অঞ্চলের নিজস্বতা, রাজ্য শিক্ষা আইনের পর্যালোচনা, শিক্ষক নিয়োগ, নজরদারি ও মূল্যায়ন, বালিকা, তপঃজাতি, তপঃউপজাতি ও অন্যান্য অবহেলিত শ্রেণীর শিক্ষার অবস্থা এবং ই.সি.সি.ই অনেক রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষার বিলিব্যবস্থার উন্নতির জন্য ইতিমধ্যেই অনেক বদল করেছে।
- **সমর্থিত আর্থিক সংস্থান :** সর্বশিক্ষা অভিযান এই অনুমানের উপর নির্ভর যে প্রাথমিক শিক্ষার অর্থ সংস্থান এর ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা সমর্থনযোগ্য। ইহা দীর্ঘমেয়াদি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অংশীদারিত্ব। (অর্থের ক্ষেত্রে)
- **সম্প্রদায়গত নিজস্বতা :** কার্যকরী বিকেন্দ্রিকরণের মাধ্যমে বিদ্যালয়কে ভিত্তি করে সম্প্রদায়গত নিজস্বতার মধ্যস্থতা করার জন্য এই কর্মসূচী আহ্বান করে। মহিলা গ্রুপ, ভি ই সি সদস্য পঞ্চায়েতের অংশগ্রহণে আরও বৃদ্ধি পায়।
- **প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা প্রস্তুত করা :** কেন্দ্র, রাজ্য এবং জেলাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলি এন আই ই পি এ এন সি আর টি/এস পি আর টি/সি আই ই এমটি/ডি আই ই টি ক্ষেত্রে এস এস এ প্রভূত পরিমাণে ক্ষমতা প্রস্তুত করার ভূমিকা ধারণ করে। সম্পন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলির সমর্থন ও সহায়তা মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন।
- **মূল ধারার শিক্ষা প্রশাসনের উন্নতিকরণ :** প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নতিকরণ, নূতন কর্মপদ্ধতির প্রবর্তন, উপযুক্ত এবং দক্ষ পদ্ধতির দ্বারা মূল ধারার শিক্ষা প্রশাসনকে উন্নত করবে।
- **সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্প্রদায়ভিত্তিক নজরদারি :** এই কর্মসূচীর সম্প্রদায়ভিত্তিক উপদেষ্টা বা সতর্কীকরণ ব্যবস্থা লাগবে। শিক্ষাবিষয়ক পরিচালনা ব্যবস্থা (EMIS) ক্ষুদ্র পরিকল্পনা ও সমীক্ষা থেকে পাওয়া সম্প্রদায়ভিত্তিক তথ্যের সাথে বিদ্যালয়স্তরের তথ্যকে সংযুক্ত করবে। এছাড়াও

প্রতিটি বিদ্যালয়কে অনুদান গ্রন্থবিষয়ক ও সকলতথ্যের ব্যাপারে অঞ্চলের সঙ্গে তথ্য ভাগ করে নিতে উৎসাহ দেওয়া হবে।

- **পরিকল্পনার একক রূপে জন্মস্থান (আবাসস্থান) :** আবাসস্থানকে একক হিসাবে পরিকল্পনায় অঞ্চলভিত্তিক কার্য করতে এস এস এ অগ্রসর হয়।
- **সম্প্রদায় গ্রহণযোগ্যতা (দায়বদ্ধতা):** এস এস এ শিক্ষক, অভিভাবক এবং পি আর আই-এর মধ্যে সহযোগিতা ও সম্প্রদায়ের প্রতি দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা বিবেচনা করে।
- **বালিকা শিক্ষায় অগ্রাধিকার :** বালিকা শিক্ষা, বিশেষতঃ তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজনিত এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এস এস-এর প্রধান অগ্রাধিকার।
- **বিশেষ গ্রুপের প্রতি আলোকপাত :** তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, শহরের অবহেলিত শিশু, সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত গোষ্ঠী এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুকে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় সংযুক্তি ও অংশগ্রহণের উপর আলোকপাত করা হয়।
- **মান-এর উপর বিশেষ জোর দেওয়া :** শিশুর জন্য প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাকে কার্যকরী, প্রাসঙ্গিক করার পাঠক্রম, শিশুকেন্দ্রিক কার্যক্রম এবং পাঠদান ও পাঠ কৌশলকে ফলদায়ক করার জন্য এস এস এ বশেষ জোর দেয়।
- **শিক্ষকের ভূমিকা :** এস এস এ শিক্ষকের সমালোচনাপূর্ণ এবং প্রধান অংশ হয়ে ওঠার ভূমিকা সমর্থন করে এবং তাহাদের উন্নতমানের চাহিদার বিষয়ে বলে। ব্লক রিসোর্স কেন্দ্র/গুচ্ছ রিসোর্স কেন্দ্র স্থাপন করে, শিক্ষক নিয়োগ (যোগ্যতা/সমূহ), শিক্ষকের উন্নতি করণের সুযোগ, পাঠক্রম সম্পৃক্ত উপাদানের উন্নতি এবং শিক্ষকের জন্য প্রকাশমূলক (দুর্বলতা) পরিদর্শন—সকল প্রকার নকশা শিক্ষকের মানসিক সম্পদ উন্নত করার জন্য প্রস্তুত করা হয়।
- **জেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা :** প্রত্যেক জেলা, এস এস এ পরিকাঠামো অনুযায়ী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে, যাহাতে যে সকল বিনিয়োগ হয়েছে এবং প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে আর সবকিছু প্রয়োজন তা দেখা যাবে।

পাবলিক—প্রাইভেট অংশীদারি (SSA) : সর্বশিক্ষা অভিযান এই সত্য লক্ষ্য করে যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা সরকারী ও সরকার শোষিত বিদ্যালয়ের দ্বারাই বেশী হচ্ছে। এমন অনেক সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত নয় বিদ্যালয় আছে যারা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে। দেশের বিভিন্ন দরিদ্র গৃহস্থেরা ব্যক্তিগত উদ্যোগের বিদ্যালয়গুলিতে, তাহারা যে মাহিনা ধার্য করে তা দিতে পারে না। এমন অনেক ব্যক্তিগত উদ্যোগের বিদ্যালয় আছে যাহাতে তুলনামূলকভাবে মাহিনা কর্ম এবং সেখানে দরিদ্রদের শিশুরা যোগদান করে। সেই সকল বিদ্যালয়ে নির্মাণের পরিকাঠামো এবং কম মাহিনার শিক্ষক রয়েছে এটা লক্ষ্য করা হয়। যখন সকল প্রচেষ্টা এবং উৎসাহ ভাল গুণসম্পন্ন সাহায্য প্রাপ্ত নয় এমন বিদ্যালয়ে সমদর্শিতা ও সকলের জন্য সহজলভ্যতা থাকে সেখানেই পাবলিক প্রাইভেট অংশীদারীর ক্ষেত্র পরিষ্কার এর প্রচেষ্টা করা হয়। সরকারী, স্থানীয় সংস্থা, সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিকে সর্বশিক্ষা অভিযানের অধীনে আনা হয়েছে, যেমন মধ্যাহ্ন প্রকল্প এবং ডি পি ই পি, প্রাইভেট/বেসরকারী ক্ষেত্রগুলি সরকারী, স্থানীয় ক্ষেত্র এবং বেসরকারী সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির কার্যাবলী উন্নত করতে চায়, এই প্রসঙ্গে আঞ্চলিক সংস্থা, অথবা বেসরকারী সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলি অংশিদারিত্ব বৃদ্ধি করার জন্য রাজ্যের নীতির মধ্যে সচেষ্ট হয়। রাজ্যের নিয়মের উপর নির্ভর করে DIET (ডায়েট এবং অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি সাহায্যপ্রাপ্ত নয় এমন বেসরকারী বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত খরচে সংগতির সহায়কের ব্যবস্থা করতে পারে, বেসরকারী সংস্থা ঐ খরচ বহন করবে।

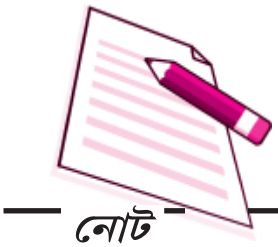

6.5. সর্বশিক্ষা অভিযানের অর্থনৈতিক নমুনা :

নবম পরিকল্পনায় সর্বশিক্ষা অভিযানের কর্মসূচীর সহায়তা ছিল 85 : 15 ভাগ, 72 : 25 ভাগ ছিল দশম পরিকল্পনায় এবং তারপর থেকে 50 : 50 রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের ভাগ বা অংশ। লিখিতভাবে রাজ্য সরকারের অংশ খরচের প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে।

- প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে 1999-2000 সালে যে বিনিয়োগ ছিল রাজ্য সরকার সেটাই চালিয়ে যাবেন। এস এস এর জন্য চাঁদার যা ভাগ ছিল এই বিনিয়োগ তার ওপরে। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে ভারত সরকার তহবিল প্রদান করবেন। এই কিস্তিগুলি শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার 'রাজ্যরূপায়ণ সমিতিতে দেওয়া হলে পরে কিস্তি (প্রথমটি বাদে) ছাড়া হবে।
- যে সকল শিক্ষক সর্বশিক্ষা অভিযানের কর্মসূচীর অধীন নিযুক্ত হয়েছে তাদের বেতন সহায়তা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার নিম্নরূপ অনুপাতে ভাগ করে দেবেন-নবম পরিকল্পনায় 85 : 15, পরিকল্পনায় 75 : 25 এবং তারপর থেকে 50 : 50।
- দপ্তরের প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক প্রচলিত পরিকল্পনা (বালভবন ও NCTE বাদে) নবম পরিকল্পনার পরে মিশে যাবে। প্রাথমিক শিক্ষার জাতীয় কর্মসূচীতে ?? সহায়তা (মিড ডে মিল) খাদ্যশস্য ও তাহার পরিবহণের খরচ কেন্দ্রীয় সরকার এবং রান্না করার খরচ রাজ্য সরকার বহন করবে।
- জেলা শিক্ষা পরিকল্পনা অন্যান্য সব কিছুর মধ্যে পরিষ্কারভাবে দেখায় যে সম্পদ নানারকম উপাদান থেকে পাওয়া যায়, যেমন পি এম. আর. ওয়াই, পরিকল্পনা, সুনিশ্চিত রোজগার যোজনা, M.P. M.L.A. তহবিল ক্ষেত্র, রাজ্য পরিকল্পনা, বিদেশি তহবিল (যদি কিছু থাকে) এবং অবসরকারী সংগঠন থেকে সম্পদ গ্রহণ।
- সকল তহবিল উন্নীতকরণ, ব্যবস্থা চালু রাখা, বিদ্যালয় সংস্কার, পাঠদান ও শিক্ষার জন্য জিনিসপত্র জন্য ব্যবহার হবে। স্থানীয় পরিচালন ব্যবস্থা ডি. ই. সি /বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি /গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা অন্য কোনও গ্রাম বা বিদ্যালয় পরিচালনা স্তরে বদলে যাবে।
- অন্যান্য উৎসাহ দান মূলক প্রকল্প যেমন বৃত্তি, পোষাক বিতরণ চলবে, তহবিল রাজ্য পরিকল্পনার অধিনে থাকবে, তা সর্বশিক্ষা তহবিল থেকে হবে না।

6.6. বিদ্যালয় এবং সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য সুযোগের উন্নতিকরণ :

আপনারা সচেতন আছেন যে প্রাথমিক শিক্ষা মূলতঃ রাজ্যের দায়িত্ব। প্রাথমিক শিক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে তহবিল (অর্থ) আসে। রাজ্য সরকার অতিরিক্ত সম্পদ ব্যবহার করে পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধা, শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদিতে অর্থ যোগান দিতে পারে, শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করে। সর্বশিক্ষার প্রকৃত সাফল্যের ক্ষেত্রে কিছু ঘাটতি হয়েছে। বিশেষ করে মূল কি বিষয়ে, যেমন—শারীরিক ও মানবিক লক্ষ্য পূরণের ক্ষেত্রে, শ্রেণিকক্ষ, পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষক শিক্ষণ।

সর্বশিক্ষায় ইন্‌টারভেনশন (মধ্যস্থ বিষয়) :

(i) এ. আই. ই : সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য পরিবর্ত ও নূতন কিছু করার শিক্ষাই সর্বশিক্ষার অন্তর্নিহিত বিষয়। উপজাতি এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলের প্রান্তবাসী এবং অবহেলিত শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন রকম কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে।

(ii) সামাজিক কার্য : সর্বশিক্ষা অভিযানে সামাজিক কাজের উপাদান গুরুত্বপূর্ণ। এই উপাদানে প্রচুর বিনিয়োগ, যেমন সম্পূর্ণ প্রকল্পের বাজেটের 33% শতাংশ বিনিয়োগ করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা শিশুর সহজগম্যতা ও তা ধরে রাখতে সাহায্য করে, উভয়েই সর্বশিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

(iii) নতুনত্ব প্রবর্তনকারীর কার্যক্রম : 6-14 বৎসরের শিশুদের ব্যবহারিক এবং প্রাসঙ্গিক শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের নব নব কর্মসূচী রূপায়ণ এই ব্যবস্থায় অনুঘটকের কাজ করে এবং সম্প্রদায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণে সামাজিক, আঞ্চলিক ও লিঙ্গ বিভেদের মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করে। আপনি অবগত আছেন যে এই কর্মসূচী ছাত্রদের মধ্যে পাঠে আগ্রহ তৈরী করতে সফল হয়েছে এবং (পাঠ্য) শিক্ষা ধরে রাখতে সাহায্য করেছে। ইনোভেটিভ প্রকল্পের মধ্যে যে প্রকল্পগুলি আছে তা হল—প্রাক্ শৈশব সুরক্ষা, এবং শিক্ষা, বালিকা শিক্ষা, তপঃ জাঃ / তপঃ উপজাতি শিক্ষা এবং কম্পিউটার শিক্ষা।

(iv) আর. ই (গবেষণা ও রূপায়ন) : এই মধ্যস্থ বিষয়গুলির মধ্যে আছে গবেষণা, মূল্যায়ন, তত্ত্বাবধীন ও নজরদারি করা। সর্বদা বিদ্যালয় মানচিত্র ক্ষুদ্র পরিকল্পনা, গৃহ বিষয়ের তথ্যের আধুনিকিকরণ এই উপায় আছে। সরকারী এবং সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত উভয় বিদ্যালয়ের জন্য তহবিল ব্যবহার করা যেতে পারে। নিম্নলিখিত কার্যাবলী মধ্যস্থ বিষয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে—

- ফলপ্রসূ ক্ষেত্রভিত্তিক নজরদারির জন্য (উপদেষ্টা) সম্পন্ন ব্যক্তিদের ভাণ্ডার (pool) তৈরী করা।
- সম্প্রদায়ভিত্তিক তথ্য প্রস্তুতির ব্যবস্থা করা।
- অর্জনকারীর পরীক্ষা, পাঠের মূল্যায়ন পরিচালনা করা
- গবেষণামূলক কার্যাবলী গ্রহণ করা।
- মহিলা সাক্ষরতার ক্ষেত্রে কম সাক্ষর জেলাগুলি বিশেষ কর্মীর ব্যবস্থা করা, এবং তপশিলি জাতি, তপঃ উপজাতি বালিকাদের জন্য বিশেষ উপদেষ্টামূলক কার্যাবলী।
- শিক্ষা পরিচালনার তথ্য ব্যবস্থার খরচ বহন করে।
- আনুষঙ্গিক খরচ—যেমন চার্ট, পোষ্টার, স্কেচ পেন, OHP পেন প্রভৃতি দর্শনমূলক উপদেষ্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
- দলগত শিক্ষা পরিচালনা করে।

(v) বিদ্যালয় অনুদান : এই প্রকল্পের অধীন প্রতিটি বিদ্যালয়কে 2000/- টাকা দেওয়া হয়। এই অনুদানের বাইরে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার-এর সুবিধা উন্নত করার জন্য 1000/- টাকা দেওয়া হয়।

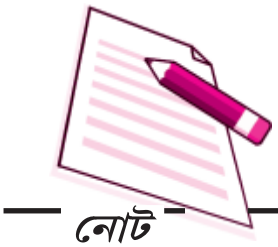

নোট

বিকল যন্ত্রপাতি (জিনিস) গুলি সচল করতে বাদবাকী টাকা ব্যবহার করা হয়, বিদ্যালয়ের সৌন্দর্য্যায়ন আসবাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণ এবং সারাই করা, বিদ্যালয়ের সর্বক্ষেত্রে উন্নতি করা।

(vi) শিক্ষকের জন্য অনুদান : শ্রেণীকক্ষ পরিচালনা উন্নত করতে এবং শিক্ষণসহায়ক বস্তু প্রস্তুত করার জন্য প্রত্যেক শিক্ষককে 500 টাকা করে দেওয়া হয়। শ্রেণীকক্ষ পরিচালনা ফলপ্রদ করতে এই অনুদান ব্যবহার করে শিক্ষক শিক্ষাসংক্রান্ত উপরকরণ (TLM) প্রস্তুত ও সংগ্রহ করতে পারবেন।

(vii) শিক্ষকশিক্ষণ : সর্বশিক্ষার সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল সকল শিশুকে মানযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা। আপনি একমত হবেন যে মানযুক্ত শিক্ষা নির্ভর করে শিক্ষকের মান এর উপর। উন্নত শিক্ষাবিজ্ঞান ও বর্ণনামূলক বিষয় সম্বন্ধে ধারাবাহিক শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা করা সর্বশিক্ষার প্রধান ভূমিকা। চাকুরীকালীন শিক্ষণ এর প্রধান উদ্দেশ্য হল তাহাদের মধ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাহাতে তাহারা শিশুর শিক্ষা সহজতর করতে পারেন ব্যবস্থা আছে যে মাষ্টার ট্রেইনাররা বিভিন্ন বিষয়ে এবং সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত বিষয়ে অভিমুখীকরণ করাবে এবং সে আবার তার শিক্ষকগণকে ও (কর্ম) ভার প্রাপ্ত ব্যক্তিকে শিক্ষণ দেবে। এই চাকুরীরত শিক্ষকের শিক্ষণ প্রাথমিক শিক্ষায় নূতন ধারা ও রীতিতে আধুনিক হতে সাহায্য করবে। শিক্ষণ-উন্নত করতে নানারকম কৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে।

গুরুত্বপূর্ণ কৌশগুলি নিম্নরূপ :

- শিক্ষণ এবং পুনরায় শিক্ষক শিক্ষণ।
- নূতন পাঠক্রম এবং নূতন পাঠ্যপুস্তকে অভ্যস্ত হতে শিক্ষণ।
- জাতীয় পাঠক্রম কাঠামো কার্য (NCF 2005) এর ওপর অভ্যস্ত হতে শিক্ষণ।
- পরীক্ষার সংশোধন
- মান ব্যবস্থার উপর শিক্ষণ, মূল্যায়ন এবং মান ব্যবস্থার প্রভাব।
- বিদ্যালয় সংক্রান্ত বা বিদ্যালয় সংক্রান্ত নয় এমন ক্ষেত্রের উন্নতি।
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য সর্বব্যাপী শিক্ষার শিক্ষণ।
- বৈশিষ্ট্যমূলক শিক্ষামাত্রায় পরিকল্পনা ও তাহার রূপায়ণ।
- সম্পন্ন দলকে সর্বস্তরে শক্তিশালী করতে হবে (প্রত্যেক বিষয়ের জন্য পৃথক সম্পন্ন দল, প্রতি জেলায় 300-350 জন সম্পন্ন ব্যক্তি)। আরব্ধ কাজ চালিয়ে যাওয়ার কার্যক্রম, ক্ষেত্রতে সহায়তা, পর্যালোচনা সভা নিশ্চিত করা। DIET শিক্ষণ-এর চাহিদা চিহ্নিত করবে—কঠিন ক্ষেত্র এবং শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণ মডিউল উন্নত করবে। এই পদ্ধতি শিক্ষণের মান উন্নয়নে সাহায্য করবে। ধারাবাহিক শিক্ষক শিক্ষণ-এ যুক্ত হয়-শিক্ষা বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষণ, শিশু মনোবিজ্ঞান, কাজ করতে করতে শিক্ষা, মূল্যায়ন বিজ্ঞান বিষয় এবং অভিভাবক সম্বন্ধে শিক্ষণ, প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষণ দেওয়া হয়।

(viii) ডিস্ট্যান্স শিক্ষা : দূরবর্তী শিক্ষা কর্মসূচী (ডি.ই.পি.) মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বশিক্ষার গঠনমূলক উপাদান। ডি.ই,পির কার্য রূপায়ণের দায়িত্ব, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সহযোগিতায় ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত

করা হয়েছে। শিক্ষক এবং প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিকে ক্ষমতার অধিকারী করতে ডি.ই.পি. এবং সর্বশিক্ষা অভিযান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইহা একাধিক মাধ্যমযুক্ত সামগ্রিক ব্যবস্থা (প্যাকেজ) যেমন—স্বশিক্ষা উপকরণ, দৃশ্য-শ্রব্য অনুষ্ঠান বেতার সম্প্রচার, টেলি আলোচনা সভা প্রভৃতি দ্বারা মুখোমুখি শিক্ষণের পরিপূরক হয়ে ওঠে।

কর্মের দায়িত্ব-1 : সর্বশিক্ষা অভিযানকে সহায়তা করে, এমন তিনটি কর্মসূচীর ধারণা দিন।

বিষয় শিক্ষা : কিছু এস. এস. এ কেন্দ্র পরিদর্শন করুন এবং তাহার কার্যপ্রণালি শিক্ষা করুন।

6.7. মধ্যাহ্ন-ভোজন পরিকল্পনা এবং এস. এস. এ তে তার দান :

অন্নবস্ত্র-বাসস্থান এর মতো সাধারণ মানুষের মূল চাহিদা পরিপূর্ণভাবে মেটাতে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হল শিশু যাহাতে একটি গুণমান সম্পন্ন জীবনযাপন করতে পারে তার জন্য শারিরীক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ভাবে তাকে প্রস্তুত করা ও উন্নত করা। শিক্ষা একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিশু জীবনে টিকে থাকার সমস্যা মোকাবিলা করতে দক্ষতা ও যোগ্যতা লাভ করতে সক্ষম হয়। এবং বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে পারে। 'সকলের জন্য শিক্ষা' এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিহ্নিত করা হয়েছে, এইগুলি হল—শিক্ষায় অভিগমন, নথিভুক্তকরণ তা ধরে রাখা; এবং অর্জন করা। উপরিউক্ত চারটি বৈশিষ্ট্য অর্জন এবং সহজতর করতে 'মধ্যাহ্ন ভোজন' প্রকল্প একটি প্রচেষ্টা অবহেলিত জনগণের কাছে পৌঁছুবার জন্য সরকার প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নানারকম পরিকল্পনা রূপায়িত করেছে। সরকারের প্রধান কর্মসূচী যেমন সর্বশিক্ষা অভিযান—প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করেছে। এতদ্‌সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় কিছু শিশু শিক্ষায় বঞ্চিত কারণ তাদের অভিভাবকরা দুর্বল আর্কি অবস্থার জন্য তাদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারে না। ঐ সকল অভিভাবক এর জন্য বিদ্যালয়ে শিশুদের পাঠানোর অর্থ হল অতিরিক্ত আর্থিক ভার বহন কর, ও শিশুরা পরিশ্রম করে মজুরির যে টাকা আনত তা থেকে বঞ্চিত হওয়া। এই যখন আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া অভিভাবকদের ধারণা, তখন অভিভাবক এবং শিশুদের প্রেরণা দিয়ে, খাদ্য ও পুষ্টিকর চাহিদা মিটিয়ে তাদের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবে। ভারত সরকার, 2রা অক্টোবর 1995 সালে ''প্রাথমিক শিক্ষায় পুষ্টি সহায়তার জাতীয় কর্মসূচী'' যাহাকে ''মধ্যাহ্নভোজন কর্মসূচী'' নামেও বলা হয় একটি প্রকল্প সূচনা করেন। এই প্রকল্পের অধীনে প্রাথমিক শ্রেণীতে, প্রত্যেক শিশুকে প্রতি মাসে 3 কেজি গম দেওয়ার ব্যবস্থা হয় (বছরে 10 মাস) যদি তার 80% উপস্থিতি থাকে। ইতিমধ্যে এ্যাপেক্স কোর্ট মধ্যস্থতা করে, সুপ্রিম কোর্ট 24শে নভেম্বর 2001 সালে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে নির্দেশ দেয় যে মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য প্রতিটি সরকারী ও সরকারী সহায়তা প্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিশুকে কমপক্ষে 300 গ্রাম ক্যালোরি বিশিষ্ট রান্না করা মধ্যাহ্নভোজন এবং 8-12 গ্রাম প্রোটিনযুক্ত খাবার কমপক্ষে 200 দিন দিতে হবে। ডঃ রামচন্দ্রন স্থির করেন সকল শিশুর জন্য সার্বজনীন প্রকল্প দশম শ্রেণী পর্যন্ত হবে। দেশে তামিলনাড়ুর মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্প অন্যতম সবচেয়ে ভাল বলে জানা যায়। পণ্ডিচেরীর ইতিহাস কম জানা যায় কিন্তু একই সাথে আগ্রহমূলক যে সার্বজনীনভাবে বিদ্যালয়ে খাবার দেওয়া হয় 1930 সালের আগে থেকে।

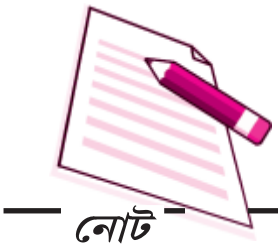

কে. কামরাজ কিভাবে দুপুরে আহার প্রকল্পের ধারণা পেলেন সে সম্পর্কে একটি আগ্রহমূলক গল্প আছে। তিনি দেখলেন কিছু বালক তাদের গরু ও ছাগল নিয়ে ব্যস্ত আছে, তিনি একটি ছোট ছেলেকে প্রশ্ন করলেন এই গরুগুলো নিয়ে তুমি কি করছ? তুমি বিদ্যালয়ে যাওনি কেন? বালকটি তৎক্ষণাত জবাব দেয় যদি আমি বিদ্যালয়ে যাই তবে তুমি কি খেতে দেবে? আমি তখনই শিখব যখন আমি খেতে পাব। মিড্‌ডে মিল এর কর্মসূচী প্রতিষ্ঠা করতে বালকটির মুখের মতো জবাব সমস্তটা এগিয়ে নিয়ে যাবার পথ প্রশস্ত করে।

ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের কর্মসূচী আছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গুজরাত, যারা 1980'র শেষ দিক থেকে আছে। কেরালা বিদ্যালয়ে রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা করে 1995 থেকে, সেই রকমই মধ্যপ্রদেশ এবং ওড়িশা কিছু ছোট ক্ষেত্রে ব্যবস্থা করে। 24শে নভেম্বর 2001 সালে একটি বৈশিষ্ট্যমূলক নির্দেশ সরকারকে দেয় যে সরকারী ও সরকারী সহায়তা পায় এমন বিদ্যালয়ে সকল শিশুর জন্য রান্না করা খাবার এর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাথমিক ভাবে এই নির্দেশকে রাজ্য সরকার প্রবলভাবে বাধা দান করেন। কিন্তু 2005 -এর মধ্যে এই কর্মসূচী প্রায় সার্বজনীন হয়ে গেছে। সাম্প্রতিককালে ভারত সরকার নূতন ওয়েবসাইট চালু করেছেন—মিড্‌ডে মিল পরিকল্পনা ওয়েব-সাইট যেমন http:IImdm.nic.in.

প্রাথমিক শিক্ষায় পুষ্টির সহায়তার জাতীয় কার্যক্রম যদিও তামিলনাড়ুতে এই কার্যক্রমকে জনপ্রিয়তা নামে প্রথম দিকে অভিহিত করা হত, এই প্রকল্পের সাফল্য এই প্রকল্পকে বিরাটভাবে জনপ্রিয় করে তোলে। সাফলে এতটাই নজর কেড়ে ছিল যে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও সাফল্যকে সম্মান জানান এবং এই প্রকল্পকে সারা দেশে রূপায়ণ করার জন্য নির্দেশ দেন। এইভাবে শুরু হয় ''প্রাথমিক শিক্ষায় পুষ্টির সহায়তা জাতীয় কর্মসূচী। এই কর্মসূচী অনুযায়ী ভারত সরকার বিনা মূল্যে খাদ্যশস্যের ব্যবস্থা করবে এবং রাজ সরকার অন্যান্য উপকরণ, বেতন এবং পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করবে। অনেক রাজ্য সরকারই বাজেটে কোন সম্পদ রাখেনি, তারা ভারত সরকারের থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে অভিভাবকদের তা দিয়ে দিত। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় 'শুকনো রেশন'। নভেম্বর 28, 2001 সালে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট একটি নির্দেশ দেন যাহা রাজ্য সরকারের নিকট অবশ্য পালনীয় শুকনো রেশনের পরিবর্তে রান্না করা খাবার দিতে হবে। এই নির্দেশটি জুন 2002 থেকে পালন করার কথা ছিল, কিন্তু অনেক রাজ্য সরকারই এই নির্দেশ অমান্য করেছে। কিন্তু কোর্ট দ্বারা চাপ বজায় রাখা, গণমাধ্যম, এবং বিশেষ করে খাদ্যের অধিকার এর প্রচার এর ফলে ক্রমে বেশী করে রাজ্যগুলি রান্না করা খাবার এর ব্যবস্থা করে।

2004 সালের মে মাসে কেন্দ্রে মিলিজুলি সরকার গঠিত হয়, তার ঠিক করে যে সার্বজনীন রান্না সরবরাহের ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারাই অর্থ যোগান হবে। 'সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচী' প্রতিশ্রুতির পরই রান্না করা ও পর্যাপ্ত পরিকাঠামো প্রস্তুত করার জন্য রাজ্যগুলিকে বাড়তি অর্থ সাহায্য দিয়ে সহায়তা করা হয়। এই অতিরিক্ত সহায়তার জন্য পরিকল্পনাটি, ভারতের প্রায় বেশীর ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে।

6.8 আর. টি. ই 2009 এবং সর্বশিক্ষা অভিযানের সমন্বয় সাধন :

শিশুর অবৈতনিক এবং আবশ্যিক শিক্ষার অধিকার আইন 1 এপ্রিল 2010 সালে সূচনা হয়। 6-14 বৎসর বয়সী প্রতিটি শিশু তাদের বয়সোচিত শ্রেণীকক্ষে এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে 8 বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষা পাবে।

সমন্বয় সাধনের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুকে অন্তর্ভুক্ত করতে নিয়মিত শিক্ষক এবং বিশেষ শিক্ষক এর ব্যবহার মূল্যায়ন করবে।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে সংযুক্ত বিদ্যালয়গুলিতে দক্ষতার অধিকারী বা দক্ষতার প্রয়োজন আছে এমন নিয়মিত ও বিশেষ শিক্ষক এর মূল্যায়ন করা।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সংযুক্ত শিশুদের প্রতি স্বাভাবিক ছাত্রদের ব্যবহার মূল্যায়ন করা।
- ব্যাপক শিক্ষার প্রসারে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর সঙ্গে সবেতন ব্যবহার সম্পন্ন এবং দক্ষতার অভাব আছে এমন নিয়মিত শিক্ষক এবং বিশেষ শিক্ষক এর মধ্যে সম্পর্ক খোঁজা হয়।
- বিজ্ঞানভিত্তিক আচরণ উন্নত করা, বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় ও কারিগরিমূলক দক্ষতা বাড়ান, সমিষ্টমূলক কার্যে উৎসাহ দেওয়া এবং দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করা।
- ছাত্রদের সাহায্য করার জন্য এবং শিক্ষায় অংশগ্রহমের (অধিগত শিক্ষাকার্য) তাহাদের সাহায্য করার জন্য শিক্ষক এবং অভিভাবকদের শিক্ষণ কর্মসূচী ব্যবস্থা করা।
- প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে বিদ্যালয় পরিত্যাগ এর আর্থ-সামাজিক কারণগুলি বিশ্লেষণ করা।
- প্রাথমিক শিক্ষায় নথিভুক্তি, বিদ্যালয় ছুট্, তা ধরে রাখার ক্ষমতার মূল্যায়ন।
- অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিসংখ্যান যা ভর্ত্তিতে প্রভাবান্বিত করে—তা পরীক্ষা করা।
- শিক্ষণের সঙ্গে সর্বশিক্ষা অভিযানের ব্যবহারিক ও অর্থনৈতিক কার্য সম্পাদন সম্পর্কে পরীক্ষা করা।

প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অত্যন্ত সংখ্যাল্পতার জন্য নূতন শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার অধিকার আইন কর্তৃপক্ষ কিভাবে রূপায়ণ করবেন ? সর্বশিক্ষা অভিযানের নীতি অনুযায়ী অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষার অধিকার এর দায়িত্ব (শিশুর) নিয়েছে সরকারী নীতি অনুযায়ী প্রতি 1 কিমি. মধ্যে 300 জনসংখ্যা থাকলে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকবে। বর্তমানে, বেসিক শিক্ষা দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী জেলায় 1,032টি প্রাথমিক বিদ্যালয় 352টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। ইহা ছাড়া অন্য অনুমোদিত 780টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং 577টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় জেলায় আছে। যদি আমরা সংখ্যাগুলি যোগ করি তাহলে 1812 প্রাথমিক এবং 929 উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় জেলায় আছে ধরতে পারি। সর্বশিক্ষার নীতি অনুযায়ী 31,38,671 জনসংখ্যা যুক্ত জেলায় (2001 জনগণনা) 10,62 প্রাথমিক এবং 3,923 উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকতে হবে। জেলায় অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন—প্রাইভেট, বেসরকারী বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা আছে।

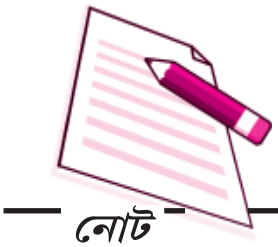

সর্বশিক্ষা অভিযান কেন্দ্রীয় সরকারের একটি প্রধান কর্মসূচী, যা 2001 সালে সূচনা হয়। ইহার উদ্দেশ্য হল নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ইহা কার্যকরী করা। সমগ্র দেশকে অন্তর্ভুক্ত করতে রাজ্য সরকারের সাথে অংশিদারি করে রূপায়ণ করা হয়। মূলধারার শিক্ষায় বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুকে নানারকম কৌশল এবং 6-14 বৎসরের সকল শিশুর 8 বছরের বিদ্যালয় শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়। 2010 সালের মধ্যে এই গ্রুপের শিশুদের প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষা দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। 86তম ভারতীয় সংবিধান সংশোধন শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃতি দেয়।

বর্তমানে 1লা এপ্রিল 2010 সালে চালু হওয়া অবৈতনিক ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা অধিকার আইন 2009-এর ফলে সকল শিশুই বিদ্যালয়ে আছে তা পূরণের বাধ্যবাধকতা এসে গেছে।
6-14 বৎসর বয়সীমার বহু শিশু রয়েছে যারা নানারকম কাজ যুক্ত। যদি শ্রম দপ্তরের তথ্য বিশ্বাস করতে হয় দেখা যাচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ বা তা নয় এমন শিল্পে 5000 এর বেশী শিশু কাজ করছে। ডিসেম্বর 1996 পর্যন্ত উত্তর প্রদেশের বারাণসী, চন্দৌলি, জৌনপুর ও গাজীপুর জেলায় এদের চিহ্নিত করে উদ্ধার করা হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয় তিন বছরের জন্য 50টি শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করে।
জাতীয় স্তরে, সারা ভারত শিক্ষা বিষয়ক সমীক্ষা অনুযায়ী 3878টি শহরকেন্দ্রিক সেন্টার 190.5 মিলিয়ন অধিবাসীর জন্য আছে। এদের 74656 বিদ্যালয় আছে যা কিনা 4-5 বছরের শিক্ষা সহজগম্য করে। এতে বোঝা গেল যে 2,500 জনসংখ্যার জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। সারা ভারতবর্ষে 5 থেকে 14 বছরের 12 লক্ষের বেশী শিশু ঝুঁকিপূর্ণ জীবিকা নির্বাহ করে, যেমন নির্মাণ কাজে, কলকারখানায় প্রভৃতি।

আর.টি.ই আইনের নিহিতার্থ হল সর্বশিক্ষা অভিযানের কৌশলগুলিকে একসাথে রূপায়ণ করা। আর.টি.ই.-র অবশ্য পালনীয় নির্দেশের সঙ্গে সর্বশিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গী, কৌশল এবং নীতিগুলির সমন্বয়সাধন প্রয়োজন এই প্রসঙ্গে শ্রীঅলি বাড়ডিয়া, প্রাক্তন শিক্ষাসচিব ভারত সরকার, কে সভাপতি করে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক একটি কমিটি প্রস্তুত করেন, সর্বশিক্ষা অভিযান এবং আর.টি. আইন এর কাজ দুইই একসাথে চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বলা হয়। প্রাথমিক সভায় এই কমিটি মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রণালয়ের হয়ে কাজ করত, কিন্তু কমিটি কঠোরভাবে বিষয় উল্লেখের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, আর.টি.ই. আইন 2009 রূপায়ণের জন্য সুপারিশ করবে।

6.9 আসুন সংক্ষিপ্ত করি

এই 6নং এককটি সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কৌশলগুলি বর্ণনা করে, সর্বশিক্ষা অভিযানে যা আলোচিত হয়েছে। আপনারা দেখেছেন যে প্রথমে সর্বশিক্ষা অভিযানের আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করা হয়েছে, তারপর সর্বশিক্ষা প্রসঙ্গে এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। আরও এই একক সর্বশিক্ষা অভিযানের বিশদ কৌশলসমূহ নিয়ে আলোচনা করেছে। সর্বশিক্ষায় প্রাইভেট-পাবলিক অংশীদারির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এবং এর সঠিক রূপায়ণের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই একক বিদ্যালয়ের উন্নতির সুযোগ এবং তৎসম্পর্কিত সুবিধাগুলির

আলোচনা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল সহজগম্যতা বাড়ান এবং তাধরে রাখা যাতে এটা নিশ্চিত করা যায় যে কোন শিশু 6-14 বৎসর বয়সীমার মধ্যে বিদ্যালয়ের বাইরে নেই। এই প্রসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন প্রকল্পে বিশিষ্টতা ও অবদান আলোচিত হয়েছে। সবশেষে আমরা সর্বশিক্ষা অভিযান এবং আর.টি.ই আইন 2009 এর সমন্বয় নিয়ে আলোচনা করেছি।

6.10 পাঠ নির্দেশ এবং উল্লেখ

ভূমিকা : হ্যাণ্ডবই : সর্বশিক্ষা অভিযানের অধীনে প্রধান শিক্ষক-এর ভূমিকা ও দায়িত্ব। বিহার : গাইড বই—প্রাক্‌শৈশব যত্ন।

www.indianexpress.com/news/lesson-learnt-mp-monitors-ss

www.educationforallindia.com/depssa.ignou.ac.in/wiki/index-php/publications

6.11 একক শেষের অনুশীলন :

1. সর্বশিক্ষা অভিযানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কি?
2. আপনার এলাকায় সর্বশিক্ষা অভিযানের অধীনে 6-14 বৎসর বয়সী যে সকল শিশুশিক্ষা পাচ্ছে তাদের নিয়ে একটি বিবরণ প্রস্তুত করুন।

নোট

একক—7 : সর্বজনীন প্রারম্ভিক/প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা এবং পরিচালন ব্যবস্থা

পরিকাঠামো

7.0 ভূমিকা/সূচনা

7.1 শিখনের উদ্দেশ্য

7.2 সার্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার পরিচালন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ

7.2.1 কেন্দ্রীভূত বনাম বিকেন্দ্রীভূত পদ্ধতি

7.2.2 ভারতবর্ষের বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা

7.3 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বা অণু পরিকল্পনা

7.3.1 পরিকল্পনার অর্থ কি বা পরিকল্পনা বলতে কি বোঝায়?

7.3.2 পরিকল্পনার ক্ষুদ্র অথবা ছোট ছোট শ্রেণীবিভাগ

7.3.3 পরিকল্পনার ছোট ছোট অংশে সমাজের অন্তর্ভুক্তিকরণ

7.3.4 **DEO** (জেলা শিক্ষা আধিকারিক), **DIET, BEOs** (ব্লক শিক্ষা আধিকারিকগণ) **BRCs** এবং **CRCs** এর ভূমিকা ও দায়িত্ব।

7.4 প্রাথমিক/প্রারম্ভিক শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ

7.4.1 পরিচালন এবং পৃষ্ঠপোষকতা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ

7.4.2 শিক্ষক নিয়োগ এবং পরিচালনা

7.4.3 বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির ভূমিকা

7.5 শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আইন **(RTE Act) 2007** এর আলোকে বিদ্যালয় পরিচালনা

7.6 ফলপ্রসূ পরিচালন ব্যবস্থা এবং সামর্থ্য তৈরী করার বিষয়ে বিস্তৃত পরিকল্পনা

7.6.1 সর্বজনীন প্রারম্ভিক/প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা বিষয়ে তথ্য সরবরাহ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশেষ প্রযুক্তি

7.6.2 বিদ্যালয় বা স্কুল **NET** বলতে কি বোঝায়?

7.6.3 বিদ্যালয় **NET** এর কাজ কি?

7.6.4 শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসাবে স্কুল **NET** এর ভূমিকা

7.7 অর্থসংক্রান্ত ব্যবস্থা বা তার রূপরেখা

7.8 উপসংহার

7.9 বিষয়ভিত্তিক অন্যান্য পুস্তক বা তথ্য আলোচনার পরামর্শ

7.10 একক শেষে পাঠভিত্তিক আলোচনা প্রশ্নাবলী সহযোগে

7.0 ভূমিকা

পূর্ববর্ত্তী একক 5 এবং 6-এর পাঠ অনুসারে আপনারা জানতে পেরেছেন যে শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আইন 2009 (RTE Act) অনুসারে সকল শিশুর কাছে প্রারম্ভিক/প্রাথমিক

নোট

শিক্ষা হলো শিশুর মৌলিক অধিকার। এককগুলি আলোচনার ক্ষেত্রে সকল শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আঙিনায় আনার জন্য পদ্ধতিগত বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। শিক্ষক হিসাবে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার অধিকারকে আক্ষরিকভাবে বাস্তবায়িত বিষয়ে আপনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এখন আপনি বুঝতে পারছেন বা অনুধাবন করতে পারছেন যে সরকার দেশের সমস্ত শিশুকে অর্থাৎ সকল জাতি, তপশীলি জাতি ও উপজাতি, পিছিয়ে পড়া শ্রেণী, সংখ্যালঘু শ্রেণী, উদ্বাস্তু জনজাতি এবং কাজ করে থাকে এমন সব শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আনার জন্য সমস্তরকম ব্যবস্থা করছেন। এইসব শিশুরা বিভিন্ন সামাজিক কারণে হয় বিদ্যালয়ে কখনই অন্তর্ভুক্ত হয়ন বা নানাকারণে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেছে।

একক 4 এবং 5 এ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে যে দেশের সরকার দেশের সকল শিশুরা শিক্ষার অধিকার আইনের সুফল লাভ করে তার জন্য শিক্ষার অধিকার আইন বাস্তবায়িত করার জন্য বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

এখন এই এককে শিক্ষক হিসাবে আপনি কিভাবে এই আইনকে ব্যবহার করতে পারেন এবং সরকারী ব্যবস্থাপনা কিভাবে শিশুকে এই অধিকার পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে তা আপনি জানতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে বুঝতে হবে সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয়, রাজ্য, জেলা, ব্লক এবং গ্রাম স্তরে কি পরিকল্পনা/পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এই আলোচনা আপনাকে সাহায্য করবে, আপনি কাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন বা কিভাবে বিদ্যালয় ও বিভিন্ন সংস্থা থেকে সাহায্য পাবেন। এবং এর দ্বারা আপনি বিদ্যালয় স্তরে ও স্থানীয় সরকারী স্তরে অন্যতম নীতিনির্ধারক হিসাবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

7.1 এই একক আলোচনা শেষে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বুঝতে সমর্থ হবে—

- সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার রূপদানের জন্য বিভিন্ন উৎস সম্পর্কে জানবেন এবং এই ব্যাপারে বিভিন্ন সরকারী উদ্যোগ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- আপনার বিদ্যালয়ে আসা শিশুরা যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তার পর্যালোচনা করা।
- বিদ্যালয় এলাকাভুক্ত স্থানে প্রয়োজনীয় উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষাকে শিশুদের কাছে চিত্তাকর্ষক আনন্দময় এবং জীবনের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত করার এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা এবং তা প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।
- শিক্ষকতা করার সময় যে অবস্থার সম্মুখীন আপনি হবেন তার সুসমাধানের জন্য অভিভাবক, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সরকারী সমিতির সদস্যবৃন্দ, স্থানীয় সমর্থ ব্যক্তি ও অন্যান্য সামাজিক সংস্থার ভূমিকা সম্পর্কে জানা।

সবজনীন প্রারম্ভিক/প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য যে গভীর চিন্তা প্রসূত পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে তা অবশ্যই প্রার্থিত ফললাভে সাহায্য করবে।

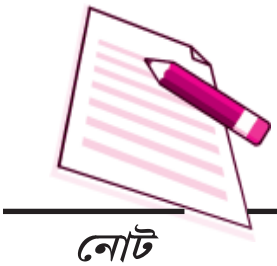

নোট

7.2 সর্বজনীন প্রারম্ভিক/প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ

7.2.1 কেন্দ্রীভূত বনাম বিকেন্দ্রীভূত পদ্ধতি :

যেখানে শিক্ষাব্যবস্থা কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত যেখানে সর্বক্ষেত্রে অর্থাৎ বিশেষতঃ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে, পর্যবেক্ষণ করার অধিকার এবং পরিচালন কার্যক্রমে প্রধান ভূমিকা থাকে জাতীয় স্তরে শিক্ষামন্ত্রকের উপর এবং রাজ্য স্তরে শিক্ষা দপ্তরের উপর। শিক্ষার সমস্ত দিক পরিচালিত হয় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দ্বারা—যেমন শিক্ষকের বেতন দেওয়া, প্রাক্ চাকুরী গত শিক্ষণ এবং চাকুরী চলাকালীন শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা করা, পাঠক্রম রচনা করা, নূন্যতম শিখন স্তর নির্দেশ করা বা স্থির করা ইত্যাদি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতিদিনের সামান্য কিছু কার্যক্রমে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সামান্য ভূমিকা থাকে। তবে পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন, পাঠ্যসূচী স্থির করা, শিক্ষার মাধ্যম স্থির করা ইত্যাদি শিশুর চাহিদা অনুসারে নির্দিষ্ট করার উপায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের থাকে না।

অন্যদিকে বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে স্থানীয়ভাবে জেলা, গ্রাম ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপর কিছু ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এবং এই সমস্ত ব্যবস্থায় কেন্দ্র বা রাজ্যের সীমিত হস্তক্ষেপ থাকে। সাধারণতঃ বেশীরভাগ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কেন্দ্রীভূত ও বিকেন্দ্রীভূত উভয় উপাদান বা ব্যবস্থা থাকে।

এমন বেশ কিছু রাজ্য সরকার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং আইন করে প্রারম্ভিক/প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের পরিবর্তিত ব্যবস্থা স্বীকার করে দায়বদ্ধ হয়েছেন। কিছু কিছু জেলাস্তরে শিক্ষাবিস্তারের জন্য অধিকভাবে স্থানীয় লোকজন এবং বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। তবে কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা থেকে বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাওয়া খুবই ধীরগতি পদ্ধতি এবং আস্তে আস্তে বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যেতে হবে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যকে মাথায় রেখে। মূল দায়িত্ব আস্তে আস্তে জেলা, মহকুমা এবং স্থানীয়ভাবে ন্যস্ত হবে।

বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় স্থানীয় প্রশাসন, বিদ্যালয়, শিক্ষকদের বেশীমাত্রায় দায়িত্বশীল করে তোলে যারা শিক্ষার্থীদের কাছে অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য এবং আপন এবং শিশু শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

বিকেন্দ্রীকরণের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বস্তরে সমতা রক্ষা করে তা সর্বতোভাবে কায়েম করা। কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত এ ব্যাপারে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে ততক্ষণ এর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ হবে।

জাতীয় স্তরে 1936 এ যে শিক্ষা পলিসি গ্রহণ করা হয়েছে এবং যা বিভিন্ন সময়ে কমিটি দ্বারা আলোচিত হয়েছে সেই অনুসারে জাতীয় সরকার, সমস্ত রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বতোভাবে সফলতার জন্য লাগাতারভাবে দৃষ্টি রাখে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির নব রূপায়ণের চেষ্টা করে থাকে। তবে বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করা এবং দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়ার পরে স্থানীয়ভাবে এক সংস্থা অন্য সংস্থার উপর দোষারোপ করবে যদি প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

নোট

বিকেন্দ্রীকরণ করার প্রস্তাবনা বা ভাবনা জাতীয় শিক্ষা পলিশি 1936-এ আলোচিত ছিল।

এই ভাবনা সাপেক্ষে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা রূপায়ণের জন্য গ্রাম শিক্ষা সমিতি (VECs) এর মাধ্যমে এলাকাবাসী যুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। 1992-এর প্ল্যান অফ এ্যাকশন (POA) অর্থাৎ কার্যপরিকল্পনা মাফিক প্রত্যেক শিশুকে বিদ্যালয় অঙ্গনে এনে অন্ততঃ আট বছর শিশুর নিজের এলাকায় বিদ্যালয় জীবন কাটানোর জন্য বলা হয়েছে।

7.2.2 ভারতবর্ষে বিকেন্দ্রীকরণের অভিজ্ঞতা

আপনি নিশ্চয় একমত হবেন যে শিক্ষা ব্যবস্থা রূপায়িত হয় না সমাজকে বাদ দিয়ে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ অনুসারে বিভিন্ন স্তর আছে। আমাদের সমাজে এক বিরাট সংখ্যার মানুষ যারা সমাজের প্রান্তিক মানুষ হিসাবে পরিচিত তারা জীবনে প্রাথমিক চাহিদাগুলি যেমন গৃহ, পানীয় জলের সংস্থান, বিদ্যুৎক, স্বাস্থ্য পরিষেবা, বিদ্যুত ব্যবহার ইত্যাদির সুযোগ ব্যতীত জীবন সংগ্রামে লিপ্ত। আমাদের সংবিধানের 73নং এবং 74নং ধারা সংশোধনের মাধ্যমে স্থানীয় স্বয়ংশাসিত সংস্থাগুলিকে অত্যন্ত গতিশীল এবং ক্রিয়াশীল ভূমিকা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে।

এই সংশোধনের দ্বারা মহিলাদের, তপশীলি জাতি, উপজাতি এবং সংখ্যালঘু মানুষদের কথা বলার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই সম্পর্কে বা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত অভিজ্ঞতাগুলি তুলে ধরা যেতে পারে—

- ICDS এর অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় 0 থেকে 6 বছর বয়ঃক্রম যুক্ত
- জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে সাক্ষরতার ব্যাপারে প্রচার চলাকালীন স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল।
- 1994 সালের November মাসে যে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প (DPEP) গ্রহণ করা হয়েছিল তাও সফল হয়েছে সর্ব্বশিক্ষা, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার দেশব্যাপী বিস্তারের জন্য।

DIET পরিকল্পনায় মূল দায়িত্ব DIET কে দেওয়া হয়েছে জেলায় সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি করারজন্য যদিও রাজ্য এ বিষয়ে সর্বতোভাবে দায়িত্বশীল থাকে সর্বজনীন শিক্ষার উন্নতির জন্য এবং এই দায়িত্ব অর্পণ করার বা দায়িত্ব হস্তান্তর করলেও পরিকল্পনা এবং তার পরিচালনার বিষয় যারা এই কার্যক্রমে নিয়োজিত থাকবেন অর্থাৎ প্রশাসক এবং শিক্ষকবৃন্দ বা শিক্ষাবিদ, তাঁদেরকে ক্রমাগতভাবে সহায়তা দান করা দরকার, শিক্ষণ ইত্যাদি কর্মসূচী দ্বারা যাতে তারা স্থানীয় পঞ্চায়েত রাজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং আরবান বা শহরকেন্দ্রীক স্থানীয় প্রশাসনে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

শিশুর আরম্ভিক যত্ন এবং শিক্ষা যেহেতু UEE এর উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং এ বিষয়ে ICDS প্রকল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এটা আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত এবং সফল যেহেতু এই প্রকল্পে স্থানীয় অধিবাসীরা যুক্ত থাকেন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়ার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জরুরী।

নোট

- পঞ্চায়েত রাজ সংস্থা বা সমিতি
- বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি
- গ্রাম/শহরের ওয়ার্ড স্তরে/বস্তি স্তরে শিক্ষা কমিটি
- অভিভাবক শিক্ষক সমিতি
- মাতা শিক্ষক সমিতি
- উপযুক্ত স্বয়ংশাসিত উপজাতি উন্নয়ন পরিষদ এবং অন্যান্য তৃণমূল্যস্তরের বিভিন্ন সংস্থা করা সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

1. বিকেন্দ্রীকরণ বলতে কি বোঝায়?

.....

.....

.....

.....

2. সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য কি পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে?

7.3. মূলস্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিকল্পনা গ্রহণ

অধিকাংশ মানুষের অংশগ্রহণের অভাবে জন্য বেশীরভাগ পরিকল্পনা এবং তার প্রয়োগ পদ্ধতি অসপল হয়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরু থেকেই এটা বোঝা গেছে মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়িত করা প্রয়োজন কারণ স্থানীয়ভাবে প্রকৃত চাহিদা এবং সেই চাহিদা পূরণের উপাদান কি আছে তাহলেই চিহ্নিত হয় বা বোঝা যায়। এটাকেই 'তৃণমূল স্তরের পরিকল্পনা' বা মূলস্তরের ক্ষুদ্র পরিকল্পনা বলা হয়েছে।

মূল স্তরের ক্ষুদ্র পরিকল্পনা বলতে বোঝায় : (a) উপকৃত মানুষ এবং সেইসঙ্গে স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ যাতে তাদের প্রকৃত চাহিদা চিহ্নিত হয়। (b) চাহিদা পূরণের উপাদানসমূহ চিহ্নিত করা এবং তা এইরূপে করা যেতে পারে—(i) বস্তুভিত্তিক উপাদানের সাহায্যে (ii) সহযোগিতা পাওয়া (iii) অধিক পরিমাণে উপাদান পাওয়া বা সহযোগিতা দ্বারা পাওয়া যেতে পারে। (c) উপাদানের সুলভতার উপর নির্ভর করে। গ্রামভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরী করা।

7.3.1. পরিকল্পনা বলতে কি বোঝায়?

সাধারণভাবে পরিকল্পনা বলতে বোঝায়—

- প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বা মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য পর্যায়ক্রমে কিছু কার্যক্রমের প্রস্তাবনা করা।
- সার্বিকভাবে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিকল্পনা উপযোগী পদ্ধতি সমূহের যোগফল হলো পরিকল্পনা।

নোট

● পরিকল্পনার সফলতার জন্য উপাদানসমূহকে একত্রিত করা এবং সমগ্র পদ্ধতির দেখাশোনা করা এবং ফলাফলের মূল্যায়ন করা।

7.3.2. ক্ষুদ্র পরিকল্পনা :

ক্ষুদ্র পরিকল্পনা দ্বারা এটা নিশ্চিত করা হয় যে কোন এলাকায় অবস্থিত বিদ্যালয় শিশুদের প্রকৃত গুণসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের সমর্থ হবে এবং এটাও আশা করা হয় যে এলাকার অধিবাসীবৃন্দ সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সমস্ত শিশুদের কাছে পৌঁছানোর ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। একমাত্র শিক্ষকের একার পক্ষে শিশুদের চাহিদা সম্পূর্ণতার পূরণ করা সম্ভব নয় সুতরাং মহিলা সমিতি, পঞ্চায়েৎ সমিতি, গ্রাম শিক্ষা সংসদ ইত্যাদির সদস্যগণের যুক্ত হওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন মতে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর শিশুরা প্রকৃত গুণসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা পেতে পারে।

7.3.3. ক্ষুদ্র পরিকল্পনা পদ্ধতি প্রকরণের জন্য সমস্ত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের যুক্ত হওয়ার বিভিন্ন স্তর :

নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে সমস্ত সম্প্রদায়কে যুক্ত করার জন্য :

(i) সম্প্রদায়ভুক্ত সকল মানুষের শক্তিকরণ

● গ্রাম শিক্ষা সংসদ, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি, মতশিক্ষক সমিতি ইত্যাদির সদস্যদের সঠিকভাবে শিক্ষণের ব্যস্থা করা যাতে প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর অধিকার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারেন এবং এই সংক্রান্ত সদস্যার সমাধানে সমর্থ হন।

● শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আইনে কি বন্দোবস্ত করা হয়েছে সে সম্পর্কে সচেতনা বৃদ্ধির জন্য প্রচার করা যাতে স্থানীয় মানুষ তাদের ভূমিকা এবং দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে পারেন এবং সরকারই বা কি পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার ব্যাপারে সে সম্পর্কে জানা, যেমন—

● মিনা প্রচার

মা-মেয়ে বা মাতা-কন্যা মেলা

মহিলা সম্মেলন

কিশোরী মেলা

কল শিশু মেলা

প্রভাত ফেরী

বিদ্যালয়ে দাকিল হওয়া কর্মসূচী :

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাপ্তাহান্তিক খেলাধূলার আয়োজন করা, মেলার আয়োজন করা এবং তার মূল উদ্দেশ্য থাকবে বিদ্যালয়ে শিশুভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করা, বিদ্যালয় ছুট রোধ করা, বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় পত্রের ব্যবস্থা করা এবং বালিকা শিশু এবং তপশীলি জাতি, উপজাতি, এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণী এবং যাযাবর শ্রেণীভুক্ত শিশুদের বিদ্যালয়ে দাকিল করা।

II. পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য সদস্যদল চিহ্নিত করা :

কোন সরকারী আধিকারিক বা একা প্রধান শিক্ষকের পক্ষে পরিকল্পনার সমস্ত দিকের নজর দেওয়া

নোট

সম্ভব নয়। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সমস্তদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য মূল একটি দলের প্রয়োজন। সমাজভুক্ত মানুষের বোঝা প্রয়োজন সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সফলতার জন্য তাদের অংশগ্রহণ এবং দায়িত্ববোধ একান্ত প্রয়োজন। এর জন্য দরকার মূল পরিকল্পক দল যার বৈধ পরিকল্পনা করতে সক্ষম হবে।

এলাকার মানুষজনের সাথে সম্পর্কের ফলে যারা মূল পরিকল্পক দলের সদস্য হবে তাদের চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। তারা হতে পারেন শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ, রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় মানুষ, যুব সম্প্রদায় যারা তাদের ভাবনাচিন্তা দিয়ে সাহায্য করতে পারেন, উৎসাহী মানুষজন যারা অভিজ্ঞতার দ্বারা সাহায্য করতে পারেন, মহিলা শ্রেণী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন যারা শিক্ষিত অথচ কর্মহীন হয়ে আছেন।

তাদের অংশগ্রহণ :

- বিদ্যালয় এবং সমাজের মধ্যে বন্ধন দৃঢ় করবে।
- এলাকার সচেতনতা সাহায্য করবে যাতে বিদ্যালয় ছুট এবং চলে যাওয়া রোধ হয়।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগী সংস্থা বা শিক্ষিত ব্যক্তির মনোভাব যুক্ত হবে।

মূল পরিকল্পক দলের সদস্য নির্বাচনের সময় অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। কিছু সদস্য অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন যারা তাদের করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীন হতে পারেন। কিছু সদস্য তাদের ধারণা বা মনোভাব অন্যদের উপর চাপিয়ে দিতে পারন এবং অন্যদের দাবিয়ে রাখতে পারেন। আবার কিছু সদস্য আশানুরূপ দক্ষ না হলেও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে শিক্ষক বিদ্যালয় এবং স্থানীয় সংস্থার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন। সমস্ত রকমের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে যাতে মূল পরিকল্পক দলে সমাজের সমস্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব থাকে।

III. মূল পরিকল্পক দলের সামর্থ্য তৈরী

পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার সাফল্য নির্ভর করে পরিকল্পক দলের সদস্যদের সামর্থ্যের উপর। জেলাস্তরে পরিকল্পকটি সর্বতোভাবে সফল হওয়া দরকার। সমগ্র পরিকল্পনা এমনভাবে বিস্তৃত হওয়া উচিৎ যে শিক্ষার উন্নয়ণের সমস্তদিকে দৃষ্টি রাখতে পারে এবং এমনটা হওয়া উচিৎ নয় যে সে কোন একটি শ্রেণীর অনুকূলে সমস্ত বিষয়টি কেন্দ্রীভূত হয়। পরিকল্পকদের বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার যা তাদের কার্যক্ষেত্রে সহায়ক হবে। সমস্ত সদস্যরাই যে নিজস্ব মতামত বিশেষভাবে প্রকাশ করতে পারবে এমন নয়, কারণ তারা এই প্রথম তাদের সমাজে নিজস্ব এলাকায় জনসাধারণের মতামতের অংশীদার হচ্ছে। পরিকল্প সদস্যবৃন্দ বিদ্যালয়ের উন্নতির বিষয়ে এবং গ্রাম শিক্ষা সংসদের উন্নতির বিষয়ে সহায়ক হবেন। বিদ্যালয়ের প্রকৃত চাহিদা তারা গ্রামবাসীর কাছে তুলে ধরবেন, গ্রামের চাহিদা বিভিন্ন ব্লকের কাছে, ব্লকের চাহিদা জেলা কাছে যথাক্রমে তুলে ধরবেন। গ্রামের চাহিদা ব্লকের কাছে, ব্লকের চাহিদা জেলা কাছে যথাক্রমে তুলে ধরবেন। সুতরাং সদস্যদের সমস্ত বিষয়ে ওয়াকিবহাল করার জন্য অর্থাৎ সর্বশিক্ষা অভিযানের লক্ষ্য,

নোট

ফলাপল এবং মান সম্পর্কে তথ্য ইত্যাদি জানার জন্য দু-তিনটি শিখন সভায় অংশগ্রহণ করানো যেতে পারে। চক্র স্তরে, ব্লক স্তরে এবং জেলাস্তরে যে সম্পদ রয়েছে তা ব্যবহারের বিধি সম্পর্কে তাদেরকে সভা করে জানানো যেতে পারে।

IV. এর পরবর্তী পদক্ষেপ হলো সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার উৎকর্ষতার জন্য সম্পৃক্ত বিষয়গুলি অর্থাৎ শিশুদের চিহ্নিত করা, বিদ্যালয়ে দাখিল করা, বিদ্যালয়ে ধরে রাখা ইত্যাদি বিষয়ে গ্রাম, বসবাসের এলাকা, ব্লক-এর জেলায় জানাতে পারার দক্ষতা তৈরী করা।

কিছু বিষয় হতে পারে—

- প্রশাসনিক বিষয়
- পরিকল্পনা পরিবর্তনের বিষয়
- মান-এর প্রাত্যহিক হিসাব রাখা এবং তার উন্নয়ণ সংক্রান্ত বিষয়
- একযোগে বা সমন্বিতভাবে কোন কিছু বক্তব্য রাখার বিষয়।
- জেলা ও রাজ্যস্তরের আধিকারিকদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রাপ্ত সম্পর্কিত বিষয়—

এই পর্যায়ে বিদ্যালয়, গ্রাম, ব্লক এবং জেলাগুলির মধ্যে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহের বা পাওয়ার জন্য নিজ নিজ এলাকার অবস্থা এবং প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরার তীব্র প্রতিযোগীতা হতে পারে।

এই অবস্থায় শিক্ষর উন্নতির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য তথ্যভিত্তিক এবং স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার যাতে সদস্যগুলিকে বা বিষয়গুলিকে গুরুত্ব অনুসারে তুলে ধরা যায়।

এই সময় আন্তঃজেলা আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করা যেতে পারে পরস্পরের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য। এবং এটা হচ্ছে একটা উপযোগী উপায় সমস্যা বা বিষয়গুলি চিহ্নিত করা এবং কিছু পদ্ধতি শেখার জন্য।

V. প্রয়োজনীয় তথ্য এবং তথ্যের ভাণ্ডার বা উৎস

- সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত এবং ফলপ্রসূ করার জন্য একটা সময়সীমা থাকে যা মান্য করা বাধ্যতামূলক্ষ। যেমন শিক্ষার অধিকার আইনে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে সমস্ত শিশু আট বছর ধরে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করবে, যার জন্য নিম্নলিখিত তথ্যের দিকে নজর দেওয়া দরকার এবং হিসাবের মধ্যে আনা প্রয়োজন—

- 14 বছর বয়ঃপ্রাপ্ত শিশুর হিসাব (বালক ও বালিকা) যারা বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, বা হয়নি বা বিদ্যালয়ের বাইরে আছে।

- সকল সরকারী, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত, সাহায্য না প্রাপ্ত সরকারী স্বীকৃতি প্রাপ্ত বা স্বীকৃতি না পাওয়া বেসরকারী বিদ্যালয়।

- বেসরকারী সংস্থার (NGO) দ্বারা পরিচালিত প্রথা বহির্ভূত বিদ্যালয়।

- সংরক্ষিত এলাকায় বসবাসকারী শিশুদের সংরক্ষিত বিদ্যালয়

নোট

- তপশীলি জাতি, উপজাতি, যাযাবর শ্রেণীর উপজাতি, প্রচণ্ড পিছিয়ে পড়া জাতি এবং আদিম জনজাতির শিশুরা
- প্রতিবন্ধী শিশুরা
- শিশু শ্রমিক যারা কাজ করে
- নিষ্ঠুর আচরণের শিকার যে সমস্ত শিশুরা
- দেশত্যাগী শিশুরা
- স্থানচ্যুত, উদ্বাস্তু শ্রেণীর শিশুরা
- পথশিশুরা এবং সরকারী বা খোলা স্থানে বসবাসকারী শিশুরা
- বন্দী পিতামাতা শিশুরা এবং যৌনকর্মীদের শিশুরা
- এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাহীন শিশুরা

উপরোক্ত তথ্য থেকে বিদ্যালয়ে দাখিল করার (target) লক্ষ্য স্থির করা সম্ভব হবে।

প্রত্যেক শিশুর উপর লক্ষ্য রাখতে হবে বয়ঃসীমা অনুসারে এবং উপরোক্ত তথ্য সমস্ত শিশুর উন্নতি লক্ষ্য রাখা ব্যাপারে সহায়ক এই সব উল্লেখিত বেশী ভাগ তথ্য বিদ্যালয় এবং সরকারী দপ্তরগুলি থেকে পাওয়া যেতে পারে। গ্রাম শিক্ষা সংসদ (VEC) এবং সর্বশিক্ষা মিশনেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে গ্রাম শিক্ষা তৈরী করার বিষয়ে (Village Education) তথ্য সংগ্রহের একমাত্র কারণ বর্তমান অবস্থায় বিচার শুধু নয়, তথ্য দ্বারা শিশু তথা শিক্ষার্থীদের বিশেষ চাহিদা, পরিকল্পনার সঠিক রূপায়ণের রূপরেখা, উপাদানের ভাণ্ডারের সংকি মাপ সবই বোঝা যাবে। তথ্য সমৃদ্ধ পরিকল্পনা অধিক মাত্রায় উদ্দেশ্য সাধনে ফলপ্রসূ। যদিও অনেক তথ্য সংগ্রহ হবে তার মধ্যে উপযোগী তথ্যসমূহ ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। তথ্য সংগৃহীত হতে পারে প্রত্যেক বাড়ী বাড়ী গিয়ে লিপিবদ্ধ করে।

বাড়ী বাড়ী গিয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নতালিকা (Proforma) তৈরী করা প্রয়োজন। একবার বাড়ী বাড়ী সংগৃহীত তথ্য পাওয়া গেলে বাসস্থল স্তরের পরিকল্পনার জন্য তা লিপিবদ্ধ (Computirized) করে রাখা যেতে পারে। এই সব তথ্য (DcFs) গ্রাম বা ওয়ার্ডের শিক্ষা বিষয়ক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রাখা যেতে পারে যা গ্রাম শিক্ষা সংসদের (VEC) এর সদস্যরা শিশুর বিদ্যালয়ে দাখিলকরণ কর্মসূচীর প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারেন এবং গ্রাম শিক্ষা সংসদের (VEC) এর সভায় আলোচনা করতে পারেন।

VI. ক্ষুদ্রকার পরিকল্পনার ধারণা (Micro Planning exercise)

একবার কেন্দ্রীয় পরিকল্পক দল গঠন হয়ে গেলে এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ হলে এবং লক্ষ্য সাধনের কৌশল স্থির করতে হয়। ক্ষুদ্রকার পরিকল্পনার ব্যাপারে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ নজরে রাখতে হবে—

- এক বৎসরান্তে শিশুদের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে এবং স্থানীয় অবস্থা বা চাহিদা অনুসারে বিদ্যালয়ে দাখিল করণ, বিদ্যালয়ে ধরে রাখা (Retention), বিদ্যালয় ত্যাগ করার প্রবণতা রোধ করা

নোট

এবং সফলতার হার বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করা এবং সেইসঙ্গে ছাত্র শিক্ষক সংখ্যা নিয়মানুগ করার ব্যাপারে লক্ষ্য করা।

- কি কি কার্যক্রম (activity) গ্রহণ করা হবে তা স্থির করা
- কার্যক্রমের ক্রমিক পর্যায় স্থির করা
- লক্ষ্য পূরণের জন্য অবস্থার সৃষ্টি করা
- অংশগ্রহণকারী আধিকারিকগণ এবং সংস্থার দায়িত্ব স্থির করা
- পরিকল্পনা তৈরী করা

সংক্ষেপে যুক্তি নির্ভর কার্যক্রিয়া বা কার্যক্রম তৈরী করা যুক্তি নির্ভর কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হল কার্যক্রমের উদ্দেশ্য, পদ্ধতি প্রকরণ, নিযুক্ত ব্যক্তিদের দায়িত্ব বোধ, কার্যক্রমের সময়সীমা, প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার এবং শেষপর্যন্ত প্রার্থিত বা কাম্য ফল লাভ।

শ্রেণীকক্ষে শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতি এবং ছাত্র শিক্ষক পারস্পরিক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে সমগ্র কৌশলের এবং পরিকল্পনার সার্থকতা। শ্রেণীকক্ষে কিভাবে ছাত্রশিক্ষকের মধ্যে আদানপ্রদান হয়, শিশুরা কিভাবে শিক্ষাপদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করে যাতে তাদের উন্নতি হয় তা ভালভাবে বুঝতে হবে।

শ্রেণীকক্ষে শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ার প্রধান দিকগুলি হলো—

(i) শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ (সামাজিক এবং প্রকৃতিগত)

(ii) শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থাপনা (বসার ব্যবস্থা, শিক্ষার্থী-শিক্ষক দলের গঠন, শিক্ষাপোকরণের প্রদর্শন ও ব্যবস্থা)

(iii) ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত

(iv) শিক্ষণ পদ্ধতি কি গ্রহণ করা হয়েছে।

(v) শিক্ষোপকরণের ব্যবহার এবং প্রাপ্ততা

(vi) শিশুদের শ্রেণীকক্ষে অংশগ্রহণ (সরবে/নীরবে)।

(vii) শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতিতে শ্রেণীকক্ষে কি কি সুবিধাযুক্ত আছে।

(viii) শিক্ষকের শ্রেণীকক্ষে নতুন কোন পরীক্ষামূলক পদ্ধতি আবিস্কার ও প্রয়োগের সুযোগ আছে কিনা যা এই শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রাসঙ্গিক।

(ix) অভিভাবক, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি, এলাকার সমৃদ্ধ ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তির কৌশল গ্রহণ তা উভয়তঃ শিক্ষা বিষয়ক বা শিক্ষা সহায়ক বিষয়ে হতে পারে।

শুধু শ্রেণীকক্ষের শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতি চলতে পারে, এমন নয়। কখন কখন শিখন পদ্ধতি অনেক বেশী উপযোগী হয় শিক্ষার্থীদের প্রকৃতি পাঠের মধ্যে দিয়ে বা ভ্রমণের মাধ্যমে। তবে এর জন্য শিক্ষা পরিকল্পনায় অর্থ বরাদ্দ থাকা দরকার। শিশুদের ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য এবং নৈতিকতা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়গুলি সাধারণতঃ খেলাধূলা, যোগ ব্যায়ামের ব্যবস্থা, কৃষ্টি বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নানা ধরনের প্রজেক্ট ইত্যাদির ব্যবস্থা করে যা জীবনশৈলী প্রকাশের সহায়ক তা হতে পারে স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জীবিকা সম্পর্কিত।

নোট

মোটের উপর শিশুদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং আবেগের বিকাশের জন্য কাজের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন এবং তারজন্য শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পেশার ব্যক্তি, কৃষক, শিল্পীদের সংস্পর্শে আনা প্রয়োজন। কিন্তু এইসব কার্যক্রমের জন্য প্রকৃত পরিকল্পনা এবং অর্থসংস্থান দরকার, যা কিনা খেলার মাঠ, শারীর শিক্ষার শিক্ষক, যোগশিক্ষক, খেলাধুলার সরঞ্জাম, আন্তঃবিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করার সহায়ক হবে।

জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা 1936 অনুসারে নানা রকম নতুন দিক গ্রহণ করা হয়েছে যেমন অপারেশন ব্ল্যাক বোর্ড, শিক্ষক-শিক্ষণ, প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা, মহিলা সক্ষমতা এবং প্রাথমিক ক্ষেত্রে শিশুদের জন্য জাতীয় পুষ্টি-প্রকল্প এবং তা সবই সর্বজনীন প্রারম্ভিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য এবং এর জন্য বিভিন্ন রাজ্য যেমন, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ বিশেষভাবে বিশেষ শিক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করেছে বা তৈরী করেছে।

যেহেতু শিক্ষোপকরণ (Teaching Learning matetial বা TLM) শিখনের ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে সুতরাং TLM এর অন্তর্ভুক্তি বিশেষ ভাবে দরকার।

এর জন্য প্রত্যেক শিক্ষককে বার্ষিক 500/- টাকা করে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে যাতে TLM বা শিক্ষোপকরণ তৈরী করার জিনিষপত্র কিনতে পারেন। যেমন কাজের বই, শিক্ষকের গাইড বই এবং অন্যান্য শিক্ষোপকরণ। শিশুর উপযোগী বিদ্যালয় পরিবেশ তৈরী করার ব্যাপারে প্রথমেই দৃষ্টি দেওয়া দরকার বিদ্যালয় গৃহের গঠনের উপর। বিদ্যালয় এমন জমির উপর হওয়া উচিত যেখানে কোনরূপ বাধাবিপত্তি থাকবে না যেমন নীচুজমি হবে না, দ্রুতগামী রাস্তার কাছে হবে না, বিদ্যুতের উচ্চ ক্ষমতা যুক্ত তারের কাছে এবং নদী বা পুকুরের ধারে হবে না। অর্থাৎ শিশুরা যাতে সহজে যেতে পারে এমন জায়গায় হবে। বিদ্যালয় গৃহের নক্সা হবে কার্যপযোগী এবং চিত্তাকর্ষক। শ্রেণীকক্ষের ভিতরে পর্যাপ্ত আলো-হাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে, প্রয়োজনীয় স্থান থাকবে চক, বোর্ড ইত্যাদি রাখার এবং ব্যবহারের জন্য। বাধাবিপত্তিহীন ব্যবস্থা থাকবে যেমন প্রতিবন্ধীদের জন্য ঢালু রাস্তা (র‍্যাম্প) ইত্যাদি। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা, শৌচাগার, বিদ্যুত সংযোগ এবং খেলার মাঠ ও সীমানা প্রাচীরের ব্যবস্থা থাকবে। বিদ্যালয়ের চারিপাশ হবে সবুজ গাছপালা সমৃদ্ধ এবং বিদ্যালয়ের সমস্ত জিনিশপত্র এবং ব্যবস্থাপনা ব্যবহারযোগ্য হবে। পরিকল্পনার মধ্যে বড় বা ছোট পুনঃনির্মাণের ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যাতে বিদ্যালয়ে প্রয়োজন মেটে তা বাজেট প্রকল্পের মধ্যে ধরা থাকবে।

কিভাবে পরিকল্পনা প্রকল্প করা হবে৭ তার নমুনা নীচে উল্লেখ করা হলো—

* প্রসঙ্গ/পূর্বসূত্র/প্রাপ্ত তথ্য যা ইতিমধ্যে সংগৃহীত হয়েছে
* উদ্দেশ্য নিরূপণ
* কৌশল
* প্রয়োজনীয় কর্মীবৃন্দ

নোট

* পরিকাঠামোতে প্রয়োজনীয়তা
* প্রকল্পগত কার্যপদ্ধতি বা কার্যক্রম
* শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য বিস্তারিত ব্যবস্থা, পাঠপুস্তক পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন শিক্ষা সহায়িকা এবং মড্যুউলের উন্নতিকরণ।
* শিশুদের বিদ্যালয়ে দাখিল করার ব্যাপারটি চিহ্নিত করা এবং দাখিল করার ব্যবস্থা করা।
* নতুন কোন কার্যক্রম পূর্ব প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা।
* ফলাফল সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করা (রিপোর্টিং)
* পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন এবং সামাজিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা
* প্রত্যেক কার্যক্রমের জন্য অন্ন বরাদ্দ রাখা।
* পূর্ববর্তী বছরে কেন্দ্র ও রাজ্যের অর্থ বরাদ্দ বিষয়ে নজর রাখা
* খরচ না হওয়া কোন বরাদ্দীকৃত অর্থ যা বৎসরান্তে নষ্ট হতে পারে তার নজর রাখা।
* অন্যান্য স্থান থেকে অর্থনৈতিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা।
* চলতি বছরে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করা।

নির্ধারিত মান অনুসারে প্রত্যেক কার্যক্রমের খরচাপাতি করা দরকার। প্রত্যেক পরিকল্পনা/ প্রকল্প প্রয়োজনীয় তথ্য সমৃদ্ধ হওয়া প্রয়োজন যাতে উদ্দেশ্য রূপায়িত হয় এবং প্রশাসনিক ভাবে রাজ্য স্তরের আধিকারিকদের কাছ থেকে সমস্ত বিষয়ের অনুমোদন প্রয়োজন। যদি কোন বিচ্যুতি ঘটে প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে তবে তার কারণের সঠিক ব্যাখ্যা দরকার।

প্রকল্প গ্রহণের নিয়ম, প্রতিটি প্রকল্প সভার আলোচিত বিষয়, সেমিনার এবং আলোচনা সভা যা প্রকল্প সদস্যরা গ্রহণ করেছেন তা পরিস্কারভাবে লিপিবদ্ধ রাখা প্রয়োজন।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ের তা সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত হোক বা না হোক বা সরকারী বিদ্যালয় হোক আলাদা আলাদা ভাবে উন্নতীকরণ প্রকল্প থাকা প্রয়োজন। উপরে প্রধানত ক্ষুদ্র প্রকল্প বিষয়ে যা বিদ্যালয় গ্রহণ করতে পারে তার আলোচনা করা হলো।

স্থানীয় স্তরে পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য সরকারী সাহায্য প্রয়োজন, যেহেতু সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার ব্যাপারে স্থানীয় এলাকাকে ভিত্তি করা হয়েছে।

আপনার উন্নতি যাচাই করুন—2

1. পরিকল্পনা কি? ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পরিকল্পনা কি বোঝায়?

.....

.....

.....

2. সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষায় কেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে?

.....

নোট

.....

.....

3. ক্ষুদ্র পরিকল্পনার কি কি স্তর আছে?

.....

.....

.....

9.3.4 DEO, DRC (DIET), BEOS, DRCS এবং CRCS এর ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ :

নিম্নলিখিত ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ বর্তায় DEO, DRC (DIET), BEOS BRCS এবং CRCS এর উপর—

(A) জেলা স্তরে—

জেলার প্রারম্ভিক শিক্ষা আধিকারিক (District Education Officer বা DEO) প্রকল্পকারক, তার প্রয়োগকারী এবং বিভিন্ন কোঅর্ডিনেটরদের মধ্যে যোগ যোগ রক্ষা করে চলেন। তিনি প্রারম্ভিক শিক্ষার জন্য নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করেন—

- শিশুদের শিক্ষার অধিকার বিষয়টি বোঝার পরিবেশ তৈরী করেন
- সমস্ত এলাকায় প্রাথমিক এবং উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয় এর সুযোগ নিশ্চিত করেন
- বিদ্যালয় যাওয়ার উপযোগী বয়ঃক্রমের শিশুদের বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার তা (সশরীরে এবং সামাজিক ভাবে উভয়ত) নিশ্চিত করা
- PRIS এর অন্তর্ভুক্তি করা যাতে বিদ্যালয়ে শিশুদের দাখিল করা এবং তাদের ধরে রাখা নিশ্চিত হয়।
- পথশিশু, উপজাতি শিশু, যাযাবর শ্রেণীর শিশু, উদ্বাস্তু শিশুদের বিদ্যালয়ে প্রবেশ করানো নিশ্চিত করে তাদের সমস্ত শিক্ষাসংক্রান্ত সুযোগসুবিধা প্রদান করা। (তা তাদেরকে হস্টেল বা অন্যান্য উপযোগী বিদ্যালয় ব্যবস্থার মাধ্যমে রেখে করা যেতে পারে, যেমন মহারাষ্ট্রে বস্তিশালা নামক ব্যবস্থার মতো)
- ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত শিশুদের জন্মশংসা পত্র নেওয়ার জন্য বা জন্মসংবাদ নিবন্ধকরণের জন্য প্রচার করা।
- বিদ্যালয়ে শিক্ষকের খালি পদের (vacancy) হিসাব নিয়ে তা উর্ধ্বতম শিক্ষা আধিকারিকের কাছে পাঠানো।
- শিক্ষক শিক্ষণ সংক্রান্ত সুযোগসুবিধা খবর রাখা এবং তার পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করা।
- বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির ক্ষমতা তৈরী করা যাতে তারা শিক্ষক হাজিরা, ছাত্রহাজিরা এবং শিক্ষার মান এবং শিক্ষোপকরণের সুবিধা সম্পর্কে খবরাখবর রাখতে পারে।

নোট

● বালিকা শিশুদের বিদ্যালয়ে আসা এবং বিদ্যালয় থেকে যাওয়ার জন্য বিনা ব্যয়ের পরিবহনের ব্যবস্থা করা।

● যেখানে কোন বিদ্যালয় নেই সেই সমস্ত এলাকার শিশুদের শিক্ষা আবাসগৃহের সুবিধা প্রদান করা।

● নিক্ষেপ করণের সহজলভ্য করা এবং শিশু বান্ধব এবং বাধামুক্ত পরিবেশ তৈরী করা।

● অন্যান্য নানা বিভাগের জেলা আধিকারিকদের সাথে সহযোগিতা করা যাতে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর শিশু, তপশীলি জাতি উপজাতির শিশু, পথশিশু, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশু, শিশু শ্রমিক উদ্বাস্তু এবং যাযাবর শ্রেণীর শিশু এবং পরিবার পরিজনহীন শিশু বঞ্চিত এবং অপমানিত না হয়।

● অভিযোগ জানানোর জন্য এবং তার প্রতিবিধান করার জন্য সমিতি গঠন করা এবং তার সর্বোচ্চ পদে থাকবেন PRI দলের চেয়ারপার্সন বা স্থানীয় স্বয়ংশাসিত শিক্ষা কমিটির চেয়ারপার্সন।

● লিঙ্গ সংক্রান্ত নানা সমস্যার সমাধান সামাজিক প্রেক্ষাপটে রেখে সমাধান করা।

● জেলা শিক্ষা সমিতি (District Education Committee) তৈরী করা যাতে সদস্য থাকবেন অভিভাবক, নানা বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তি, প্রধান শিক্ষক বিভিন্ন সরকারী বিভাগ যেমন নারী ও শিশু উন্নয়ণ বিভাগের প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য বিভাগ, পুলিশ বিভাগ ইত্যাদি বিভাগ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ।

● এটা নিশ্চিন্ত করা যে এই ব্যবস্থায় কোন বার্ষিক বা বর্ষ শেষের পরীক্ষা, শ্রেণীতে আটকে রাখার রীতি, কোন রকম দৈহিক মানসিক শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা, অন্যান্য বিষয় যা শিশুদের অধিকার খর্ব করে তা রাখা হবে না।

মোটের উপর DEO বিদ্যালয়, গ্রাম, ব্লক থেকে পাওয়া পরিকল্পনা একত্রীকরণ করে জেলা প্রকল্প তৈরী করবেন। সর্বজনীন প্রারম্ভিক বা প্রাথমিক শিক্ষার পরিস্কার চিত্র পাওয়ার জন্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা ইত্যাদির হিসাব রাখা দরকার তিন বা চার বছর অন্তর যাতে সমস্ত শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ বা অধিকার পায়। এটা বিদ্যালয়, গ্রাম এবং ব্লকের প্রকল্পের মধ্যে সংযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে।

আপনার উন্নতির পরিমাপ করুণ-3

1. লক্ষ্য রাখা বা মনিটরিং বলে কি বোঝায়? সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার প্রয়োগে এলাকাবাসী কিভাবে লক্ষ্য রাখতে পারেন বা মনিটরিং করতে পারেন?

.....

.....

.....

2. DEO-এর ভূমিকা কি? (সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রয়োগ এবং প্রসারের ক্ষেত্রে) এটা পুনঃরালোচনা করুণ—

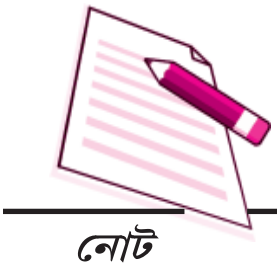

নোট

.....

.....

.....

B. সামাজিক এবং স্থানভিত্তিক ম্যাপিং বা চিত্রকল্প তৈরী :

এটা সম্ভব যে কোন এলাকার শিশুরা একের বেশী বিদ্যালয়ে যায়। আবার এটাও হয় যে একটি বিদ্যালয়ে যে সব শিশুরা যায় তারা বিভিন্ন এলাকা থেকে আসে। একমাত্র কোন একটা বিদ্যালয়ের পক্ষে এটা নিশ্চিত করা সম্ভব নয় যে সমস্ত শিশু বিদ্যালয়ে আসে এবং শিখন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। বিদ্যালয় থাকতে পারে, কিন্তু এটা হতে পারে সমস্ত শিশু বিদ্যালয়ে আসে না বা বিদ্যালয় ছুট হয়ে গেছে কিছুদিন পরেই কিংবা অনেক দিন ধরে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত এবং শিখনভার গ্রহণে অক্ষম। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় বা স্কুল ম্যাপিং সাহায্য করতে পারে—

- বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, সংস্কার এর ফলে যারা বিদ্যালয়ে অর্ন্তভুক্ত হয়নি তাদের চিহ্নিত করণে।
- শিক্ষাক্ষেত্রে একটা গতিশীল ব্যবস্থা তৈরী করতে পারে যাতে সমস্ত শিশুরা যা তারা যে কোন জাতি, ধর্ম, লিঙ্গের হোক না কোন, তারা সকলে শিক্ষক এবং শিক্ষা উপাদানসহ একটা পরিকাঠামোর অংশ হয়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে।

বিদ্যালয় ম্যাপিং এর জন্য নিম্নলিখিত স্তরগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে—

(i) গ্রামে সঠিক পরিবেশ তৈরী করা।

(ii) গ্রাম শিক্ষা সংসদ বা সমিতি তৈরী করা বিশেষভাবে স্কুল ম্যাপিং এর জন্য।

(iii) স্কুল ম্যাপিং করার জন্য গ্রাম শিক্ষা সংসদের সদস্যদের শিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(iv) গ্রামের স্থানীয় একটা খসড়া চিত্র তৈরী করা।

(v) বাড়ী বাড়ী অনুসন্ধান বা সার্ভে করা।

(vi) একটা চূড়ান্ত চিত্র তৈরী করা যাতে প্রত্যেক বাড়ীতে বিদ্যালয় যাওয়ার উপযুক্ত শিশুর সংখ্যা নিরূপণ করা এবং কতজন বিদ্যালয়ে অর্ন্তভুক্ত হয়েছে তার সংখ্যা নির্ণয় করা।

(vii) এটা বিদ্যালয় বা গ্রামভিত্তিক রেকর্ড বই তৈরী করা।

(viii) এলাকাবাসীর কাছে সমগ্র চিত্র তুলে ধরা এবং তার বিশ্লেষণ করা।

(ix) যাতে মানুষের উপদেশ মতামত পাওয়া যায়।

জেলা সম্পদ কেন্দ্র (District Resource Centre, DRC) স্কুল ম্যাপিং এর জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে পারে। এটা বোঝা দরকার যে পরিকল্পনা বা প্রকল্প শুধুমাত্র কতকগুলি গণিত সংখ্যার বা অর্থ বরাদ্দের বিষয়ের সাহার নয় বরং এটা জেলাস্তরে সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার সাফল্যের দিক নির্দেশক হবে।

C. পরিকল্পনার জন্য সম্পদ কেন্দ্র :

DIET এবং DPEP এই দুই সংস্থার পরিকল্পনা এবং তার ব্যবস্থাপনার একটি বিভাগ আছে।

নোট

এই বিভাগের কাজ হলো জেলার বার্ষিক পরিকল্পনা করা যা হচ্ছে শিক্ষা সম্বন্ধীয়। গুচ্ছ সম্পদ কেন্দ্র, ব্লক সম্পদ কেন্দ্র এর কাজ হবে বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষকদের প্রতি, গ্রামস্তরে পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া যাতে তারা শিক্ষা সম্পর্কিত বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরী করতে পারে।

D. গুণগত মান নির্ধারণ বা Appraisal :

জেলার প্রকল্প চূড়ান্ত করার আগে কতকগুলি পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যাওয়া প্রয়োজন যাকে বলা হচ্ছে Appraisal বা প্রকল্পের গুণগত মান নির্ধারণের প্রক্রিয়া—এই প্রক্রিয়ায় দেখা দরকার যে

- তথ্যগুলি প্রকৃত অবস্থার উপর ভিত্তি করে গ্রহণ বা নির্ণয় করা হয়েছে কিনা—
- চাহিদার যথার্থ্যতা প্রকাশ করেছে কিনা
- বর্তমান অবস্থা এবং UEE-এর চূড়ান্ত কাম্য ফলের মধ্যে কার ফাঁকগুলি পূরণ করা সম্ভব হবে কিনা
- সময়সীমার মধ্যে কৌশলগুলি কার্যকরী করা যাবে কিনা
- প্রস্তাবিত পরিকল্পনাগুলি কৌশলগত ভাবে, আর্থিকভাবে, সামাজিক ভাবে এবং রাজনৈতিক ভাবে কার্যকরী হবে কিনা এবং গ্রহণযোগ্য হবে কিনা
- কি কি অসুবিধা হতে পারে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে

যদি উপরোক্ত বিষয় পর্যালোচনা করে সঠিক মান এ পৌঁছান সম্ভব বলে মনে হয় তবে প্রকল্পটির খসড়া রাজ্য শিক্ষাদপ্তর, অর্থদপ্তর এবং নারী ও শিশু উন্নয়ণ দপ্তরের নিবিড় পর্যালোচনার বিষয় হবে। রাজ্য সরকারের দপ্তর এই পরিকল্পনার অংশ বিশেষ বা সমগ্র পরিকল্পনা অনুমোদন করতে পারেন অথবা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যৌক্তিকতার ব্যাখ্যা চাইতে পারেন। যদি পরিবর্তন প্রয়োজন হয় তবে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের পরে প্রকল্পটি অনুমোদিত হবে এবং তা রূপান্তরিত করার অনুমতি দেওয়া হবে। জেলা পরিকল্পনা তৈরী করা ছাড়াও DEO (জেলা শিক্ষা আধিকারিক) প্রকল্প রূপায়ণের ব্যবস্থা করবেন বেসরকারী বিদ্যালয় ও বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে।

E. পরিকল্পনার রূপায়ণ বা প্রয়োগ :

জেলাস্তরে বা জেলাস্তরের নীচের স্তরে পরিকল্পনা করা কেবলমাত্র সূচনা।

প্রকল্প বা পরিকল্পনা রূপায়ণ করা হলো পরবর্তী স্তর।

শিক্ষা উন্নয়নের পরিকল্পনা রূপায়ণের সময় জেলা শিক্ষা সমিতি, ব্লক শিক্ষা সমিতি এবং বিদ্যালয় পরিচালন সমিতিকে খেয়াল রাখতে হবে যে তাদের কাজ করার পুরানো পদ্ধতি পরিবর্তন করে নতুন ভাবে প্রয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করা দরকার যা কিনা অভিভাবক মণ্ডলী, শিক্ষক মণ্ডলী, বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা (NGO) এবং স্থানীয় সমিতিগুলি অনুমোদন করে এবং যা শিক্ষার

নোট

অধিকার আইন বলবৎ এর উদ্যোগকে আক্ষরিক ভাবে প্রয়োগ করার ব্যাপারে সাহায্য করে। শিক্ষক মণ্ডলীর পরিকল্পনায় যুক্ত হওয়াটা পরিকল্পনা রাপায়ণের বিষয়ে সাহায্য করে এবং বিদ্যালয়কে প্রধান কার্যালয় হিসাবে তুলে ধরে শিক্ষাকে সর্বজনীন করার ক্ষেত্রে।

ব্লক শিক্ষা অধিকারিক এবং তার কর্মীবৃন্দ ব্লক সম্পদ কেন্দ্র হিসাবে কাজ করেন এবং এটা আশা করা হয় যে BRC (Block Resource Centre) প্রত্যেক বিদ্যালয়কে প্রতিবছর নূতন নূতন শিখন-শিক্ষণ উপকরণ তৈরীতে সাহায্য করবে।

এছাড়া প্রতি 15টি গ্রামের জন্য একটি করে গুচ্ছ সম্পদ কেন্দ্র আছে। ব্লক সম্পদ কেন্দ্র ও গুচ্ছ সম্পদ কেন্দ্রের কর্মীবৃন্দ এটা করতে পারেন—

- প্রতিমাসে প্রতিটি বিদ্যালয় পরিদর্শন
- এবং শিক্ষকগণকে পাঠক্রমে সাহায্য করা

আপনার উন্নতি যাচাই করুণ—4

1. বিদ্যালয় স্তরে প্রারম্ভিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে প্রকল্প গ্রহণের জন্য কোথা থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারা যায়?

.....

.....

.....

2. প্রকল্পের Appraisal বা গুণগত মান বলতে কি বোঝায়? কে জেলা শিক্ষা প্রকল্পের উন্নয়ণের জন্য গুণগত মানের বিচার করেন?

.....

.....

.....

সরকারী এর বেসরকারী সংস্থাগুলির পারস্পরিক অংশগ্রহণ :

শিক্ষার জন্য ক্রমবর্ধমান চাহিদা সঠিক ভাবে পূরণের জন্য সরকারী উদ্যোগ যথেষ্ট নয় বা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়।

বেসরকারী উদ্যোগের সহযোগিতা একান্ত ভাবে প্রয়োজন। সরকার মনে করছেন সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার রূপায়ণের জন্য বেসরকারী সংস্থার উদ্যোগ (NGOs) এবং বেসরকারী বিদ্যালয়ের অংশীদারিত্বের একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং স্থানীয় সমিতি, নানা কর্পোরেট সংস্থা সকলের সাহায্যই দরকার।

বর্তমান চিন্তাধারা সরকার চাইছেন NGOs গুলির সাথে সমস্ত স্তরে অংশিদারিত্ব। NGO গুলি বহু বছর ধরে নানা ধরণের সমাজ উন্নয়ণমূলক কাজ করে আসছে যেমন ডে কেয়ার সেন্টার, চলমান ক্রেশ প্রাথমিক এবং প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় ইত্যাদির মাধ্যমে জেলায় নানা প্রতিভার

নোট

অনুসন্ধান পেয়েছেন, বিদ্যালয়ে যাওয়া শিশু এবং বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা এবং নিজেদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে সমর্থ হয়েছেন।

NGO দের অংশিদারিত্ব তিন ভাবে হতে পারে—

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দ্বারা সরাসরি অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে, স্বীকৃত জাতীয় এবং রাজ্য সম্পদ কেন্দ্র থেকে অর্থ সাহায্যের দ্বারা এবং গ্রাম শিক্ষা সংসদের (VEC) দ্বার অর্থ সাহায্যের দ্বারা শিক্ষার অধিকার সম্পর্কে NGO গুলি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে উপযোগী অংশগ্রহণ করতে পারে—

- সচেতনা বৃদ্ধি করা
- সামর্থ্য তৈরী করা—ফলপ্রসূ শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা দ্বারা, এলাকাবাসীর সামর্থ্য তৈরী এবং সম্পদ কেন্দ্রগুলিতেও সামর্থ্য তৈরী করা প্রকল্প তৈরী এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে।
- সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার ব্যাপারে পুনঃআলোচনা, মূল্যায়ণ এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে।
- নতুন শিক্ষা পদ্ধতি তৈরী করা বা ব্যবহার করা
- বিদ্যালয়ের বাইরের শিশুদের মূল ধারার সাথে যুক্ত করা
- লিঙ্গভিত্তিক বিষয়সমূহ নজরে রাখা
- CWSN এর সাথে কাজ
- পরামর্শ দেওয়া এবং দায়বদ্ধতা স্বীকার করা
- প্রকল্পের স্বচ্ছতা তৈরী করা এবং ফলাফলের বিচার করা।

7.3.4.1 এলাকাভুক্ত সম্প্রদায়ের ভূমিকা :

VEC বা WEC (গ্রাম শিক্ষা সংসদ বা ওয়ার্ড শিক্ষা সংসদ) এলাকার শিক্ষা বিষয় সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে নিম্নলিখিতভাবে খোঁজখবর রাখতে পারেন বা পরিদর্শন করতে পারেন—

- সমস্ত শিশুরা প্রতিদিন বিদ্যালয়ে আসছে কিনা।
- বালিকা শিশুরা এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর শিশুরা বিদ্যালয়ে অর্ন্তভুক্ত হচ্ছে কিনা এবং বিদ্যালয়ে স্থায়ীভাবে থাকছে কিনা।
- শিশুরা সমভাবে গুণসম্পন্ন বা উপযুক্ত শিক্ষা পাচ্ছে কিনা।
- শিশুদের চাহিদা পূরণ হচ্ছে কিনা।
- স্থানীয় স্তরে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়
- বিদ্যালয়ের সময়সীমা অভিভাবক এবং VEC সদস্যদের সাথে আলোচনা করে নির্ধারণ করা
- বিদ্যালয়ের সমস্ত রকম পরিকাঠামো সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা

নোট

● উদ্দেশ্যমাফিক প্রাপ্ত অনুদান সঠিকভাবে ব্যবহার হয় কিনা।

● বিকল্প বিদ্যালয় ব্যবস্থা বা শিক্ষাকেন্দ্র সঠিকভাবে চলছে কিনা তা লক্ষ্য রাখা

● শিক্ষোপকরণ (TLM) আছে কিনা এবং থাকলে তা শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের সময় ব্যবহৃত হয় কিনা

ব্লক শিক্ষা সমিতি (BEO) এর ভূমিকা :

সহকারী শিক্ষা আধিকারিকের সাহচর্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি BEO লক্ষ্য রাখবেন—

● প্রতিবছর তার এলাকায় বেসরকারী অনুমোদিত বিদ্যালয়সহ সমস্ত বিদ্যালয় পরিদর্শন

● বিদ্যালয় গৃহের অবস্থা, পরিকাঠামো এবং শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থার ব্যাপারে নজর রাখা

● স্বাস্থ্যসম্মত পানীয়জলের যোগান, শৌচালয়ে পরিচ্ছন্নতা, মিড-ডে-মিল বা দ্বিপ্রাহরিক আহারের জন্য রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে বিশেষ নজর রাখা

● বিদ্যালয়ে শিক্ষক এ প্রধান শিক্ষক সঠিক রেকর্ড বই রাখছেন কিনা

● বিদ্যালয়ের চাহিদা সম্পর্কে DEO বা জেলা শিক্ষা আধিকারিককে ওয়াকিবহাল করা

● গ্রাম, পঞ্চায়েত, বিভিন্ন এলাকা, তপশীলি জাতি, উপজাতি ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণীভুক্ত বালক বালিকা এবং বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা শিশু ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সংখ্যা জানা

● NGOs এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যারা বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুদের সহায়তা প্রদান করে।

উপরে উল্লিখিত ব্লক শিক্ষা সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি জেলার বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরীতে এবং অর্থ বরাদ্দের ব্যাপারে সহায়তা করবে।

আপনার উন্নতি যাচাই করুণ—5

1. সরকারী বেসরকারী অংশিদারিত্ব বলতে কি বোঝায়? এর প্রয়োজনীয় কেন আছে?

.....

.....

.....

2. কোন পদ্ধতিতে NGOs গুলির অংশগ্রহণ সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার জন্য

.....

.....

.....

3. জেলা শিক্ষা আধিকারিকের (DEO) UEE এর জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে কি ভূমিকা?

.....

নোট

.....

.....

7.4 প্রারম্ভিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালন কর্তৃপক্ষ

7.4.1 পরিচালন সম্পর্কিত বিষয়সমূহ

সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কিত কিছু বিষয় উল্লেখ করা দরকার। শিশুদের বিদ্যালয়ে অর্ন্তভুক্তির অধিকার সম্পর্কে একটি পরিস্কার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের থাকা দরকার যা হবে সোজা সরল—যেমন প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটি ভর্তি সংক্রান্ত নীতি থাকবে এবং ভর্তি সম্বন্ধীয় বার্ষিক তালিকা থাকবে। কিছু অর্থ ধরে রাখতে পারবে বা যা কিছু শিক্ষা পরিবৃদ্ধিতে সাহায্য করে তার ব্যবস্থা রাখতে পারবে। কিছু পরিবর্তনের ক্ষমতা বা পছন্দ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা থাকলেও সবসময় মাথায় রাখতে হবে ভর্তির ক্ষেত্রে সমতা বজায় রেখে প্রত্যেক শিশু যেন কোন একটি বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায়। নচেৎ সংবিধানে উল্লেখিত অধিকার পূরণ করার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হতে হবে।

কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় এবং প্রশ্ন হলো—

● যদি কেন্দ্রীয় সরকার প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত স্থানীয় সমিতিগুলি অর্থ সাহায্য করে তবে তা কতদিন চালু থাকবে?

● কিভাবে কেন্দ্রীয় সম্পদ স্থানীয় সংস্থায় ভাগ বা বিতরণ করা হবে?

● এই সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্থানীয় সংস্থার কি স্বাধীনতা থাকবে?

● স্থানীয় সংস্থা যদি নিজেরা কিছু অর্থ সংস্থান করতে পারে তবে তা কোন উৎস থেকে হবে?

● স্থানীয় সংস্থা এ ব্যাপারে কোন কর ধার্য করতে পারেন কিনা এবং খরচ মেটানোর ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে কিনা—

যারা অর্থ সম্বন্ধীয় ব্যাপারে নজরদারি করবে?

7.4.2. শিক্ষক নিয়োগ এবং পরিচালন সম্পর্কিত বিষয় :

শিক্ষক শ্রেণীর উপর বিকেন্দ্রীয় পরিচালন ব্যবস্থা থাকুক এটা RTE সমর্থন করে এবং উৎসাহিত করে। শিক্ষক নিয়োগ, তাদের স্থায়িত্বকাল এবং পদন্নোতি সবই বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত আইনের দ্বারস্থ হতে হয়। সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষা সর্বক্ষেত্রেই একটা পরিবর্ত্তন আশা করে সুতরাং এই সংক্রান্ত সব বিষয় একটা নিয়মের মধ্যে আনা প্রয়োজন।

রাজ্যের এ বিষয়ে তাদের নির্ধারিত মান ঠিক করার ব্যাপারে স্বাধীনতা আছে তবে তা NCTE দ্বারা স্থিরীকৃত মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। স্থানীয় সংস্থা নিয়োগ করতে পারেন এবং এলাকাভুক্ত মানুষের এ ব্যাপারে কথা বলার অধিকার থাকবে। তবে মান নিয়ে কোন সমঝোতা চলবে

নোট

না। আইন অনুসারে রাজ্য সরকারকে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে কোন বিদ্যালয়ে কেবল একজন শিক্ষক থাকবেন না এবং শিক্ষক শ্রেণীর মধ্যে শতকরা 50 ভাগ মহিলা হবেন।

শিক্ষকদের বেতনের ব্যাপারে অনেক বৈষম্য আছে। বেসরকারী বিদ্যালয় এবং NGO পরিচালনার শিক্ষাকেন্দ্রে এই বৈষম্য ব্যাপারটি আরও জটিল রূপ ধারণ করেছে। শিক্ষকদের বেতনক্রম যুক্তিসঙ্গত করার ব্যাপারটি একটি আলোচ্য বিষয় হতে পারে।

7.4.3. বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির ভূমিকা :

প্রশাসনের বিষয়ে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির কেন্দ্রীয় বা মূল ভূমিকা আছে যাতে গুণসম্পন্ন শিক্ষা প্রসারিত হয়।

বিদ্যালয় পরিচালন সমিতিতে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত মানুষের প্রতিনিধিত্ব একত্রিত থাকে যারা প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা নেয়।

বেসরকারী এবং সাহায্যপ্রাপ্ত নয় এমন বিদ্যালয় ছাড়া অন্যান্য সমস্ত বিদ্যালয়ে সরকারী অনুমোদন প্রাপ্তির 6 মাসের মধ্যে পরিচালন সমিতি গঠন করা দরকার এবং প্রতি 2 বছর অন্তর সমিতি পুনর্গঠনকরণ প্রয়োজন।

বিদ্যালয় পরিচালন সমিতিতে—

- শতকরা 75 ভাগ সদস্য অভিভাবক বা পিতামাতা শ্রেণীভুক্ত হবেন।
- শতকরা 25 ভাগ সদস্য হবেন নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে—
- 1/3 ভাগ নির্বাচিত সদস্য হবেন স্থানীয় মানুষদের/ব্যক্তিদের মধ্য থেকে, তারা নির্বাচিত হবেন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা
- 1/3 ভাগ সদস্য থাকবেন শিক্ষক মণ্ডলী থেকে, যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দ্বারা মনোনীত হবেন।
- বাকী 1/3 ভাগ স্থানীয় শিক্ষাবিদ/বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থেকে মাসের স্থির করবেন পিতামাতারা।

শিশুর অধিকার সংরক্ষণ

একক 3-এ শিশুর সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। পুনরায় উল্লেখ করা যায় যে শিশুর অধিকার বলতে বোঝায়—

—বাঁচার অধিকার/বেঁচে থাকার অধিকার

—পরিবার

—মত প্রকাশের স্বাধীনতা

—স্বাস্থ্য এবং উন্নতি বা বেড়ে ওঠা

—অপব্যবহার, অপমান এবং অন্যান্যভাবে ব্যবহৃত হওয়া থেকে বাঁচানো।

নোট

—শিক্ষার সমান সুযোগ পাওয়া

—সম্ভ্রম এবং স্থান পাওয়ার অধিক

—কৃষ্টি এবং ঐতিহ্যের অধিকার

—মূল প্রয়োজন বা মূল চাহিদা যেমন, বাসস্থান, শৌচালয়, পানীয় জল, আলো বাতাসযুক্ত উজ্জ্বল শ্রেণীকক্ষ পাওয়ার অধিকার

—বই, ব্ল্যাকবোর্ড, বিজ্ঞান পরীক্ষাগারের প্রয়োজনীয় উপাদান এবং শিক্ষক পাওয়ার অধিকার

—বিদ্যালয়ের পোষাক, বইপত্র এবং দ্বিপ্রাহরিক আহার পাওয়ার অধিকার

—সঠিক গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষার অধিকার

—আনন্দ উপভোগ করা এবং বিশ্রামের অধিকার

RTE আইন অনুসারে শিশুর অধিকার রক্ষা করার প্রাথমিক দায়িত্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রদান শিক্ষক এবং বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির।

বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি দ্বারা বিদ্যালয়ের উন্নয়ণ প্রকল্প তৈরী :

বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি উচিৎ অর্থবর্ষ শেষ হওয়ার অন্ততঃ তিন মাস আগে বিদ্যালয়ের উন্নয়ণের পরিকল্পনা করা। বিদ্যালয় উন্নয়ণ পরিকল্পনা হবে তিন বছরের পরিকল্পনা, যাতে প্রতি বছরের বার্ষিক উপ-পরিকল্পনা থাকবে। বিদ্যালয় পরিকল্পনায় থাকবে—প্রত্যেক বছরে শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যার অনুধাবন করা বা আগাম ধারণা করা, ক্লাস I থেকে V পর্যন্ত এবং আলাদাভাবে ক্লাস VI থেকে VIII পর্যন্ত সঠিক মান অনুসারে কতজন অতিরিক্ত শিক্ষক প্রয়োজন, প্রধানশিক্ষক প্রয়োজন কিনা, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক এবং আংশিক সময়ের শিক্ষকের নিয়োগের ব্যবস্থা। আরও থাকবে অতিরিক্ত পরিকাঠামোগত পরিকল্পনা এবং তার জন্য বছর অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অর্থ এর উল্লেখ করা, এর সগে শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা, শিশুদের বিনা ব্যয়ের বই এবং পোষাক, কর্মপঞ্জিকা (খাতা) বিতরণের পরিকল্পনা।

বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি বনাম সহকারী দপ্তরের ভূমি

RTE আইনে সমস্ত শিশুকে বিদ্যালয়ের আওতায় আনার কথা বলা হয়েছে এর ফলে শিশুশ্রম দূরীভূত হবে বলে আশা করা হয়েছে। RTE আইনে আরও আশা করা হয়েছে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগ এবং অন্যান্য সহযোগী সংস্থা যারা তপশীলি জাতি, উপজাতি, এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণীভুক্ত শিশুদের নিয়ে ভাবনাচিন্তা কারণ তাদের সাথে যোগাযোগ রেখে চলবেন প্রাথমিক শিক্ষার স্বার্থে।

বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরও যাতে শিক্ষায় সমান অধিকার পায় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরের সাথে কাজ করবেন।

পরিচালন সমিতি গ্রামোন্নয় এবং পঞ্চায়েৎ রাজ দপ্তরের সাথে যোগাযোগ রেখে চেষ্টা করবেন যে শিশুরা কায়িক পরিশ্রম থেকে মুক্ত থাকে, পরিবারের আয় করার জন্য নিয়োজিত না হয়ে বিদ্যালয়ে আসতে পারে। এবং পঞ্চায়েৎ রাজ দপ্তর এ বিষয়ে সঠিক ভূমিকা পালন করছেন সে ব্যাপারেও লক্ষ্য রাখবেন।

নোট

দৈহিক শাস্তি থেকে মুক্তি ও শিশুর অধিকার। কোনরূপ অপব্যবহার বা অসুবিধার সম্মুখীন যেন না হয় তা দেখা। বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি সর্বদা জাতীয় ও রাজ্যস্তরে শিশুর অধিকার রক্ষাকারী সংস্থা বা কমিশনের সাথে এবং নারী ও শিশু উন্নয়ণ দপ্তরের সাথে নিবিড় সহযোগিতা করে চলবেন যাতে শিশুরা কোন অবিচারের শিকার না হয়।

আপনার উন্নতি যাচাই করুন—6

1. বিদ্যালয় শিশুর অধিকার রক্ষা করার দায়িত্ব কার?

.....

.....

.....

2. RTE অনুসারে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সদস্য শ্রেণী কিভাবে সজ্জিত হবেন বা যুক্ত হবেন?

.....

.....

.....

3. বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির দায়িত্ব কি কি?

.....

.....

.....

4. শিশুর অধিকার রক্ষা করার জন্য বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি কোন কোন সরকারী দপ্তরের সঙ্গে কাজ করবেন?

.....

.....

.....

7.5 বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি বনাম শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত আইন

শিক্ষার অধিকার আইন 2007 অনুসারে সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার ব্যাপারে বিদ্যালয়ের বিশেষ দায়িত্ব আছে। প্রত্যেক বিদ্যালয় অর্থাৎ যে সমস্ত বিদ্যালয় সরকার দ্বারা কোনভাবে স্বীকৃত বা পরিচালিত নয় এবং এই শিক্ষা আইন বলবৎ হওয়ার আগে তৈরী হয়েছে তাদের শিক্ষা আইন বলবৎ হওয়ার তিন মাসের মধ্যে ফর্ম-1 এ স্বঘোষণা করতে হবে এবং তা করতে সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কাছে (DEO) এবং এই ঘোষরা হবে নিম্নলিখিত মান এবং শর্ত মেনে চলার জন্য—

(a) বিদ্যালয়টি পরিচালতি হতে হবে এমন সমাজে (যা সোসাইটি এ্যাক্ট 1860 দ্বারা স্বীকৃত) যা আইনসঙ্গত ট্রাস্টের দ্বারা পরিচালিত হতে হবে।

(b) বিদ্যালয়টি কোন ব্যক্তি, দল বা ব্যক্তিবর্গের স্বার্থ বা লাভের জন্য পরিচালিত হবেন।

(c) বিদ্যালয়টি সংবিধানে বর্ণিত মূল্যবোধের মর্যাদা দেবে।

নোট

(d) বিদ্যালয় গৃহ বা তার অন্যান্য কাঠামো বা জায়গা কেবলমাত্র শিক্ষার কাজেই এবং দক্ষতার উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হবে।

(e) বিদ্যালয়টি সবসময় রাজ্য সরকারী বা স্থানীয় আধিকারিকদের পরিদর্শন করা যাবে।

(f) শিক্ষার মান অনুসারে বিদ্যালয়টির পরিকাঠামো থাকবে।

(g) জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কাছে বিদ্যালয় সময় সময় প্রার্থিত তথ্য এবং রিপোর্ট পেশ করবে এবং রাজ্য সরকার বা স্থানীয় আধিকারিকদের নির্দেশ যা বিদ্যালয়ের অনুমোদনের শর্তাদি পূরণের পক্ষে তা মেনে চলবে।

অংশ IV শাখা 7(1, 2, 3) Part IV section of (1, 2, 3) এর খসড়া মডেল যা অনুমোদনের জন্য প্রয়োজন তা হলো সরকারী, সাহায্যপ্রাপ্ত বা সাহায্য না পাওয়া প্রাইভেট বিদ্যালয় সকলকেই সমাজের দুর্বল শ্রেণী এবং সুযোগসুবিধাহীন শিশুদের ভর্তি করতে হবে। তা না হলে অনুমোদন বাতিল হতে পারে বা অনুমোদন বাতিলের জন্য সতর্ক করা হবে। এই সমস্ত দুর্বল শ্রেণীভুক্ত শিশুরা যেন অন্য শিশুদের থেকে বিচ্ছিন্ন না হয় বা তাদের অন্য শিশুদের থেকে আলাদা জায়গায় বা সময়ে ক্লাস করানো না হয় তা দেখতে হবে। বাকী শিশুদের থেকে তাদের কোনভাবেই সুযোগ সুবিধা যেমন পাঠ্যবই, বিদ্যালয় পোষাক, পাঠাগারের সুবিতা, ICT সুবিধা, খেলাধূলার সুবিধা ও অন্যান্য বিশেষ কার্যক্রমের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা যাবে।

বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষিত শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করা প্রয়োজন এবং তা হবে NCTE, NCERT এবং SCERT এর সুপারিশ মেনে। শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ না করলে অনুমোদন বাতিল হতে পারে। যদি কোন রাজ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যার শিক্ষকশিক্ষণ কেন্দ্র এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক না থাকে তবে রাজ্য সরকার RTE আইন বলবৎ হওয়ার পর এক বছরের জন্য শিক্ষকের নির্ধারিত যোগ্যতার ব্যাপারে নমনীয় হওয়ার অনুরোধ করতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে নমনীয় হতে পারেন এবং নির্দেশনামা জারী করে কি ধরণের নমনীয়তা / শিথিলতা দেওয়া হবে তা ঠিক করে দিতে পারেন তবে তা কখনই তিন বছরের বেশী সময়ের জন্য হবে না এবং RTE বলবৎ হওয়ার পাঁচ বছর পরে তা শিথিল হবে না। এর মধ্যেই যে সমস্ত কম যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ হয়েছেন তাদের যোগ্যতা নির্দেশিত মান অনুসারে উন্নত করতে হবে। RTE বলবৎ হওয়ার 6 মাসের মধ্যে যারা শিক্ষক হিসাবে নিয়োজিত হয়েছেন তাদের কমপক্ষে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা তার সমতুল্য যোগ্যতা থাকতে হবে। যে সমস্ত শিক্ষকের নির্ধারিত ন্যূনতম যোগ্যতা থাকবে না, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে RTE আইন বলবৎ হওয়ার 5 বছরের সময়সীমার মধ্যে নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জনের ব্যবস্থা করতে হবে।

আপনার উন্নতি যাচাই করুণ—7

1. RTE বলবৎ হওয়ার পরে বেসরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় হিসাবে অনুমোদন পেতে গেলে কি কি শর্ত পূরণ করতে হবে?

.....

.....

.....

নোট

2. বেসরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির কি কারণে সুযোগ সুবিধাবিহীন শিশুদের ভর্তি করা প্রয়োজন?

.....

.....

.....

3. কোন বিদ্যালয় কি কোন শিশুকে ভর্তি করতে অস্বীকার করতে পারে?

.....

.....

.....

4. বিদ্যালয় কেন কেবল শিক্ষণপ্রাপ্ত / যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষককে নিয়োগ করতে পারবে?

.....

.....

.....

7.6 ফলপ্রসূ পরিচালনা ও সামর্থ্য তৈরীর পরিকল্পনা বা রূপরেখা :

সামর্থ্য বা capacity বলতে বোঝায় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সমাজের কাজ করার ক্ষমতা, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা এবং উদ্দেশ্য গঠনের ক্ষমতা।

Diagrm

7.6.1 সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষায় তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তিসমূহ :

সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার ফলপ্রসূ বিস্তারের জন্য তথ্য দেওয়া এবং যোগাযোগের প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা, তথ্য রাথা এবং তা ব্যবহার করার কৌশল ঠিক করা হয়। বিদ্যালয় net-এর জন্য তথ্য আদান প্রদান করা, সংগ্রহ করা, এবং পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রাখার কৌশল শেখা net ব্যবহারকারীর কাছে একান্ত জরুরী।

এর জন্য ICTs (Information 2 communication Technology) গুরুত্ব আরোপ করে বা সুপারিশ করে কম্পিউটার, কম্পিউটার নেট ওয়ার্ক, ইন্টারনেট, টেলিফোন বা দূরভাষ, দূরদর্শন, বেতার (Radio) এবং অন্যান্য শ্রবণ-দর্শনযোগ্য (Qudio-Visual) ব্যবস্থাপনার জন্য।

যার এই সমস্ত প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষম বা সমর্থ করা তারা সর্ববিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারে, অন্যথার বাকীরা এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না ICTs ব্যবস্থাপনায় প্রবেশ করা অথবা না গ্রহণ করাকে Digital divide নামে অভিহিত করা হয়।

তথ্য প্রযুক্তি কারিগরিবিদ্যায় (ICTs) তিনটি পরিচালক শক্তি আছে যেগুলি হলো ইন্টারনেট এর ভাষা জানা বা বোঝা ইন্টারনেটের ভাষা পড়ার জ্ঞান থাকতে হবে, আর শিক্ষালব্ধ বিষয় ইন্টারনেটের মাধ্যমে বুঝতে হবে।

নোট

শিক্ষা হলো সেই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা সমাজের জ্ঞান বৃদ্ধি করে, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করে এবং সমাজকে সমৃদ্ধশালী করে। শিক্ষা মানে কেবলমাত্র দক্ষ ব্যক্তি তৈরী করা নয়, প্রকৃতপক্ষে সমাজে তথ্য ও কারিগরীবিদ্যার (ICTs) প্রসার ঘটানো এবং সমাজে এমন একটা পরিবেশ তৈরী করা যাতে বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ হতে পারে এবং তার আদানপ্রদান হতে পারে।

প্রারম্ভিক শিক্ষা সর্বজনীন হতে গেলে এবং শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা হতে গেলে শিক্ষাক্ষেত্রের পরিকাঠামোগত সমস্যা এবং অন্যান্য অভাব অভিযোগ বিশেষভাবে জানা দরকার।

তথ্য ও কারিগরী বিদ্যার প্রযুক্তিগত ব্যবহারের ফলে যেখানে বিভিন্ন সুযোগের অভাব আছে যেমন পাঠ্যপুস্তকের অপ্রতুলতা ও অন্যান্য জিনিসের অভাব আছে সেখানে শিক্ষকের দক্ষতা এবং সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

7.6.2. স্কুল NET বা বিদ্যালয় NET বলতে কি বোঝায়?

স্কুল NET এর মাধ্যমে বিশাল তথ্য ভাণ্ডারের দুনিয়ায় প্রবেশ করা যায়। এর দ্বারা ইটারনেটের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়, ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষকদের সাথে বিভিন্ন সংস্থার সাথে, অভিভাবকদের সাথে, সাধারণ মানুষের সাথে তথ্য বিনিময়ের জন্য যোগাযোগ স্থাপন করা যায়, স্কুল NET বিদ্যালয়টিকে ফলপ্রসূ এবং দক্ষ NET কার্যক্রম সম্পন্ন বিদ্যালয়ে পরিণত করে। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, বিদ্যালয়, শিক্ষক, অভিভাবক, এলাকাবাসী এবং বিস্তৃত শিক্ষাবিষয়ের উৎসের সাথে NET এর মাধ্যমে যোগাযোগ থাকলে তাকে স্কুল net বলা হবে।

"School net"—কথাটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং তা তথ্যপ্রযুক্তির উপর ভিত্তি (ICT) করে বিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং প্রশাসনিক বিষয়ে E-management বা ইন্টারনেট ব্যবস্থাকে বলবৎ করে।

স্কুল net এর একটি প্রাতিষ্ঠানিক মূল্য আছে। স্কুল net দ্বারা পৃথিবীর সর্বক্ষেত্র থেকে UEE সম্পর্কে যে কোন তথ্য আহরণ করা যায় স্কুল net কে রাজা জাতীয়স্তরের ব্যবস্থা হিসাবে ধরা যেতে পারে যা বিদ্যালয়ে তথ্য ও কারিগরী প্রযুক্তি ব্যবহারকেই সমর্থন করে।

স্কুল net বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে একত্রীকরণ করে শিক্ষাসম্পর্কিত তথ্য সম্পর্কিত সকল বিষয় অবগত হয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে ফলপ্রদ করতে পারে।

7.6.3. স্কুল net এর কার্যক্রম

স্কুল বা বিদ্যালয় net এর কিছু কাজ, কার্যপদ্ধতি হলো—

প্রযুক্তিগত সাহায্য

● যোগাযোগমূলক সাহায্য—বিভিন্ন বিদ্যালয়, সরকারী দপ্তর, সাধারণ নাগরিক এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে।

● বিদ্যালয়ে নানা উপকরণ সরবরাহ বা প্রাপ্তি ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে (সরকারী দপ্তর থেকে কেনা যেতে পারে, বিভিন্ন ব্যক্তি থেকে অনুদান বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে) এই ব্যাপারে net দ্বারা যোগাযোগ হতে পারে।

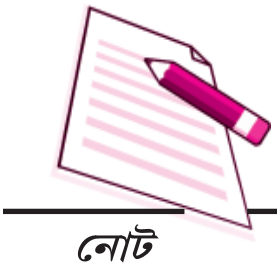

নোট

● উপযুক্ত সফট্ওয়ার (Software) তৈরী করা যেতে পারে যা বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রদানের সহায়ক হবে।

বিষয়গত সাহায্য

● সরাসরি শিক্ষার্থী, শিক্ষক, প্রশাসকদের ইন্টারনেট তথ্য বিষয়ে প্রবেশ করানো।

● স্থানীয়ভাবে অনলাইন ব্যবস্থায় প্রবেশ করা।

● পেশাদারীভাবে বিষয় দক্ষ ব্যক্তি দ্বারা বিভিন্ন তথ্য বা বিষয়ভাণ্ডার গড়ে তোলা।

সমন্বয়মূলক প্রকল্প

● অনলাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন সম্পদ কেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং তাদেরকে বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত করা

● পেশাগত সমন্বয়মূলক প্রকল্প তৈরী করা—তা মৌলিক প্রকল্প হতে পারে।

পেশাগত উন্নতিকরণ :

চাকুরীকালীন সময়ে শিক্ষকদের ICT দক্ষ করা বিষয়ে শিক্ষণ এবং শিখন শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় ICTs ব্যবহারে দক্ষ করে তোলা যেতে পারে।

পরীক্ষামূলক বিষয়, উদ্ভাবনী বিষয় এবং পরিচালন বিষয়

● পথপ্রদর্শক কোন প্রকল্প তৈরী করা

● সুঅভ্যাসমূলক বিষয়ে তালিকা তৈরী করা

● পরিকল্পনা পরিবর্তনের জন্য সাহায্য করা যা পথপ্রদর্শক কোন প্রকল্প এবং সুঅভ্যাসের দ্বারা ভিত্তি করেই হবে।

● উদ্ভাবনীমূলক শিক্ষা প্রকল্প তৈরীতে সবসময় উৎসাহ দেওয়া এবং সাহায্য বা সমর্থন করা।

বিদ্যালয় পরিচালনা এবং সম্পদের সঠিক ব্যবহার

● সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে তথ্য সরবরাহ

● নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহ

7.6.4. শিক্ষা প্রশাসন এবং পরিচালনার জন্য তথ্য সরবরাহ পদ্ধতির ক্ষেত্রে স্কুল net এর ভূমিকা

তথ্য ও কারিগরী প্রযুক্তি (ICTs) বিদ্যালয় থেকে দ্রুত এবং সঠিকভাবে তথ্য আহরণ করতে পারে এবং প্রশাসনিক কাজে বাধা এবং কষ্ট দূর করতে পারে। পরিচালন ব্যাপারে যে কোন পরিবর্তনের প্রয়োজনে তথ্য ও তার বিনিময়ের কারিগরী প্রযুক্তির সরাসরি মূল্য আছে এবং সঠিক তথ্য সরবরাহের দক্ষতার জন্যই।

স্কুল net বিদ্যালয়ে যুক্ত হলে বিদ্যালয়ের পরিবেশই পাল্টে যায়। ICTs ব্যবহারের দক্ষতা থাকলে e-mail পাঠানোর মত প্রাথমিক জ্ঞান এবং এর উচ্চস্তরে বিভিন্ন উৎস থেকে পাঠানো তথ্যের বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন এবং আত্তীকরণ করা যায়। এইগুলি হলো উচ্চস্তরের দক্ষতা-পরিচালনার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে।

নোট

7.7. অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপরেখা

সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য ভারত সরকার বিশ্ব ব্যাঙ্ক (World Bak) এবং UK গর্ভমেন্ট/সরকারের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন সেইহেতু যে কোন প্রকল্পের যদি পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে হয় তবে বৈদেশিক অর্থপ্রদানকারী সংস্থার অনুমতি প্রয়োজন। সুতরাং সময়মত বিদ্যালয়, গ্রাম, ব্লক, জেলা এবং রাজ্যস্তর থেকে কাজের অগ্রসরতা এবং খরচ খরচা বা ব্যয়ের হিসাব দাখিল করা প্রয়োজন যাতে আন্তর্জাতিক অনুদানকারীদের কাছ থেকে পরবর্তী পর্যায়ের অর্থ পাওয়া যায়।

কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে ব্যনির্বাহের যে ওকালতনামা বা Aggrement হয়েছে তা হল IX প্ল্যান অনুসারে 85 : 15 অনুপাতে (কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে) X প্ল্যান / রিকল্পনা অনুসারে 45 : 25 অনুপাতে এবং পরবর্ত্তীকালে 50 : 50 হিসাবে। আশা করা যায় রাজ্য সরকার সর্বশিক্ষা বা সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে অর্থ বৃদ্ধির দায়িত্ব নেবেন এবং এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে লিখিত প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে।

SSA এর অন্তর্ভুক্ত করে রাজ্য সরকারের উচিত একটি রাজ্য স্তরের প্রয়োগ সংস্থা (State Implementation Society) যারা সংস্থা হিসাবে অনুদান গ্রহণ করবে। ভারত সরকার অনুদান দেবেন রাজ্য সরকারকে।

রাজ্যসরকার প্রতি পর্যায়ে অর্থ (কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারের উভয়েই) রাজ্য প্রয়োগ সংস্থার হাতে প্রত্যার্পণ করা হয়েছে বা দেওয়া হয়েছে।

সর্বশিক্ষা অভিযানের (SSA) প্রয়োজনে যে সমস্ত শিক্ষকমণ্ডলী নিয়োগ করা হয়েছে তাদের বেতন দেওয়ার জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের দায়ভাগ হবে IX Plan (নাম পরিকল্পনা) অনুসারে 85 : 15 অনুপাতে, X-Plan (দশম পরিকল্পনা) অনুসারে 75 : 25 অনুপাতে এবং পরবর্ত্তী পর্যায়ে 50 : 50 অনুপাতে।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় পুষ্টি প্রকল্প অর্থাৎ Mid-day-Meal বা শিশুদের দ্বিপ্রাহরিক আহার অবশ্য সর্বশিক্ষা অভিযানের (SSA) অংশ নয়। খাদ্যশস্য এবং তার পরিবহন ব্যয় এর দায় বর্ত্তায় কেন্দ্রীয় সরকারের উপর; আর রান্না করা খাবার এর ব্যয় মেটানো হয় রাজ্য সরকারের তরফে।

নবম পরিকল্পনার (IX Plan) এর পরে অন্যান্য চালু প্রারম্ভিক শিক্ষার কার্যক্রম (National Bal Blawan এবং NCTE) SSA সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

সর্বশিক্ষা অভিযানের বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য যেমন প্রধানমন্ত্রী গ্রামোদ্যগ যোজনা, জহর গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা, প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা, লোকসভা এবং বিধান সভার সদস্যদের কাছ থেকে পাওয়া এলাকা উন্নয়ণের জন্য অর্থ, রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্প এবং NGO থেকে প্রাপ্ত উপাদান এবং বিদেশী সাহায্য যদি কিছু থাকে তার সমস্ত অর্থভাণ্ডার সম্পর্কে জেলা শিক্ষা পরিকল্পনায় পরিষ্কারভাবে উন্নয়ন করা প্রয়োজন। পর্যায়ক্রমে সমস্ত অর্থ বিদ্যালয়গৃহ সংস্কার এবং তার উন্নয়ণ শিখন-শিক্ষণ সামগ্রী এবং স্থানীয় পরিচালন সংস্থার সামর্থ্য উন্নতিকল্পে সময়মত গ্রাম শিক্ষা সংসদ, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং NGO সংস্থার (যারা শিক্ষার বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনায়যুকত) হাতে অর্পণ করা দরকার।

নোট

বিদ্যালয় এবং গ্রামভিত্তিক সংস্থাই কি করবেন শিক্ষার উল্লেখিত বা কাঙ্ক্ষিত মান রক্ষার জন্য এই অর্থ ব্যয় করবেন এবং সেই পদ্ধতি হওয়া উচিত সর্বোৎকৃষ্ট।

আপনার উন্নতি যাচাই করুন—8

1. সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার (UEE) জন্য অর্থনৈতিক দায়িত্ব কিভাবে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারের মধ্যে বিভাজিত?

.....

.....

.....

2. কিভাবে UEE এর বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য উদাহরণ দিন।

.....

.....

.....

কার্যক্রম—1 (Activity-1)

● আপনার বিদ্যালয়ে সংখ্যালঘু শ্রেণীভুক্ত বালিকা শিশুদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এবং তাদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরী করুন।

.....

.....

.....

কার্যক্রম—2 (Activity-2)

কার্যক্রম—1 এর জন্য একটি অর্থ পরিকল্পনা করুন।

.....

.....

.....

● কার নিকট আপনার পরিকল্পনা এবং অর্থ পরিকল্পনার প্রস্তাব জমা করবেন? ব্যাখ্যা করুন।

.....

.....

.....

7.8. আসুন সংক্ষেপ করি

এই একক আলোচনা করে আপনি শিখেছেন সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষা রূপায়ণ জন্য শিক্ষা অধিকার আইন বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার অন্তর্গত হয়েছে।

নোট

জেনেছেন কেন UEE এর রূপায়ণ ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীভূত হয়েছে। বিদ্যালয়ে ক্ষুদ্র ক্ষদ্র পরিকল্পনা বলতে কি বোঝায় বুঝেছেন এবং গ্রাম এলাকা, ব্লক ও জেলা স্তরেও ক্ষুদ্র পরিকল্পনা সম্পর্কে জেনেছেন। কারা শিক্ষা উন্নয়ণ পরিকল্পনা তৈরী বা রূপায়ণের জন্য দায়বদ্ধ তাও বুঝেছেন।

শিক্ষা উন্নয়ণের পরিকল্পনা বিষয়সমূহ এর বিভিন্ন দিক, এটা কিভাবে অনুমোদিত হতে পারে এবং কারা তা রূপায়ণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত তা বুঝেছেন।

জেনেছেন বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থার প্রশাসনিক বিষয়সমূহ কারা বেসরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বা সাহায্যহীন বিদ্যালয় অনুমোদন করতে পারবেন এবং RTE আইন অনুসারে তা কোন পদ্ধতিতে হবে তাও জেনেছেন।

বুঝেছেন কোন শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না। কারা শিশুর অধিকার রক্ষা করবেন এর দায়িত্ব কার তাও বুঝেছেন।

শিখেছেন কিভাবে net দুনিয়া আপনা তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে এবং সাহায্য হলো আরও ভাল ও উপযুক্ত সামর্থ) তৈরী করা প্রতিটি স্তরে প্রারম্ভিক শিক্ষার প্রবেশ ও উন্নয়ণের জন্য। এই ব্যাপারে অর্থের যোগান কি ভাবে হবে তাও বুঝেছেন।

সম্পর্কিত বই পুস্তক আলোচনার খবর বা উপদেশ

শিক্ষা পরিকল্পনা এবং পরিচালনা সম্পর্কে ধারণা এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত বই এবং কম্পিউটার তথ্যের সাহায্য নিতে পারেন—

—By Godfrey Boldacchino, Charles Farrugia, Commonwealth Seeretarial

—A Comprensive study of Education–By S. Samuel Ravi

http://ssa.ap.nic.in

http://en.Wikipedia.org/wiki/Sarba Sikha Avhiyan

http://secr/delhi.info/

7.10. একক পাঠ শেষে অনুশীলনী

1. ক্ষুদ্র পরিকল্পনা বলতে কি বোঝায়? আপনার নিজস্ব এলাকায় এলাকাভুক্ত ক্ষুদ্র পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

2. আপনার জেলার সমস্ত ব্লক সম্পদ কেন্দ্র (BR8) এবং চক্রসম্পদ কেন্দ্রের (CRCs) এর তালিকা তৈরী করুন এবং প্রারম্ভিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।